পরমার্থ

সঙ্গীত রত্নাকর।

অথবা

তত্ত্বসন্দর্ভ উপদেশমূলক গ্রন্থ।

গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক
কমিটির মেম্বর এবং সুপ্রসিদ্ধ কবিবর
মৌলবী বেলায়েত হোসেন মহোদয় বিরচিত

বহুভাষার অধ্যাপক, সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত তানসেন
প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থপ্রণেতা
শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা।

সন ১৩১০ সাল, ১লা আশ্বিন।

ভূমিকা।

পরমার্থধনই পরম সম্পদ। এই মহাসম্পত্তির রেণুকণামাত্র কাহার অন্তরপথে অনুকূল বোধ হইলে, তিনি ত্রিলোকস্থ সমস্ত ঐশ্বর্য্য সম্পত্তিকে তৃণবৎ তুচ্ছ বোধ করিয়া থাকেন, এবং সাংসারিক বিষয়াদিতে সদ্ব্যবহারী তীব্র বৈরাগী হইয়া সর্ব্বাধিপতির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হৃদয়গ্রন্থির মধ্যে ভক্তিপ্রেমসহকারে সংযোগ করিতে যত্নশীল হইয়া পরম বিশ্বাসে চিরসুখী হন। জীবের এই পরমধন ভিন্ন ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর দ্বিতীয় উপায় নাই। সংসারে সমস্তই ক্ষণভঙ্গুর, কিছুই চিরস্থায়ী নহে, ইহা সমস্ত জীবের নিকট সকল বিষয় অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু হায়! কয়জনের মন সেই পুণ্যধামের জন্য লালায়িত? এই ক্ষণভঙ্গুর নশ্বর জগতের বিচিত্র ভাব সকল সর্ব্বক্ষণ সাধুজনেরা দিব্য চক্ষে অবলোকনপূর্ব্বক পরমার্থতত্ত্বসাধনই জীবন্মুক্তির একমাত্র নির্দ্দিষ্ট ফল বলিয়া নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন। সেই সেই নির্ব্বাচিত [illegible] গুলি ইহাতে বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে [illegible] অভিহিত।* অথবা বিশেষরূপে বলিতে হইলে বলিতে হইবে, কি উপায়ে পরমার্থলাভ হইতে পারে, পরমার্থ কাহাকে বলে, পরমার্থলাভের প্রকৃত উপায় কি, এবং কেমন করিয়া জীবের পক্ষে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, ও তাহার সত্যনিরূপণ বিষয়ে অধিকারী এবং অনধিকারী উভয়ের কিরূপ সম্বন্ধ, অথবা পরমার্থের প্রকৃত লক্ষণ কি, সুসময়ের আবশ্যকতা আছে কি না ইত্যাদি বহু প্রকার পরমার্থভাবপূর্ণ বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পথ, ঘাট, হৃদয়

* এই গ্রন্থখানি প্রথমতঃ সঙ্গীত তানসেন নামক গ্রন্থখানির সপ্তমাধ্যায়ে সন্নিবেশিত ছিল। এক্ষণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া স্বতন্ত্র প্রকাশিত হইল।

কপাট ও ধর্ম্ম পন্থায় বহুল ভাবের অভ্যুদয় কেন; মানব জীবনে এই অভাব সম্পূর্ণ হইবার প্রকৃত উপায় কি, ইহাতে সমস্ত বিষয় বিশদরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পরমার্থসঙ্গীতের কবিতাগুলি কলিকাতা শিয়ালদহনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয় বিরচিত। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বঙ্গভাষায় কবিতা প্রণয়ন করিতে অনভিজ্ঞ। মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয়ই কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট সেই মহাশক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেইজন্য অস্মদীয় গুণাগ্রগণ্য মহা মহা পণ্ডিতগণ উক্ত মৌলবী মহোদয়কে ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়া থাকেন। এই পরমার্থভাবপূর্ণ পদাবলীগুলি আমাদিগের পুরাকালীন সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট প্রসাদগুণে পূর্ণ বলিয়া, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে মৌলবী মহোদয় * "কালীপ্রসন্ন" উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন।

"কালীপ্রসন্ন" অর্থাৎ মহাশক্তির প্রসাদে সুযোগ্য ভাবুক "কবি" মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয়কে পণ্ডিতেরা এইরূপ নামে সম্বোধন করিয়া থাকেন। ঐ উপাধিপ্রাপ্ত নামটী মৌলবী মহোদয়ের প্রত্যেক রচিত কবিতার শেষে বিবৃত আছে। পাঠকেরা সঙ্গীতের কবিতাগুলি পাঠ করিলেই উক্ত কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। আরও বলিতে হইবে, তাঁহার ন্যায় বিশুদ্ধ

* "—তৎপরে যে কয়টী সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ গুলি যদ্যপি মুসলমানবংশাবতংস শ্রীযুক্ত বেলায়েৎ হোসেন মৌলবী কর্ত্তৃক প্রণীত, তথাপি সর্ব্বধর্ম্মসারভূত অভিপ্রায় ও উপদেশসমূহে পরিপূর্ণ, এবং মহাকবি কালিদাসবিরচিত শ্লোকসমূহের ন্যায় প্রসাদগুণপূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারের (মৌলবী মহাশয়ের) প্রতি প্রীত হইয়া তাঁহাকে "কালীপ্রসন্ন" উপাধি প্রদান করিলাম। এতাদৃশ সঙ্গীতাবলী পাঠ ও স্বরযোগে সঙ্গীত হইলে, সাধারণের মনে যুগপৎ ভক্তি ও প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। কিমধিকমিতি।—শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর।

স্বভাব, চরিত্র, দয়া, দান, উপকার, নিষ্ঠা, ধর্ম্মশীলতা, উচ্চাভিলাষ ও মহৎ কবিত্ব শক্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই সকল গুণে তিনি যে, পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে উপাধিবিশিষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি? ইহাতে ধর্ম্মপথের পথিকদিগের সাধন জন্য যে কোনরূপ ভাবসংযুক্ত পদাবলীর আবশ্যকতা হইতে পারে, সম্ভবমত তৎসমুদয় সংরক্ষিত হইয়াছে। মৌলবী মহোদয় আমাকে একশত সপ্তপঞ্চাশটী পরমার্থীয় কবিতা প্রদান করেন, আমি সেই সেই কবিতায় সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত পুরাতন খেয়াল, ধ্রুপদ, টপ্পা ও হোলি গানের স্বরের কায়দা সংযোজিত করিয়াছি। গীতের সুরগুলি পাঠকদিগের পক্ষে বিশেষ কঠিন বলিয়া বোধ হইবে, কিন্তু নিয়মপূর্ব্বক সঙ্গীতবিদ্যা উপযুক্ত উপদেশকের নিকট শিক্ষা না করিয়া, কেমন করিয়া অতি সহজে গীতগুলি আয়ত্ত হইতে পারে? এ বিষয় সদ্বিবেচনার জন্য পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে আমার বিশেষ অনুরোধ। না জানিয়া শুনিয়া অনেকে সঙ্গীতবিদ্যার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছেন বলিয়া, ইহা ভদ্রসমাজের মধ্যে অতীব ঘৃণার্হরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। সঙ্গীতবিদ্যার পবিত্র অনুষ্ঠানের অভাবে মানবজীবনের প্রকৃত উপকার সংসাধিত হয় নাই, ইহাও বলিলে বলিতে পারা যায়। কারণ সঙ্গীত অন্তরপূজার সামগ্রী। সুতরাং এক্ষণে সঙ্গীতবিদ্যা আয়ত্ত করিবার জন্য উপযুক্ত সঙ্গীতবিদ্যাবিশারদ উপদেশক অন্বেষণ করিয়া, তদ্বিষয় সফলীভূত করিতে বিশেষ চেষ্টা করা সকলেরই পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। যাঁহার তাঁহার দ্বারা কিম্বা যেমন তেমন করিয়া সঙ্গীতগুলি অভ্যস্ত হইলে, উত্তম উত্তম সঙ্গীতগুলির অবমাননা করা হইবে, ইহা কোনরূপে অযৌক্তিক কথা নহে। কবিতাশক্তি নিতান্ত দুরূহ ব্যাপার, আবার তৎ সঙ্গে কবিতাগুলি সঙ্গীতশাস্ত্রানুমোদিত ভাবে সংরক্ষিত হওয়া যে কি কঠিন কার্য্য,

তাহা বর্ণনাতীত। সুতরাং কবিতাগুলির অবিকল ভাব রাখিয়া সঙ্গীত করাও অতীব কঠিন কার্য্য। আমি এই পুস্তকের কবিতা-সমূহের রাগ রাগিণীগুলি বিশেষ করিয়া ভাবিয়া বসাইয়া দিতে ত্রুটি করি নাই। এক্ষণে সর্ব্বসাধারণে অনলোপম উৎসাহের সহিত এই পুস্তকস্থিত সঙ্গীতগুলি লইয়া, সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলে, সঙ্গীতশিক্ষার্থীর সঙ্গীতবিষয়ে কৃতকার্য্য হইবার বিশেষ সম্ভব।

উক্ত মৌলবী মহোদয় এই পরমার্থ-সঙ্গীতরত্নাকরে যে সমস্ত গভীর ভাবের কবিতা সকল সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই সুপ্রশস্ত-হৃদয়ীদিগের নিকট পরমধন বলিয়া গৃহীত হইবে সন্দেহ নাই। তিনি অনেক স্থলে পরমার্থসাধকদিগকে সৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন;—তিনি বৃথা আড়ম্বর ভালবাসেন না, লৌকিক পরমার্থ পথ প্রদর্শকদিগকে তিনি ভণ্ড ভেকধারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কাশী গয়া, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, হরিদ্বার, মক্কা, মেদিনা প্রভৃতি কোন প্রকার তীর্থস্থানে ভ্রমণ; অথবা নেতি, ধৌতি, সন্ধ্যা, তর্পণ, তপ, জপ, হোম, মৌনব্রত ইত্যাদি, অথবা বেদ, পুরাণ, কোরাণ, বাইবেল, পণ্ডিত, মৌলবী, কাজী, মোল্লা ও বিবিধবাচক জ্ঞানীদিগের কর্ম্ম-কাণ্ডের আড়ম্বর সকল অবলম্বন করিলে, জীবের সার পরমার্থ লাভ হইবে না, ইহা তাঁহার একটী মহাবাক্য। মৌলবী মহোদয়ের উদ্দেশ্য এই যে, জগৎপতির দয়া জীবের প্রতি প্রকাশিত না হইলে, জীব সকল কখনই ভব-ভয় হইতে বাঁচিতে পারিবে না। এই ভবে আসিয়া সকলেই জানিতে পারিতেছেন যে, ইহার অনিবার্য্য প্রলোভন সকল কেমন গুরুতর বন্ধন সদৃশ। এখানে কেহ কাহারও সঙ্গী নহে, পরকালের জন্যও কেহ কাহার সঙ্গী হইবে না। সুতরাং এই অকিঞ্চিৎ-করক্ষেত্রমণ্ডলপ্রসারী মোহমায়াজালই নিশ্চয় জীবকে ভ্রমময় সংসার

বন্ধনে আকৃষ্ট করিবার একটী কুহক। এই মায়ার ঘোরতর বন্ধনে নিপতিত থাকিয়া, কেহই চৈতন্য লাভ করিতে পারিতেছে না—কাহারও মনে সংসার অসার বোধ হইতেছে না। ইন্দ্রিয়ভোগ সুখের জন্য সমস্তই প্রকৃত বোধ হইতেছে; আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুনাদি সুখকর বোধ হইতেছে; পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়পরিজন, বন্ধুবর্গসমূহ পরম আত্মীয় বলিয়া মনে প্রতীত হইতেছে, অথচ জন্ম মরণ কালাধীন হইয়া রহিয়াছে, তথাপি জীবের শোচনা নাই। অথচ অন্তিম কালে পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, বাটী, ঘর, সংসার প্রভৃতি অসার হইয়া পড়িয়া থাকে, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র পরকালের সহায় হইয়া চলিয়া যায়। এই পুস্তকে মৌলবী মহোদয় জীবের ঐ সমস্ত শোচনা ও বিরহের বিষয় আলোচনা করিয়া, অনেক সৎ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

ঐ সকল ভাবপূর্ণ সঙ্গীতের মর্ম্ম অবগত হইলে, জীবের অনেক পরিমাণে শান্তভাব আসিতে পারে। যিনি ভাবুক হইবেন, তাঁহার নিশ্চয়ই পরমানন্দ লাভ হইবে। সত্য বাক্যের মর্ম্মাবগত করিতে সত্যপুরুষই পারেন,—অসাধু, সাধুর মর্ম্ম কি বুঝিবে, ইহা সত্য কথা। ব্রহ্মপুরুষের মধ্যে সেই সত্যপুরুষের পূর্ণ সত্ত্ব বর্ত্তমান নাই, ইহা অন্তর্ভেদী সাধক মহাপুরুষের বেদগুহ্য মহাভক্তিযোগের সার কথা। এই সংসারে ভাবুক বিরল, ভক্ত বিরল, সাধু বিরল, কেবল কপটসংসারী ও ভণ্ড ভেকধারী যোগী সন্ন্যাসীতে সংসার আচ্ছন্ন রহিয়াছে। সৎ কথা কেহই শুনিতে চায় না। মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতে সকলেরই ভাল লাগে, কিন্তু নিম্ব ভক্ষণ করিলে সর্ব্বরোগ নাশ হইয়া যাইবে, অথচ তাহা কেহই ভক্ষণ করিতে চায় না। সেইরূপ পরমার্থ বিষয়ের সৎকথা জীবের ভাল লাগে না। সুতরাং জীব কেবল কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মোহের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া, সেই

সকল কুপ্রসঙ্গ আসক্তিপ্রসূত কথা শুনিতে চায়। হায়! ইহা অপেক্ষা জীবের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে। এখানে যদি কেবল পশুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া চলিয়া যাইলাম, বিষভক্ষণ সুধাপান বলিয়া বোধ হইল, তবে ভ্রমাচ্ছন্ন সংসারের উন্নতির দশা কি হইবে! সংসারে আসিয়া পরম পিতার গুণানুকীর্ত্তন করা কি মানবজীবনের সার্থকতার বিষয় নহে? আমাদিগের ইহজীবনে কি হইতেছে, পর জীবনেই বা কি হইবে, অথবা কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইতে হইবে, ইহা কি জীবের ভাবিবার বিষয় নহে? এখানে আসিয়া মনে কর স্ত্রী, পুত্র, ধন লাভ হইল, বাটী নির্ম্মাণ করিলে, সংসারের সমস্ত সম্পত্তিসুখ অতিক্রম করিলে, কিন্তু সেই পরম বরণীয় পরম পিতার সন্নিধানে যাইবার উপায় কিছুই করিলে না, ইহা অপেক্ষা হে জীব সকল তোমাদিগের শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়বিধাতার অসীম রচনাকৌশলের বিষয় আলোচনা করিয়া কি এক অপার আনন্দসাগরে আমাদিগের মন নিমগ্ন হয়! তাঁহার অপার রচনাকৌশলের মহিমা বর্ণন করিতে গিয়া বাক্য স্থগিত হয়, মন অস্থির হয়, বুদ্ধি ভ্রমময় হইয়া পড়ে। বিশ্ব-বিধাতার অনন্ত ভাবের সমষ্টিতে কত অনন্ত অনন্ত ধর্ম্মপথ বিস্তারিত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অথচ সকলেই আপন আপন ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, অন্য ধর্ম্মকে তুচ্ছ বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। প্রকৃত * প্রেমিকের ধর্ম্ম এক, সংস্কার প্রভৃতি সর্ব্ব

---

* "মজহবে আশিক জ্ঞা জে মজহবা জুদাস্ত।
আশিকারা মজহবে মিশলে খোদাস্ত।" মৌলানা রুম।

অর্থাৎ প্রেমিক সাধকের ধর্ম্ম, সাংসারিক প্রস্তাবিত সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র প্রনোদিত কর্ম্ম কাণ্ড হইতে পৃথক। অর্থাৎ প্রেমিক সাধক ব্রহ্মাণ্ড বৈমুখ পরম পুরুষ বিশেষ সর্ব্বাধিপতির নিজ গুরুমুখপুত্রস্বরূপ।

বিষয়ই এক,—সংসারী লোকেরা প্রকৃত প্রেমিক না পাইয়া, কখন প্রবৃত্তির আসক্তিতে নিবদ্ধ থাকিতেছেন, তৎপরে দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিবৃত্তির পথানুসরণ করিয়া থাকেন। প্রকৃত সত্য ধর্ম্মপথ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি হইতে বহুদূরে রহিয়াছে—সে পথে যাওয়া নিতান্তই দুরূহ ব্যাপার। এই পৃথিবী মহাখণ্ডে হিন্দু, মুসলমান, ইসাই, জৈন প্রভৃতি নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ে কত শত মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জীবের জীবন্মুক্তির জন্য কত শত সাধু উপায় নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন,—ধর্ম্মের জন্য—মানবের সকল মনোরথের জন্য-অনন্ত প্রকার ধর্ম্ম সোপান প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন। জীব সকলকে মোহ মায়ায় নিতান্ত আবদ্ধ দেখিয়া, তাঁহারা পরম সুখের বিষয়, ধর্ম্মপথই জীবের জন্ম মরণ নিস্তারণ জন্য একান্ত সম্বল স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু হায়! পরম পিতার অনুগ্রহ ভিন্ন, কেমন করিয়া জীবেরা ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে, ইহাও মৌলবী মহোদয়ের সম্ভবপর কথা। জীব গর্ভযন্ত্রণায় আরূঢ় হইয়া জন্মলাভ করিতেছে, তৎপরে কালপূর্ণ হইলে, যম আসিয়া মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতেছে, ইহাই কালের বিচিত্র ব্যাপার। আবার দেখিতে হইলে, প্রথমতঃ জীবের পূর্ণ মানব জীবন লাভ হইয়াই শৈশব কালে শৈশব খেলা, যৌবনাবস্থায় কামিনীসঙ্গ ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যথেচ্ছাচার ভাব প্রবল, বৃদ্ধাবস্থায় সর্ব্বশক্তির অপহারিণী ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া, কেবল কফ-প্রবল শরীরে দিবারাত্র জীবের মন শয়ন কার্য্যেই রত হইয়া থাকে। জীব সকল এই অবস্থায় কি করিবে—ঘোর কাল ও মায়ার প্রতাপ জড় বদ্ধতায় প্রবল হওয়া প্রযুক্তই সর্ব্বনাশ ঘটাইয়াছে। এই কাল ও মায়াজালের কম্বকল হইতে শান্তিলাভ করিবার জন্য, কেহ পঞ্চমুদ্রা সাধন করিতেছেন, কেহ তান্ত্রিক হইতেছেন, কেহ প্রাণায়াম অভ্যাস বা অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করিতেছেন, কেহ ষট্‌চক্রভেদ করিবার

আয়োজন করিতেছেন, কেহ পূজা পাঠ করিতেছেন, কেহ রোজা রাখিতেছেন, কেহ নামাজ পড়িতেছেন, কেহ গির্জায় যাইতেছেন, এইরূপে সকলেই কত শত অনুষ্ঠান করিতেছেন, কিন্তু পরম-পিতার সাহায্য ভিন্ন বৃথা চীৎকার করিয়া, কেহই সেই বরণীয় পরম-পতার মোহনরূপ অবলোকন করিয়া, ঘোর দুর্দ্দান্ত কর্ম্মফল ভোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবেন না, ইহাও মৌলবী মহোদয় এই পুস্তকের অনেকস্থানে প্রমাণ শুদ্ধ যুক্তিযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সঙ্গীতের কবিতাগুলি নানা ভাবে রচিত। কোথায় বিরহভাব, প্রেম ভাব, বিবেক ভাব, কোথায় বা ভক্তি ভাবে পরিপূরিত আছে। এই সকল কবিতার সারভাগ অবগত হইলে, নিশ্চয়ই উচ্চ শ্রেণীর সাধক হইতে পারা যায়। যখন সাধক ইহার বিমল ভাব সকল নিজ হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে পারিবেন, তখন সাধু ভক্তজনহৃদয়ীরা যে ভক্তিভাবে গদগদ হইবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যে সকল সাধক ভাগ্যক্রমে কোন নরস্বরূপ গুরুমুখ ও পরমসন্ত সদ্-গুরু মহারাজার নিকট সৎসঙ্গ করিতে পাইয়াছেন, তাঁহারাই ইহাতে আস্থা প্রদান করিবেন। অন্য পক্ষে যাঁহারা কর্ম্মকাণ্ডের সাধনা করিতেছেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবেন না।

বাস্তবিক ঐ সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে, সাধুদিগের মন সেই পুণ্যধামের জন্য অগ্রসর হয়। পাপাচরণকারী কলুষিত লোকের মন কখন সাধুভাব ধারণ করিতে পারিবে না, কিন্তু যখন পাপ পরিত্যাগ করিয়া, পরমার্থের শরণে আসিয়া পড়িবে, তখনই পবিত্র হইয়া যাইবে। জীবের পক্ষে এই মায়ার ঘোরতর বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা পরমার্থের সাহায্য ভিন্ন আর কিছুতেই হইতে পারে না, ইহাও মৌলবী মহোদয়ের বিশেষ কথা।

যাঁহাদের সংসার অসার বোধ হইয়াছে, যাঁহাদের মনে সর্ব্বদা

এরূপ বোধ হয় যে, আমার সহিত সেই পরম পিতা বিচরণ করিতে-ছেন অথচ আমি সেই পরম রূপ দেখিতে পাইতেছি না, এইরূপ বিরহ যন্ত্রণায় যাঁহাদের হৃদয় কাতর হয়, সেই সকল সাধু সজ্জনেরা ইহার গভীর ভাবসমূহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া পরম প্রীতিলাভ করিবেন। অন্য পক্ষে যাঁহাদের সংসার অসার বোধ নাই, হৃদয়ে বিরহ নাই, কেবল অসাধুসঙ্গে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্মাবগত হইতে পারিবেন না। বাস্তবিক এই জগতে সাধু-প্রকৃতি সম্পন্ন লোকের ভাগ অতীব অল্প, কিন্তু ইহা বলিয়া কি অসাধু-লোকে ইহাতে কোন ফললাভ করিতে পারিবে না ইহা নহে, কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে অসাধুর মন যতক্ষণ না সৎ হইয়া যাইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীবের বিরহযন্ত্রণা মিটিবে না, জন্ম মরণ রহিত হইবে না; সুখ, দুঃখ তিরোহিত হইবে না, ইহাও শতসিদ্ধ বাক্য। মানবের মন মত্ত হস্তি সদৃশ। কোন বিষয় সম্পূর্ণ স্থির নহে। মায়ার দুইটী অঙ্গ কামিনী ও কাঞ্চনেতে প্রথমতঃ জীব সকল প্রমত্ত হইয়া রহি-য়াছে। তৎপর মান, হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতিতে উন্মত্ত রহিয়াছে। স্থূল বন্ধন ও সূক্ষ্ম বন্ধনে নিবদ্ধ থাকিয়া, জীবেরা জগৎপতির রূপ দর্শন করিতে না পারিয়া নিতান্তই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পির, পেয়গম্বর, আওলিয়া, অবতার প্রভৃতিরাও সূক্ষ্ম বন্ধন ছেদন করিতে না পারিয়া, তাঁহারাও জনম মরণ বাধ্য হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু তাহা বলিয়া কি জগতের কোন লোকে সাধুভাব ধারণ করিয়া অমৃত-ধামে যাইতে পারিবে না; ইহাও অসম্ভব কথা। সেই পরম অমৃত-ধামের অধিকারী কোন কোন বিরল ভাগ্যবানই হইতে পারে। পরিশেষে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, যতদিন না জীব সকল কাল, মায়া, মোহ, আশা, তৃষ্ণা প্রভৃতি হইতে না বিরত হইতে পারিতেছেন, ততদিন

পর্য্যন্ত জীবের মুক্তিলাভ হইবে না। অতএব জীবের ঘটাকাশের অনাহত শব্দশ্রবণ এবং বিন্দুচৈতন্যস্বরূপধারাকে সিদ্ধচৈতন্যের ঊর্দ্ধদিকে অগ্রসর হওয়া ভিন্ন পরম নিত্যধাম লাভ হইবার অন্য উপায় নাই এবং তৎকারণ তাহা সফলীভূত না হইলে, জীব সকলকে বারম্বার সংসারক্ষেত্রে জন্ম, মরণযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হইবে। সুতরাং জীব সকল কালাধীন ও প্রাক্তন কর্ম্মফল বাধ্য—সুসময় না হইলে, বহু সাধন ও যত্নচেষ্টার গুণে কখনই জগৎপতির কৃপা ভিন্ন সেই পরমধামে যাইতে পারিবে না, ইহাই মৌলবী মহাশয়ের জীবের প্রতি সার উপদেশ।

এক্ষণে এই সকল পরমার্থ উপদেশপূর্ণ সঙ্গীতগুলি সাধুসজ্জনদিগের নিকট সাদরে পরিগৃহীত ও অভ্যস্ত হইলে, মদীয় সমস্ত পরিশ্রম সফল বোধ করিব। ইতি—

৪৩নং শাঁখারিটোলা, কলিকাতা। ১লা বৈশাখ, সন ১৩০২ সাল। } শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত, প্রকাশক।

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

প্রথমবার "পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর" নামক গ্রন্থখানি মৎপ্রণীত "সঙ্গীত তানসেন" নামক সুবৃহৎ গ্রন্থের সপ্তমাধ্যায়ে মুদ্রিত করা হয়। তখন ইহাতে ১১৭টী মাত্র সঙ্গীতপদাবলী সন্নিবেশিত ছিল। কালক্রমে সুযুক্তি-মান সজ্জন গুণগ্রাহী মহাশয়দিগের যত্নে ইহা বিশিষ্টরূপে সমাদৃত হইয়া উঠে। পদাবলির রচয়িতা মৌলবী সাহেবের এতাদৃশ কবিতা-শক্তির পরিচয় বিশেষ বিশেষ সমাজের মধ্যে বিকীর্ণ হইয়া পড়িলে পর, গ্রন্থের প্রকাশক ইহা সাধারণ সজ্জনদিগের নিকট পুনঃ প্রকাশে যত্নশীল হন। প্রথমবার প্রকাশে ইহা ভূয়সী প্রশংসা এবং সংবাদপত্রের সমালোচনা দ্বারা যেরূপ সমাদৃত হয়, তাহাতে পুনঃ প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা আশাপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত করা যায়। ইতি

সন ১৩০১ সাল,
৪৩নং শাঁখারিটোলা, কলিকাতা।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত।
প্রকাশক।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয়বারে এই "পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর" নামক গ্রন্থখানি মৎপ্রণীত "সঙ্গীত তানসেন" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া, স্বতন্ত্ররূপে মুদ্রাঙ্কিত করিবার অভিপ্রায়ে উহাতে আরও ৪০টী সঙ্গীতপদাবলী সংযোগ করিয়া মূল ১৫৭টী সঙ্গীতপদাবলী প্রকাশিত হইল। ক্রমে মৌলব সাহেবের সঙ্গীতপদাবলী গুলি সর্ব্বসাধারণ গুণিজনের বিশেষ আদরভাজন হইয়া উঠে। সজ্জনদিগের ও ভাবুকদিগের মধ্যে ইহার প্রতি বিশেষ যত্ন লক্ষিত হয়। সাধারণের বিশেষ আদর দেখিয়া, এইবার ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মার্জ্জিত করিয়া প্রকাশ করা হইল। ইতি

সন ১৩০২ সাল,
৪৩নং শাঁখারিটোলা, কলিকাতা।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত।
প্রকাশক।

তৃতীয়বারের বিজ্ঞাপন

"পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর" নামক গ্রন্থখানি তৃতীয়বার মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এবার ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও ৪৫টী নূতন সঙ্গীতপদাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে এই গ্রন্থের সর্ব্বসমেত সঙ্গীতপদাবলী সমষ্টি ২০২টী হইয়া উঠিয়াছে, এবং গ্রাহকসংখ্যার ক্রমিক বৃদ্ধি হওয়ায়, এবারে ৩০০০ খণ্ড মুদ্রিত করা হইল। সর্ব্বসাধারণ সজ্জন সদাশয়দিগের নিকট ইহা সমাদৃত এবং হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠিলে, ভবিষ্যতে পুনঃ প্রচারিত করিতে আরও যত্নশীল হইব। ইতি

সন ১৩১০ সাল,
৪৩নং শাঁখারিটোলা, কলিকাতা।

হরিশ্চন্দ্র দত্ত।
প্রকাশক।

সূচিপত্র।

পরমার্থ প্রীতি।

মানবের যতন।

পরমার্থ প্রণয়রস।

পরমাত্মার দয়া।

সাধকের নানা খোজ ও পিপাসা।

সাধকের সাধনার পরিণাম দশা।

সাধকের প্রতি উপদেশ।

সাধকের সাধনযন্ত্রণা ও বিরহ।

সাধু কে ?

জীবের বিরহ যন্ত্রণা।

পরমাত্মার মহিমা।

জীবের বিরহযন্ত্রণা।

জীবের চেতনা।

জীবের বিচ্ছেদানল।

সাধকের সাধনা।

জীবের চেতনা।

জীবের বিরহ।

জীবের চেতনা।

জীবের বিরহ ও প্রবল ছয় রিপু।

পরমার্থপ্রেম।

জীবের বিরহ।

জীবের চেতনা।

জীবের বিরহযন্ত্রণা।

সাধকের বিরহ।

জীবের জীর্ণতরি।

সাধকের সাধনা ও বিরহ।

সাধকের বাসনা ও বিরহ।

সাধকের প্রেম-পিপাসা ও বিরহ।

বসন্তঋতু বর্ণনা।

গ্রীষ্মঋতু বর্ণনা।

বর্ষাঋতু বর্ণনা।

শরৎঋতু বর্ণনা।

শীতঋতু বর্ণনা।

হেমন্তঋতু বর্ণনা।

জীবের বিরহ।

জীবের বিরহ।

জীবের মায়ানিদ্রা।

মায়ার ছলনা।

সাধকের বিরহ।

জীবের বিরহ।

জীবের বিরহ।

সাধকের বিরহ।

জীবের বিরহ।

সাধকের বিরহ।

জীবের সম্বোধন ও প্রার্থনা।

জীবের প্রার্থনা।

জীবের মিনতি।

জীবের বিচ্ছেদাবস্থা।

জীবের বিচ্ছেদাবস্থা।

জীবের অনুরোধ।

চন্দ্রের স্তব।

সূর্য্যস্তব।

জীবের ভালবাসা।

সেবকের মলিন বদন।

পুষ্পের স্তব।

সাধকের মরমব্যথা।

পরমার্থ-সঙ্গীতরত্নাকর।

অথবা

তত্ত্ব-সন্দর্ভ উপদেশমূলক গ্রন্থ

(১)

পরমাত্মার মহিমাকীর্ত্তন ও মানবের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

অপার মহিমা তব, তিন লোকে বিস্তারিত।
দেবাসুর সুর নরে, অন্যে কেহ নহে জ্ঞাত॥ ১ ॥
মায়ায় কল্পনা ক'রে, সৃজিলে এ ত্রিসংসারে,
নিজে হ'লে অন্তর্হিত, সৃষ্টি হ'ল প্রকাশিত॥ ২ ॥
অখণ্ড গোলোক পতি, অষ্টাদশ সহস্র জাতি,
ত্রিলোকে করিয়া স্থিতি, সর্ব্বত্রে হ'লে বিরাজিত॥ ৩ ॥
সর্ব্বমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ট, মানবে সৃজিলে স্পষ্ট,
ত্রিজগতে আছে রাষ্ট, অর্পিলে গুণ শ্রেষ্ঠ যত॥ ৪ ॥
মানবে ক'রে পীরিতি, অসাধ্য সাধন শক্তি,
দিলে সাধিতে যোগে যুক্তি, অষ্টাদশসিদ্ধি যত॥ ৫ ॥

মন যোগে যোগ ক'রে, যতনে সাধিলে পরে,
নিশ্চয় বলিতে পারে, ভূত ভবিষ্যৎ যত ॥ ৬ ॥
যোগবলে বল ক'রে, ইষ্ট যক্ষ দানবেরে,
আজ্ঞাধীন করিতে পারে, শার্দ্দূল হিংসক যত ॥ ৭ ॥
ক্রমে যোগে পারগ হ'য়ে, ত্রিবেণীর ঘাটে গিয়ে,
স্নান ক'রে শুদ্ধ হ'য়ে, মন সাগরে ইচ্ছামত ॥ ৮ ॥
ডুব দিয়া রত্নাকরে, সপ্ত রেখা যে ভেদ করে,
সে যায় ভবসিন্ধু পারে, হ'য়ে মহা আনন্দিত ॥ ৯ ॥
স্পষ্ট পন্থা দেখাইয়া, তিন লোক তারে ত্যাগিয়া,
অখণ্ড গোলোকে লয়ে, একত্র হও বিরাজিত ॥ ১০ ॥
এ সকল উপদেশ, মানবে ক'রে যত্ন বিশেষ,
কৃতার্থ করিলে দিয়া, মহামূল্য গুণ যত ॥ ১১ ॥
কালী কহে জানি কান্ত, একান্ত আমি নহি ভ্রান্ত,
মানবে অমূল্য ধন, অর্পিলে মান সম্পদ যত ॥ ১২ ॥
পরমহংস পদ দিলে, সে পদে উত্তীর্ণ হ'লে,
সিদ্ধ পদ দিয়া তারে পুনঃ কর হরষিত ॥ ১৩ ॥
সে পদেতে হয়ে ভুক্ত, পুন হ'লে উপযুক্ত,
নিরঙ্কুশ পদে নিযুক্ত, ক'রে মান বাড়াও কত ॥ ১৩ ॥
শেষে দিয়া পদ মোক্ষ, কর আপনার পক্ষ,
তখন কে দিবে সাক্ষ্য, উভয়ে হ'লে একত্রিত ॥ ১৫ ॥
অভেদ হইলে পরে, ভিন্ন ক'রে কে দিতে পারে,
নাহি হেন ত্রিসংসারে, চরাচরে দেখি যত ॥ ১৬ ॥
মহামূল্য গুণরাশি, মানবে দিলে ভালবাসি,
তবু মানব করে দোষী, হ'য়ে অন্ধ জ্ঞান হত ॥ ১৭ ॥

মানব পামর জাতি, মায়া জালে ভ্রান্ত মতি,
না জেনে তোমার গতি, দেয় নানা দোষ কত ॥ ১৮

(২)

পরমাত্মার অর্চ্চনা

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যে কর্ম্ম করহ নাথ, সকলি তোমায় সাজে।
ভাল মন্দ কেবল মাত্র, ঘোষণা লোকেরই মাঝে ॥
না জেনে তোমারই মর্ম্ম, লোকে করে নানা ধর্ম্ম,
নিষ্ফল সকলি কর্ম্ম, তুমি সখা না হ'লে নিজে ॥ ২ ॥
জন্ম লয়ে নানা বর্ণে, আদি অন্ত তব না জেনে,
পূজে তোমায় নানা স্থানে, জগৎসংসার মাঝে ॥ ৩
ত্রিবেণীর ঘাটে স্নান, ক'রে যেই পুণ্যবান,
সপ্তরেখা ভেদ করে, এ ভব সাগর মাঝে ॥ ৪ ॥
আদি স্থানে তব গিয়ে, পূর্ণ দরশন পেয়ে,
আনন্দে নিমগ্ন হয়ে, হৃদয়ে সুখে বিরাজে ॥ ৫ ॥
কালী কহে শুন সখা, সে পায় তোমারই দেখা,
যাঁর তুমি হও সখা, এ তিন লোকেরই মাঝে ॥ ৬ ॥

(৩)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

বলিতে না পারি নাথ, যে ভালবাসি তোমায়।
দরশন বিনা তব, মম দেহ প্রাণ যায় ॥ ১ ॥
রজনী ও দিনমানে, দহে প্রাণ মনাগুণে,
দীন হীন এ অধীনে, নয়ন তুলে না দেখ হায় ॥ ২ ॥

হর মন দুঃখরাশি, অশেষ প্রকারে তুষি,
দরশনে অবিনাশী, রক্ষা কর ত্রিকাল দায় ॥ ৩ ॥
সাধন বিনা ত্রিকুটীর, হেন সাধ্য আছে কার,
বলে কালী এই স্থির, না দেখি অন্য উপায় ॥ ৪ ॥

(৪)

জীব একাকী।

রাগিণী মিশ্র—তাল আড়াঠেকা।

এসেছ একাকী রে মন, কারে বলরে আপন।
মায়ার কুহকে প'ড়ে, বৃথা কর আকিঞ্চন ॥ ১ ॥
এলে একা যাবে একা, ললাটেরই এই লেখা,
কেহ না হইবে সখা, সময়ে সম্বল রে মন ॥ ২ ॥
ভিন্ন হ'য়ে প্রিয়া সনে, প'ড়ে ঘোর মায়া বন্ধনে,
তিলেক ভাবিলে না মনে, পুন কবে হবে মিলন
কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিন্তা কর পরমার্থ, ছেদন হ'বে ভব বন্ধন ॥ ৪ ॥

(৫)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাব—তাল মধ্যমান।

কত ভালবাসি রে প্রাণ, বলিতে তা' পারি না।
দেখা দিয়া রাখ রে প্রাণ, বাঁচি না রে বাঁচি না ॥ ১ ॥

রূপের গরিমা তব, ত্রিসংসারে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, দীন হীনে বলনা ॥ ২ ॥
কত কাল ভিন্ন ক'রে, রাখিবে এ অধিনীরে,
তব রূপ নাহি হেরে, পাব কত যাতনা ॥ ৩ ॥
কালী বলে এই নীতি, অদৃষ্টে যা' আছে স্থিতি,
ফিরাইতে নেই গতি, বিধি বিষ্ণু পারে না ॥ ৪ ॥

(৬)

পরমার্থ প্রেমরত্ন ।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা ।

প্রেমরত্ন মহারত্ন, যে নাহি সাধন করে ।
এ রত্নে না ক'রে যত্ন, কেমনে পাইবে তাঁরে ॥ ১
প্রেমেতে না হ'য়ে মত্ত, যে করে নাথেরই তত্ত্ব,
খোঁজে যদি স্বর্গ মর্ত্ত্য, তবু কি সে পায় তাঁরে ॥ ২
কালী কহে শুন মন, সুরসিক যেই জন,
প্রেম নীরে ডুবে সে জন, সুখে দরশন করে ॥ ৩

(৭)

সাধকের পীরিতি ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী ।

পীরিতি বিষম জ্বালা, পীরিতি বিষম জ্বালা ।
যে মজেছে সেই জানে, যত এর লীলা খেলা ॥ ১ ।

যে মজে যাঁহারই ভাবে, অবশ্য সে তাঁরে পা'বে,
স্বর্গ নরক দুই ভবে, চিনে লও এই বেলা ॥ ২ ॥
যে ডুবেছে প্রেম সাগরে, সে সকল বলিতে পারে,
বিচ্ছেদ আর মিলনেতে, কত সুখ কত জ্বালা ॥ ৩ ॥
প্রেম কি গাছের ফল, পাড়িবে করিয়া বল,
দেহ প্রাণ করিলে নাশ, মিলে সে চিকন কালা ॥ ৪ ॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য ভূমণ্ডলে,
চলিতেছে কালে কালে, সকলই তাঁর লীলা খেলা ॥ ৫ ॥

(৮)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রাণ তোমারে ভালবেসে, প্রাণে বাঁচিনা।
দরশন দিয়ে নাথ, ঘুচাও মম যাতনা ॥ ১ ॥
তুমি বিনা প্রাণেশ্বর, ত্রিজগৎ অন্ধকার,
নাশ মম হৃদয় তিমির, ক'রে প্রিয় করুণা ॥ ২ ॥
রূপেরই গরিমা তব, তিন লোকে করে স্তব,
না পাই দেখা কেন তব, বল নাথ বল না ॥ ৩
কালী কালী বলে কালী, প্রসন্ন হইলে কালী,
দরশন হ'বে কালী, যাবে দুখ যাতনা ॥ ৪ ॥

(৯)

জীবের বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

বিরহ অনল আসি, যখন দেহে ঘর করিল।
লোম চর্ম্ম অস্থি যত, সকলই পুড়িয়া গেল ॥ ১ ॥

এত কষ্ট যাতনাতে, আছি তবু এক চিতে,
তবু না পাইলাম নাথে, অপেক্ষাতে প্রাণ গেল ॥ ২ ॥
মিয়াদ হইল গত, তবু না আইল নাথ,
বুঝি প্রাণ হয় হত, জানাই কাহাকে বল ॥ ৩ ॥
আমার এ দুখ যত, কাঁরে করি অবগত,
নাহি হেরি মনোমত, কে দয়া করিবে বল ॥ ৪ ॥
কালী কালী বলে কালী, সহায় হইলে কালী,
নাথেরে পাইবে কালি, ঘুচিবে বিরহানল ॥ ৫ ॥

(১০)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ওহে প্রাণকান্ত আসি, দেখা দেরে দেখা দেরে।
বিরহানলে মন জ্বলে, বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ ১ ॥
তব দরশন বিনা, ঘোচেনা দুখ যাতনা,
পুরাও নাথ মম বাসনা, ডাকি তোমায় বারে বারে ॥ ২
প্রাণ সখা ছেড়ে তোমায়, প'ড়ে মহা ঘোর দায়,
না হেরি অন্য উপায়, যদি দয়া না কর রে ॥ ৩ ॥
কালী কহে দয়া তাঁর, জগতে আছে বিস্তার,
সময়ে হ'বে উদ্ধার, অসময়ে না হয় রে ॥ ৪ ॥

---

(১১)

লৌকিক পৃথিবীর আচরণ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

আশ্চর্য্য হইলাম হেরে, পৃথিবীর আচরণ।
নিজ মন্দিরে আছে নাথ, কেহ নাহি তাঁরে চিনে ॥ ১ ॥

কেহ যায় গয়া কাশী, কেহ দেবালয়ে বসি,
জপে মালা দিবানিশি, কেহ যায় গঙ্গাস্নানে ॥ ২ ॥
কেহ বা মক্কায় যায়, কেহ বা মস্‌জিদে ধায়,
ঊর্দ্ধমুখে কেহ তায়, ঘনস্বরে বাখানে ॥ ৩ ॥
কালী গানে হ'য়ে প্রসন্ন, কহে ঠিক ধন্য ধন্য,
ত্রিকূটী যেই জ্ঞানশূন্য, সে জানিবে কেমনে ॥ ৪ ॥

---

(১২)

জীবের বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

জ্বলে জ্বলে মলাম সখা, তোমার বিচ্ছেদানলে।
বুঝি দেহ হ'বে ভস্ম, সে অনলে জ্বলে জ্বলে ॥ ১ ॥
দারুণ এ হুতাশন, হৃদে জ্বলে নিশি দিন,
নাশিবে এ মন প্রাণ, বিষম বিচ্ছেদানলে ॥ ২ ॥
বিচ্ছেদ অনল শিখা, হৃদয়েতে জ্বলে সখা,
প্রাণ সখা দিয়ে দেখা, ঢাল জল এ অনলে ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই যন্ত্রণা, দরশন বারি বিনা,
এ জীবন বাঁচিবে না, রীতি এই কালে কালে ॥ ৪

(১৩)

জীবের মায়া ফাঁদ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

একান্ত হে প্রাণকান্ত, পড়েছি মায়ারই ফাঁদে।
দিবা নিশি প্রাণ সখা, তব লাগি প্রাণ কাঁদে ॥

প'ড়ে মহামায়া ফাঁসে, যত নড়ি তত কসে,
না দেখি উপায় শেষে, ডাকি নাথ কেঁদে কেঁদে ॥ ২ ॥
না হ'লে তোমারই দয়া, কাটে কি এ মহামায়া,
নয়নবাণ নিক্ষেপিয়া, কাট এ মায়ারই ফাঁদে ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই যুক্তি, বিনা ত্রিকুটীর ভক্তি,
কেমনে হইবে মুক্তি, বিষম মায়ারই ফাঁদে ॥ ৪ ॥

(১৪)

পরমাত্মার মহিমা।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

বলিতে কে পারে নাথ, তোমারই মহিমা যত।
বিন্দু গায়ে সিন্ধু গুণ, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥ ১ ॥
অসীম মহিমা হেরে, দেবাসুর সুর নরে,
বাক্য নাহি মুখে সরে, জ্ঞান বুদ্ধি হয় হত ॥ ২ ॥
বিন্দু বৃথা আশা করে, প্রসংশিতে রত্নাকরে,
হেন সাধ্য কোথা তারে, কর গুণ বিস্তারিত ॥ ৩ ॥
এ আশা করিতে পারে, পুন কবে সিন্ধু নীরে,
মিশিতে পারিব আমি, এ আশা তার ন্যায় মত ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই নীতি, তাঁর প্রেমে যার মতি,
সে মম হৃদয়ে স্থিতি, নিশিদিন বিরাজিত ॥ ৫ ॥

(১৫)

পরমাত্মার মহিমা।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

তোমারই মহিমা নাথ, তুমি ভাল জান নিজে।
অন্যে জ্ঞাত নাহি সখা, এ তিন লোকেরই মাঝে ॥ ১ ॥

তুমি আদি অন্ত তুমি, বৃথা আমি বলি আমি,
আমি মিথ্যা নিত্য তুমি, এ তিন জগৎ মাঝে ॥ ২ ॥
ভ্রমে প'ড়ে তিন লোকে, আমি আমি ব'লে ডাকে,
ভ্রমেতে রেখেছে ঢেকে, কি করিবে কাজে কাজে ॥ ৩
কাটে যার ভ্রম জাল, তার কাছে কি আসে কাল,
এলে কাল হয় কাল, জ্যোতির্ম্ময় মহাতেজে ॥ ৪ ॥
অনিত্য ছিল নিত্য হ'য়ে, তিন লোক সে ত্যেজিয়ে.
অখণ্ড গোলকে গিয়ে, মহানন্দে সে বিরাজে ॥ ৫ ॥
কালী কহে জুড়ে কর, ওহে প্রাণ প্রাণেশ্বর,
তোমা বিনা অন্ধকার, এ তিন সংসার মাঝে ॥ ৬ ॥

(১৬)

পরমাত্মার রচনা কৌশল।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

ওহে প্রাণকান্ত তব, অন্ত কেহ নাহি জানে।
কল্পিত ঘোষণা লোকে, করে তব নানা স্থানে ॥ ১ ॥
কটাক্ষে ত্রিলোক পতি, ত্রিজগৎ করিয়া স্থিতি,
সৃজিলে হে নানা জাতি, দেখ এই ত্রিভুবনে ॥ ২ ॥
নানা বর্ণে দিয়ে জন্ম, রচিলে অশেষ ধর্ম্ম,
কে জানে তোমারই মর্ম্ম, কত খেলা খেল রে মনে ॥
যে যাঁহার ধর্ম্ম মতে, পূজে তোমায় নানা মতে,
এ জগৎ সংসারেতে, নিজে নিজে ভাল জেনে ॥ ৪ ॥
যে তোমায় যেরূপে ভজে, তাহে তুষ্ট তুমি নিজে,
মিছে এ সংসার মাঝে, দোষাদোষী অকারণে ॥ ৫ ॥

কালীপ্রসন্ন কহে যথা, এ নহে নূতন কথা,
জগতেরই এই প্রথা, চারি যুগে সবে জানে ॥ ৬ ॥

(১৭)

জীবের অনিত্য অহঙ্কার।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

অনিত্য অলঙ্কারে মত্ত, পরমার্থ নিন্দ না।
যোগীন্দ্র ফণীন্দ্র ইন্দ্র, যে পদ করে সাধনা ॥ ১ ॥
এ দেহ ক্ষণেক ওরে মন, পদ্মপত্রের বারি যেমন,
নিমিষে হবে পতন, জেনেও কি তা' জান না ॥ ২ ॥
দ্বি অক্ষর মন্ত্র বলি, হৃদয়েতে দিয়া তুলী,
চিত্র আঁক লয়ে কালী, রবে না এ দুখ যাতনা ॥ ৩ ॥
অকারের আকারেতে, ত্রিভুবন সৃষ্টি তাতে,
অন্ত এলো কোথা হোতে, তিলেক তা' ভাবিলে না ॥ ৪
দ্বিভাব ছাড়িলে পর, হেথা কেহ নাহি পর,
একা সেই আদীশ্বর, তখন হবে এ ধারণা ॥ ৫ ॥
শত্রু মিত্র অভেদ জ্ঞানে, ভালবাস দুই জনে,
শত্রু মিত্র নাই এখানে, ভ্রমেতে কর গণনা ॥ ৬ ॥
একতা হইলে তবে, ভব খেলা ফুরাইবে,
সর্ব্ব দুখ পাশরিবে, না রহিবে ভাবনা ॥ ৭ ॥
কালী কহে নিবেদন, ওঁকারে যার নাহি জ্ঞান,
তুষ্ট নহে তার মন, শুনে মম মন্ত্রণা ॥ ৮ ॥

(১৮)

জীবের ভালবাসা ও বিরহ।

রাগিণী অহং— তাল কাওয়ালী।

প্রাণকান্ত নাহি জ্ঞাত, পাব প্রাণ কত কালে।
তোমায় ছেড়ে প্রাণনাথ, প'ড়েছি ভ্রমেরই জালে ॥ ১ ॥
কত জন্ম জন্মান্তরে, খুঁজে দেশ দেশান্তরে,
তব রূপ নাহি হেরে, পড়িয়াছি মহাগোলে ॥ ২ ॥
বিষম প্রেমেরই হাটে, নানা তীর্থ জাহ্নবী তটে,
মন্দির মসিদ মঠে, ঘুরি নাথ পাব ব'লে ॥ ৩ ॥
যারে তারে পথে ঘাটে, জিজ্ঞাসি বাজার হাটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, দয়া ক'রে দাও গো ব'লে ॥ ৪ ॥
শুনে বলে পাগল এটা, হয়েছে বায়েরই ছিটা,
এর সঙ্গেতে বকে কেটা বলে পাবি আগে গেলে ॥ ৫ ॥
কেহ বলে পাবি তাঁরে, পরকাল বিচার পরে,
বাক্য শুনে জ্ঞান হরে, ভাসি নয়নেরই জলে ॥ ৬ ॥
এবে ভাবিলাম মনে, জিজ্ঞাসিলে অন্য জনে,
নিজে যেই নাহি জানে, উপদেশ দিবে কি ব'লে ॥ ৭ ॥
কালী কহে ওহে নাথ, তুমি না দর্শালে পথ,
অন্যে নাহি এ সামর্থ্য, পায় তোমায় কোন কালে ॥ ৮ ॥

---

(১৯)

জীবের পরমার্থ শরণ।

রাগিণী হংস—তাল কাওয়ালী।

হর মম দুঃখরাশি, প্রাণনাথ দয়া ক'রে।
রীতি নীতি জানি না প্রাণ, তুষি তোমায় কি প্রকারে ॥ ১

শরণ করি জুড়ে হাত, বাঞ্ছা পূর্ণ কর নাথ,
বুঝে কে তোমারই মত, নিজ গুণে বল রে ॥২॥
ব্যতিব্যস্ত হলে পরে, দরশন কে পেতে পারে,
নয়ন তুলে সে দেখে যারে, তরে সে ভবসাগরে ॥ ৩ ॥

(২০)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

নয়নেরে দোষো মিছে, তাঁরে দোষা অকারণে।
ভালবাসা বাসি কোথা, মনের মিলন বিনে ॥ ১ ॥
হেরে আঁখি কত শত, সবে কি হয় মনোগত,
মনে যে হয় মনোনীত, ভালবাসে সেই জনে ॥ ২ ॥
ক্ষণেক না হেরে তাঁকে, পলকে প্রল: দেখে,
বলে এ সংসারে থেকে, কি ফল এ জীবনে ॥ ৩ ॥
মন যাঁরে মনে করে, অন্যে কি তার মনে ধরে,
যত দেখে এ সংসারে, কিছু নাহি লাগে মনে ॥ ৪ ॥
পবিত্র প্রেমিক যে জন, হেরিলে সে ত্রিভুবন,
টলে কি তাঁহারই মন, সে রূপ যাঁর গাঁথা মনে ॥ ৫ ॥
কালীপ্রসন্ন এই ভণে, হেরে আঁখি ত্রিভুবনে,
ভুলাতে কি পারে মনে, মনে মনে যোগ বিনে ॥ ৬ ॥

(২১)

পরমার্থপ্রীতি।

রাগিণী টৌরি—তাল একতালা।

পীরিতি না মানে জাতি, কুলমান মানে না।
যাঁর সঙ্গে যার পড়ে মন তাঁরি করে উপাসনা ॥ ১ ॥

নীচ কিবা উচ্চ বর্ণ, সংসারে প্রভেদ মান্ত,
প্রেমে নহে ভিন্ন ভিন্ন, এক ধাতুর রচনা ॥ ২ ॥
যাঁর সঙ্গেতে মন মজে, জাতি কুল কোথা খোঁজে,
মিছে এ সংসার মাঝে, দোষাদোষীর ঘোষণা ॥ ৩ ॥
জাতি কুল প্রেমেরই হাটে, সেথা নাহি এক চেটে,
প্রেমিক স্বজনে লোটে, প্রেমহীন জানে না ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই সত্য, যে জানে না প্রেম তত্ত্ব,
করিবেক সে আপত্ত, বিশ্বাস তাঁর হবে না ॥ ৫ ॥

(২২)

মানবের যতন।

রাগিণী মিশ্র—তাল আড়াঠেকা।

যতনে রতন মেলে, কিছু নহে যত্ন বিনা।
হিংসা দ্বেষ না ত্যজিলে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ১ ॥
রত এক চিত্তে না হ'লে, দয়া দীনে না করিলে,
দ্বিভাব না ত্যাগিলে, নন্দকিশোর মিলে না ॥ ২ ॥
সাধিলে যতন ক'রে, হেরিবে রত্ন রত্নাকরে,
বস্তু বিনা নাই সংসারে, নিজে হবে এ ধারণা ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই সার, দরশন যে পায় তাঁর,
নয়নে না দেখে পর, ভিন্ন ভাব সে জানে না ॥ ৪ ॥

(২৩)

পরমার্থপ্রণয় রস।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

তোমার প্রণয় রসে, মজিয়াছে প্রাণ মন।
দিবা নিশি প্রাণকাঁদে, করি নাথ আকিঞ্চন ॥ ১ ॥

আশা ক'রে আছি নাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
আশার আশে হেরি পথ, ঝরে মম দুনয়ন ॥ ২ ॥
আমার এ কর্ম্ম দোষে, তুমি না হেরিলে এসে,
মিছে কি হইবে দুষে, অদৃষ্টের এ লিখন ॥ ৩ ॥
পূর্ব্ব জন্ম কর্ম্মফলে, তুমি দেখা নাহি দিলে,
জানি না হে কত কালে, পাব তব দরশন ॥ ৪ ॥
কালী কহে প্রসন্ন মনে, ওহে নাথ সময় বিনে,
কেবা পায় ত্রিভুবনে, ক'রে যত্ন আকিঞ্চন ॥ ৫ ॥

(২৪)

পরমপিতার দয়া।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

নাথ মম প্রতি দয়া, দয়ার সাগর তুমি।
খাঁচা বদ্ধ পাখীমত, মায়াজালে বদ্ধ আমি ॥ ১ ॥
ললাট দোষে এ যাতনা, বাঁচিনা প্রাণ দয়া বিনা,
বুদ্ধিবলে কাটিবে না, নিশ্চয় জেনেছি আমি ॥ ২ ॥
কালী কহে ওহে নাথ, দয়া বিনা কে পায় পথ,
নষ্ট হয় মনোরথ, দয়া না করিলে তুমি ॥ ৩ ॥

(২৫)

সাধকের নানা খোঁজ ও পিপাসা।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

তব রূপে হরেছে মন, অন্যে কি আর মনে ধরে।
হেরিলে সহস্র কোটি, তবু কি এ মন ফেরে ॥ ১ ॥

নিদ্রিত কি জাগরণে, যামিনী কি দিনমানে,
তব রূপ গাঁথা মনে, ভুলিব না জন্মান্তরে ॥ ২ ॥
পাব ব'লে তোমায় প্রাণ, স্বর্ণ রত্ন করি দান,
উপবাসে দিনমান, কাটে আশা পথ হেরে ॥ ৩ ॥
পুনঃ যাগ যজ্ঞ ক'রে, পূজে নানা দেবতারে,
কহিলাম বিনয় ক'রে, হেরি যেন প্রাণেশ্বরে ॥ ৪ ॥
কিছু ফল না ফলিল, সকলই বিফলে গেল,
শেষে এ ধারণা হ'ল, খুঁজি নানা তীর্থে তাঁরে ॥ ৫ ॥
যাই গয়া কাশী ধামে, প্রয়াগ বদরিকাশ্রমে,
খুঁজি নানা দেশ গ্রামে, না হেরিলাম প্রাণেশ্বরে ॥ ৬ ॥
পুনঃ গিয়া হরিদ্বারে, ভাল রূপে যত্ন ক'রে,
জিজ্ঞাসি যোগী সন্ন্যাসীরে, পারে কি না দেখাতে তাঁরে ॥
উপহাস তারা ক'রে, কহিতে লাগিল মোরে,
কেবা পায় সে প্রাণেশ্বরে, যোগী ঋষি ধ্যান ক'রে ॥ ৮ ॥
কত জন্ম জন্মান্তরে, ঘোরে এ ভব সংসারে,
তবু কি সে পায় তাঁরে, সময় না হ'লে পরে ॥ ৯ ॥
অসম্ভব এ আশা করা, সাগর ছেঁচে মাণিক ধরা,
নাহিক যার কুল কিনারা, কেমনে পাইবে তাঁরে ॥ ১০ ॥
তবে যখন সময় হবে, নিজে এসে দেখা দিবে,
উপলক্ষ মাত্র হবে, ঘুরে কোথায় পাবে তাঁরে ॥ ১১ ॥
কালী কহে বিনয় ক'রে, অসময় সাধিলে পরে,
কে কোথায় পাইতে পারে, প্রাণকান্ত প্রাণেশ্বরে ॥ ১২ ॥

(২৬)

সাধকের সাধনার পরিণাম দশা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

হারিলাম প্রাণকান্ত, ক'রে নানা সাধনা।
কের সাধি প্রাণনাথ, পোড়া মন বুঝে না॥ ১॥
জন্মে জন্মে সেধে সখা, হারিয়াছি না দিলে দেখা,
পীরিতির কি এই রীতি, যুক্তি কি এই বলনা॥ ২॥
ললাট দোষে কর্ম্ম নষ্ট, লাঞ্ছনা পাই ভুগি কষ্ট,
শান্ত ভাবে বল স্পষ্ট, হের্ ফের্ ক'রো না॥ ৩॥
বন্দী আমি চির দিন, কেমনে করি সাধন,
বল নাথ সূক্ষ্ম পন্থা, লাঞ্ছনা আর ক'রো না॥ ৪॥
নিশিদিন সাধি মনে, বেলাএৎহোসেন ভণে,
দরশন বিনা তাঁর, নয়ন তিমির যাবে না॥ ৫॥

(২৭)

সাধকের প্রতি উপদেশ।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

হৃদয় কলিকা তব, বিকসিত হোল না।
আশা অভিলাষ মন, মনের মিটিল না॥ ১॥
ফুটিলে হৃদয় কলি, অবশ্য আসিত অলি,
না থাটিত চতুরালি, পূর্ণ হোত কামনা॥ ২॥

ভূত ভবিষ্যৎ যত, সকলি হইতে জ্ঞাত,
চিন্তা আর না রহিত, পাবে কবে বলিতে না ॥ ৩ ॥
ফুটিলে হৃদয় ফুল, মাতাইত তিন কুল,
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সুগন্ধে ধরিত না ॥ ৪ ॥
তিন লোকে মাতাইয়া, অখণ্ড গোলকে গিয়া,
প্রাণনাথে ভুলাইয়া, পুরাইতে বাসনা ॥ ৫ ॥
হোত মহানন্দ সুখ, নাশ হোত সর্ব্ব দুঃখ,
হেরিতে নাথেরই মুখ, না রহিত ভাবনা ॥ ৬ ॥
আসা যাওয়া কষ্ট যত, পুনঃ পুনঃ না হইত,
মহানন্দ বিরাজিত, ঘুচিত এ ভব যন্ত্রণা ॥ ৭ ॥
তাহা না হইল এবে, এদেহ ত্যেজিতে হবে,
মিছে কেন ভাব তবে, ভাবিলে ফল হবেনা ॥ ৮ ॥
অপ অগ্নি আর ক্ষিতি, এ তিনে প্রণয় অতি,
একত্রে করিবে স্থিতি, সঙ্গে এরা যাবে না ॥ ৯ ॥
পবনেতে ভর ক'রে, যেতে হবে স্থানান্তরে,
সেথা স্থায়ী হ'লে পরে, এবার যেন ভুলনা ॥ ১০ ॥
যে রূপে এখানে ছিনে, ছেড়ে গেলে অন্য স্থানে,
পুন ছাড় আর তিনে, নিরেতে করি বর্ণনা ॥ ১১ ॥
পাপ পুণ্য না করিবে, লাভের আশা ত্যাজিবে,
এ তিনে ছাড়িলে তবে, ক্রমে হবে সাধনা ॥ ১২ ॥
পুন আশা যাওয়া ক'রে, কোন দিন পাইবে তাঁরে,
পাইলে সে প্রাণেশ্বরে, রবেনা আর দুঃখ যাতনা ॥
কালীপ্রসন্ন কহে শুন, অধীন যে চির দিন,
স্বাধীনতা সে চায় কেন, শুনি তাহা বল না ॥ ১৪ ॥

তিলেক নাহি স্বাধীনতা, মিছে ক'রে ছুতনতা,
আমি করি বলে বৃথা, আমি কে তা' সে জানে না ॥ ১৫ ॥
যত দেখি চরাচর, কিছুইতো নয় আমার,
চিরাধীন আমি তাঁর, আমি কে তা' জানি না ॥ ১৬ ॥
চিরাধীন যাঁর প্রথা, স্বাধীনতা পেলে কোথা,
অহংকার করে বৃথা, আমি কে তা' যে জানে না ॥ ১৭ ॥

(২৮)

সাধকের সাধনযন্ত্রণা ও বিরহ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হর মম দুঃখ নাথ, যাতনা আর সহে না।
বিধিমতে সাধি তোমায়, তবু কি মন ফেরে না ॥১॥
বুঝিলাম প্রাণনাথ, ললাটের দোষ যত,
লাঞ্ছনা পাই রীতিমত, সাধিলে তো ভুলনা ॥ ২ ॥
হেন সাধ্য নাহি ধরি, বলে বশীভূত করি,
নিশিদিন হৃদয়ে রাখি, বেশী নাথ জানিনা ॥ ৩ ॥
দরশন ভিখারী আমি, নয়ন তুলে দেখ তুমি,
জানিনা প্রাণ চতুরালী, না জানি নাথ ছলনা ॥ ৪
ইচ্ছাধীন আমি তব, লাঞ্ছনা আর কত সব,
মম প্রতি দয়া কর, কোরনা আর প্রবঞ্চনা ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই নীতি, জগতেরই এই রীতি,
অসময় না হয় পীরিতি, সময় বিনা হবে না ॥ ৭

(২৯)

সাধু কে ?

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

সাধু সাধু ব'লে করি, প্রশংসা তাঁহারে।
আগম নিগম জানে যেই, এ ভব সংসারে ॥ ১ ॥
পূর্ব্বাপর জন্ম বৃত্তান্ত, কহে যেই আদি অন্ত,
একান্ত সে নহে ভ্রান্ত, ধন্য দিই সে সাধুবরে ॥ ২ ॥
মন সাধে সুখে দুখে, দুয়ে যে সমান দেখে,
ভোগে কষ্ট নাহি তাকে, ভ্রূক্ষেপ নাহি করে ॥ ৩ ॥
প্রাণকান্তে ভালবাসে, নিজের অন্তরবাসে,
থাকে মহারঙ্গ রসে, শান্তভাবে নিজ মন্দিরে ॥ ৪ ॥
কালী কহে জানি জানি, রমণী পেলে গুণমণি,
সুখেতে কাটে যামিনী, মিলন হইলে পরে ॥

(৩০)

জীবের বিরহ যন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যদবধি প্রাণনাথ, ত্যেজিলে ক'রে প্রতারণা।
দিবা নিশি পড়ে মনে, তোমা বই আর জানিনা ॥
বিচ্ছেদ হয়ে তব সনে, জন্মে জন্মে কত স্থানে,
সাধি নাথ সযতনে, তবু দয়া হ'লনা ॥ ২ ॥
জানিনা যে পোড়া কপাল, ফিরিবে হ'লে কতকাল,
এ ভাবে কি চিরকাল, যাবে নাথ জানিনা ॥ ৩ ॥
মনের সাধ মনে আছে, তোমা বই কহি কার কাছে,
লোকে শুনে হাঁসে পাছে, লাজ ভয়ে বলিনা ॥ ৪ ॥

মনাগুণে সদা জ্বলি, কোরনা আর চতুরালী,
ঘোচেনা মনেরই কালী, দরশন জ্যোতি বিনা ।।৫।।
কালী কহে এ যথার্থ, মিথ্যা নহে এই সত্য,
দরশন জ্যোতি বিনা, হৃদয় তিমির বিনাশেনা ।।৬।।

(৩১)

পরমপিতার মহিমা।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল খামসা।

জানি জানি প্রাণকান্ত, ভালরূপে তোমায় জানি।
কত সাজ সাজ নাথ, হরে জ্ঞান হেরে জ্ঞানী ।। ১ ।।
নিজে গঙ্গা, গয়া, কাশী, মসিদ মন্দির বাসি,
কর পূজা দিবানিশি, আপনার আপনি ।। ২ ।।
দাতা হ'য়ে কর দান, নিজে হও গৃহীতা প্রাণ,
কে জানিবে এ সন্ধান, ভুক্তভোগী নহে যিনি ।। ৩ ।।
ত্রেতাযুগে জানি আবার, হ'য়ে রাম অবতার,
রাবণে ক'রে সংহার, উদ্ধারিলে সীতা শুনি ।। ৪ ।।
দ্বাপরেতে কৃষ্ণ সেজে, কংশে বধে জগৎ মাঝে,
প্রকাশিলে গুণ নিজে, জানি নাথ ভাল জানি ।।৫।।
ব্রজে হ'য়ে নন্দ বালা, গোপিকা ল'য়ে কর খেলা,
সকলই তোমারই লীলা, চতুরের চূড়ামণি ।।৬।।
নিজে মাতা পিতা ভ্রাতা, নিজে গুরু নিজে শ্রোতা,
গুরু শিষ্য নাহিক হেথা, নিজেই তুমি গুণমণি ।।৭।।

সকলই মায়ারই খেলা, কেবা গুরু কেবা চেলা
এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় বলা, এ বড় আশ্চর্য্য শুনি ॥৮॥
প'ড়ে মহামায়া ফাঁসে, বৃথা নাথ তোমার দোষে,
খোঁজে তোমায় দেশ বিদেশে দোষের দোষী নহ জানি ॥৯॥
অকারণে দেয় দোষ, মিছামিছি করে রোষ,
বাড়ে কি এতে পৌরষ, সময়ের অধীন প্রাণী ॥১০॥
বালিকা না হ'য়ে যুবতী, ইচ্ছা যদি করে পতি,
তাহে কি হয় ফলবতী, অসময়ে বল শুনি ॥১১॥
যখন সময় হবে, হৃদয় কুসুম ফুটে যাবে,
কান্ত এসে দেখা দিবে, না হইবে জানাজানি ॥১২॥
গোপনে গোপনে রবে, প্রকাশ আর না হইবে,
তখনত এ মনে হবে, লোকে না হয় কানাকানি ॥১৩॥
তখনও এ ভাব হবে, মায়া মোহ না রহিবে,
আশা অভিলাষ যাবে, কর্ত্তা হবে নিজে আপনি ॥১৪॥
পরে ছেড়ে তিন লোকে, সম্বন্ধ না কারো রেখে,
অখণ্ড গোলকে গিয়া, পাবে নিজ গুণমণি ॥১৫॥
মিলন হইলে পরে, কে চিনিবে বল পরে,
তুমি কি সে ভিন্ন করে, সাধ্য নাহি ত্রিলোকে জানি ॥১৭॥
কালী কহে এই সিদ্ধান্ত, মায়াজালে হ'য়ে ভ্রান্ত,
কে পায় নাথেরই অন্ত, মায়াতে আবদ্ধ প্রাণী ॥১৭॥
মায়াজাল কাটে যাঁর, সে কি দেখে অন্যে পর,
দেখে সব একাকার, ভিন্ন ভাব জানে না তিনি ॥১৮॥

(৩২)

জীবের বিরহযন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

ওহে প্রাণ প্রাণেশ্বর, কোরনা আর প্রবঞ্চনা।
জন্মে জন্মে কত সব নাথ, বিচ্ছেদেরই যাতনা ॥১॥
আমার অন্তরে থাক, আমাকে অন্তরে রাখ,
সাধিলে না ফিরে দেখ, এই কি নাথ বিবেচনা ॥২॥
দিবা নিশি বিরহানলে, আমার অন্তর জ্বলে,
অন্তরে থেকে না হেরিলে, কি দোষে দোষী জানিনা ॥৩॥
আমার অন্তরে ক'রে ঘর, আমায় নাথ বাস পর,
এই কি তব শিষ্টাচার, একেই বলে প্রতারণা ॥৪॥
সঙ্গে থেকে কর চাতুরী, খেল নাথ লুকচুরী,
এ জ্বালাতে জ্বলে মরি, একেই বলে প্রবঞ্চনা ॥৫॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, কথা এই লোকে বলে,
সবুরেতে মেওয়া ফলে, অসময়ে ফল ফলেনা ॥৬॥

(৩৩)

জীবের চেতনা।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

চিরাধীন আমি নাথ, স্বাধীনতা জানি না।
যা' করাও তা' করি আমি, হুকুম বিনা চলিনা ॥১॥

নিশিদিন করি চাকরি, হুকুমেরই এন্‌তেজারি,
কখন কি হয় হুকুম জারি, করিতে হবে ছাড়িবে না ॥২॥
দিবানিশি আমি খাটি, তিলেক না মিলে ছুটী,
খেটে খেটে শরীর মাটী, খাটুনির শেষ হ'লনা ॥৩॥
তবু হয় অপযশ, দেয় লোকে নানা দোষ,
বলে এটা আত্মবশ, বড় কুড়ে কাজ করে না ॥৪॥
দুঃখ হয় ইহা শুনে, পুন হেঁসে বুঝাই মনে,
এদের কথায় রাগ কেন, এরা কিছু জানে না ॥৫॥
আমি যার চিরাধীন, সে জানে আমার মন,
বলে বলুক লোকে মন্দ, মান অপমান মানিনা ॥৬॥
কালী কহে যথা বটে, আমি সে সরকারি মুটে,
প্রাণটা যাচ্ছে খেটে খেটে, খাটুনিতো ঘোচেনা ॥৭॥
এখনও কি হয়নি সময়, আর কত খাটাবে আমায়,
খেটে খেটে হলাম সারা, যে খাটুনি আর পারি না ॥৮॥

(৩৪)

জীবের বিচ্ছেদানল।

রাগিণী লুম ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালী।

দারুণ বিচ্ছেদানলে, আর কত জ্বলিব বল।
জন্মে জন্মে জ্বলি নাথ, জ্বালার শেষ না হইল ॥১॥
কি দোষে দোষী জানি না, ক'রে নাথ প্রতারণা,
দিলে আমায় বন্দীখানা, কতকাল কেটে গেল ॥২॥

কারাবাসে কাটে কাল, হৃদয়ে জলে বিরহানল,
সে অনলে করিবে কাল, মেয়াদ না গত হ'ল ॥ ৩ ॥
বুঝি এ জনমে সখা, না পাইব তব দেখা,
আমার অদৃষ্টে লেখা, কারাবাসে হ'বে কাল ॥ ৪ ॥
মিয়াদ হইলে গত, দরশন দিতে নাথ,
নিবিত অনল যত, বিষম বিরহানল ॥ ৫ ॥
কালী কহে এই কথা, মেয়াদির মুক্তি কোথা,
না হ'লে সময় যথা, পায় কোথা শুনি বল ॥ ৬ ॥

(৩৫)

সাধকের সাধনা।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

সাধি তোমায় নানা মতে, কত জন্ম জন্মান্তরে।
আর কত কাল রাখবে নাথ, বল আমায় বন্দী ক'রে।
নানা বর্ণে ল'য়ে জন্ম, ক'রে নানা ধর্ম্মকর্ম্ম,
এবে জানিলাম মর্ম্ম, থাক মম অন্তরে ॥২ ॥
অন্তরেতে ক'রে বাস, তবু কর সর্ব্বনাশ,
গলে দিলে মায়ার ফাঁস, এই কি হয় বল বিচারে ॥৩॥
মায়াজালে, বন্দী ক'রে, থাক তুমি অন্তঃপুরে,
আমি মরি ঘুরে ঘুরে, বিষম মায়ারই ফেরে ॥৪॥
এবার পড়েছ ধরা, অন্তরের অন্তর চোরা,
কর্‌বো একটা কুল কিনারা, যত্নে সেধে পায়ে ধরে ॥৫॥

৩

মায়া ফাঁস কাটাইব, বন্দী মুক্তি করাইব,
এ দুখ আর কত সব, বল নাথ বল আমারে ॥৬॥
কালী কহে নহে যুক্তি, শতগুণে করিলে ভক্তি,
মিয়াদে না হয় মুক্তি, রীতি নয় এ সংসারে ॥৭॥
তবে যাঁর প্রতি দয়া, ক'রে দৃষ্টি নিক্ষেপিয়া,
সে যদি দেয় ছাড়িয়া, কে তাঁরে আটক করে ॥৮॥
কর্ত্তার ইচ্ছা কার্য্য যত, আইন বিধি হস্তগত,
নহে এ অসঙ্গত, পাল্‌টে দিলে দিতে পারে ॥৯॥

(৩৬)

জীবের চেতনা।

রাগিণী আশাবরী—তাল ব্রহ্ম।

কত কাল কেটে গেল, বন্দী আছি কারাগারে।
কি মিয়াদ ধার্য্য নাথ, ক'রেছিলে বল মোরে ॥১॥
জমাতে উস্থুল পেড়ে, ফাজিল বাকি কত পড়ে,
বল্‌তে হবে দিব না ছেড়ে, বলাব নাথ বিনয় ক'রে ॥২॥
রীতি আছে এ সংসারে, মিয়াদ যে দেয় যাঁরে,
কত দিন খাটতে হবে, দিন স্থির দেয় সে ক'রে ॥৩॥
খাটি আমি কত কাল, বন্দীখানায় কাটে কাল,
কত বার করিল কাল, তব বিরহানলে মরে ॥৪॥
তবু না খাটুনি গেল, বন্দীখানা না ঘুচিল,
জন্মে জন্মে কত বল, রাখ্‌বে আমায় বন্দী ক'রে ॥৫॥

চোর ডাকাৎ বাটপাড়ে, খুনি আর সিঁদেল চোরে,
ধ'রে গেরেফতার ক'রে, বিচারালয়ে হাজির করে ॥৬॥
গাওয়া সাক্ষী লয়ে সবার, দোষী যেই যে প্রকার,
বিধিমতে দেয় সাজা, যথার্থ বিচার ক'রে ॥৭॥
কারো করে জরিমানা, কারেওবা দেয় জেলখানা,
কারে বা খালাস দেয়, সাবুদ না হ'লে পরে ॥৮॥
বেশী অপরাধী হ'লে, দ্বীপান্তরে দেয় ঠেলে,
জীবনে না ছুটি মেলে, ছোটে দেহ ত্যজিলে পরে ॥৯॥
দোষীর মধ্যে এ সকল, কোন দোষী আমি বল,
জন্মান্তে না ছুটি হ'ল, কাটে কাল কারাগারে ॥১০॥
তোমার বিচ্ছেদে জ্বলি, অন্তর হইল কালি,
সে জ্বালার জ্বালায় বলি, কি দোষে দিলে কারাগারে ॥১১॥
সেই দোষ দেখাইলে প্রমাণে যদি যায় মিলে,
হ্রাস হবে এ বিরহানলে, ধৈর্য্য ধরে রব অন্তরে ॥১২॥
মনেরে প্রবোধ দিব, এ দুখ যাতনা সব,
মুখে কিছু না বলিব, প্রতিজ্ঞা এই জন্মান্তরে ॥১৩॥
বিচ্ছেদ যাতনা যত, সকলি সহিব নাথ,
অন্তরের অন্তর নাথ, ডাকিব বিনয় ক'রে ॥১৪॥
কিন্তু নাথ বলি এবে, প্রমাণ দিতে না পারিবে,
কেবল ছলনা ক'রে, দিলে আমায় কারাগারে ॥১৫॥
ছলিতে আমার মন, দিলে কঠিন এ বন্ধন,
বাসে কি না বাসে ভাল, দুখ যাতনা পেলে পরে ॥১৬॥
মনে এ বিচার ক'রে, রাখিয়াছ বন্দী ক'রে,
কারাগারে বন্দী তব, বিরহানল জ্বলে অন্তরে ॥১৭॥

জন্মে জন্মে দুখ যাতনা, আর কত সব বলনা,
কর একটা কুল কিনারা, যা' হয় সে বিচার করে ॥১৮॥
কালী কহে এ যুক্তি বটে, মায়া বন্ধনে বেড়াই ছুটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, বিরহানল জ্বলে অন্তরে ॥১৯॥

(৩৭)

জীবের বিরহ।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী– তাল মধ্যমান।

তোমার বিচ্ছেদানল, জন্মে জন্মে জ্বলে অন্তরে।
আর কত জ্বালাবে নাথ, বল আমায় সত্য ক'রে ॥১॥
বিচ্ছেদ অনল রাশি, আমার অন্তরে বসি,
দগ্ধ করে দিবা নিশি, নিমিষ না ছাড়ে মোরে ॥২॥
সে জ্বালায় তিষ্টিতে নারি, ডাকি নাথ বিনয় করি,
লোম চর্ম্ম অস্থি যত, দিয়াছে সব ভস্ম ক'রে ॥৩॥
পোড়া মন আছে বাকি, জ্বলিতেছে ধিকি ধিকি,
বুঝি আমায় দিয়া ফাঁকি, পাল্টা খেয়ে আন্‌বে ফিরে ॥৪॥
এ জনম বিফলে গেল, কিছু ফল না হইল,
পরে বা কি হয় বল, কে তাহা বলিতে পারে ॥৫॥
জন্মে জন্মে সাধি নাথ, যাতনা আর দিবে কত,
হর মন দুখ যত, দেখা দিয়া আমারে ॥৬॥
কালী কহে যথা কথা, জন্মে জন্মে পায় ব্যথা,
সে রূপ যাঁর মনে গাঁথা, নিশি দিন জ্বলে অন্তরে ॥৭॥

(৩৮)

জীবের চেতনা।

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

প্রাণনাথ কব কত, ভাল তোমায় বাসি যত।
তব রূপে হ'য়েছে মন, হৃদয়ে জাগে অবিরত ॥
হেরে তব রূপের ছটা, হোরেছে জ্ঞান বেধেছে লেঠা,
কর্‌ছে আমায় নটাপটা, জ্ঞান হারা পাগলের মত ॥২॥
তবরূপে মজেছে মন, আত্ম পর নাহিক জ্ঞান,
কতক্ষণে হয় মিলন, নিশিদিন চিন্তান্বিত ॥৩॥
ভালবেসে হ'ল এ দশা, ঘুচিল না প্রেমপিপাসা,
বারি বারি ব'লে ডাকি, তৃষ্ণাযুক্ত চাতকি মত ॥৪॥
তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, বুঝি এ হইবে হত,
দরশন বারি দানে,কর নাথ সঞ্জীবিত ॥৫॥
কালী কহে করিলে যত্ন, কে পায় সে পরম রত্ন,
অদৃষ্টে আছে যে বন্ধন, ঘোচে না যত্ন কর যত ॥৬॥

(৩৯)

জীবের বিরহ ও প্রবল ছয় রিপু।

রাগিণী রামকেলী— তাল রুদ্র।

বিরহ অনল নাথ, মহাতেজে হ'ল প্রবল।
হৃদয়কানন মাঝে, উঠিল বিষম গোল ॥১॥
হিংস্রক পশু সে কাননে, ছিল ছটা সবে জানে,
প্রবল সে হুতাশনে, দেখে ভয়ে গোল করিল ॥২॥

বলে এ কানন এবে, দগ্ধ হ'বে না বাঁচিবে,
কেন মিছে মরি পুড়ে, আশঙ্কাতে পলাইল ॥৩॥
হোল বন শূন্যময়, হুহুশব্দে জ্বলে যায়,
আর কত জ্বালাবে আমায়, বাকি কি আর আছে বল ॥৪॥
এখন হ'ল না শেষ, কেন এত দ্বেষাদ্বেষ,
বল নাথ সবিশেষ, কালে কালে কাল গেল ॥৫॥
পরীক্ষা লইতে বাকি, কি রেখেছ বল দেখি,
জন্মে জন্মে জ্বলি নাথ, পরীক্ষার শেষ না হইল ॥৬॥
রামচন্দ্র একবার, পরীক্ষা ল'য়ে ছিল সীতার'
প্রবল অনল তেজ, সহ্য তাঁরে না হইল ॥৭॥
পাতালে প্রবেশ হ'ল, পুন ফিরে না আসিল,
সংসারে ঘোষণা হ'ল, ধন্য ধন্য রব উঠিল ॥৮॥
কিন্তু নাথ দেখ বুঝে, এ ভব সংসার মাঝে,
প্রবল অনল তেজে, পরীক্ষা মম কত হ'ল ॥৯॥
সন্দেহ তবু না ঘুচিল, আর কত জ্বালাবে বল,
জন্ম জন্মান্তরে জ্বলি, সহেনা আর এ অনল ॥১০॥
কালে কালে আমি জ্বলি, অন্তর হইল কালি,
সে জ্বালার জ্বালায় নাথ, দেখ এত গোল উঠিল ॥১১॥
বিনয়েতে ডাকি নাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
নিবুক অনল যত, বিচ্ছেদ বিরহানল ॥১২॥
কালী কহে ওহে নাথ, তব প্রেমের প্রেমিকে যত,
কত বার ক'রেছ হত, প্রবল বিচ্ছেদানল ॥১৩॥

(৪০)

পরমার্থ প্রেম।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

প্রেম করা সহজ নয় রে, কুল মান ত্যজিতে হয়।
প্রেম করা সাজে না তাকে, কুল মান যে রাখিতে চায় ॥১॥
প্রেমে নাই প্রভেদ কিছু, ত্রিভুবনে যত কিছু,
উচ্চ নীচ নাহিক তথা, যে জানে প্রেমিক হয় ॥২॥
জানিলে স্মুধু না হইবে, ক'রে দেখাইলে তবে,
প্রেম পুষ্প মালা দিয়া, প্রাণকান্ত তোষে তায় ॥৩॥
সে পুষ্প উপহার পেলে, পোরে সে আপন গলে,
ভুবন মোহিত করে, স্মুগন্ধ জ্যোতি এত তায় ॥৪॥
সে ফুলের জ্যোতি বলে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
করিলে কটাক্ষপাত, সকলই দেখিতে পায় ॥৫॥
ভব ভয় নাহি থাকে, তিন কাল কাটে স্মুখে,
হইলে চতুর্থ কাল, ভবসিন্ধু পারে যায় ॥৬॥
কালী শুনে দিল সায়, যথা কথা মিথ্যা নয়,
ভবসিন্ধু তরে না সে, কুল মান যে রাখিতে চায় ॥৭॥
মান অপমান যাঁর মনে, মহামান্য পাবে কেমনে,
কুল মান মর্য্যাদা ল'য়ে, সদা ব্যস্ত সে চিন্তায় ॥৮॥
মান বড়াই হিংসা দ্বেষ, যাঁর আছে এ দ্বেষাদ্বেষ,
সে কেন প্রেমিক বেশ, ক'রে লোকে ভুলাতে চায় ॥৯॥
দেখে তাঁর প্রেমেরই ভাণ, প্রেমিকেতে হরে জ্ঞান,
বাক্য নাহি সরে মুখে, অবাক হইয়া রয় ॥১০॥

(৪১)

জীবের বিরহ।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

প্রাণ তোমারে ভাল বেসে, হ'ল আমার এ লাঞ্ছনা।
ঘরে পরে দেয় গঞ্জনা, কুল মান আর বাঁচেনা ॥১॥
আশা দিয়া ছিলে নাথ, পূরাইবে মনোরথ,
সময় হইলে যথা, জানা জানি হবে না ॥২॥
তবে কেন প্রেমেরই ঢোল, বাজিয়া করিল গোল,
লোকে দিয়া হরি বোল, উপহাস করে নানা ॥৩॥
প্রেম কি গোপনে থাকে, অনল কি বসনে ঢাকে,
রাষ্ট হয় দেখে লোকে, কুল মান মানে না ॥৪॥
ভাল ছিলাম বাল্যকালে, তোমায় নাথ ছিলাম ভুলে,
যৌবনে পড়েছি গোলে, তব রূপ হ'ল শোচনা ॥৫॥
সে রূপ জ্যোতি মনে জাগে, হৃদয়সাগরে বেগে,
প্রবল তরঙ্গমালা, উঠে করে গোল নানা ॥৬॥
সে তরঙ্গের গোল দেখে, কুল মান আর কেবা রাখে,
সকলই ভাসিয়া গেল, কে আর দিবে সান্ত্বনা ॥৭॥
আমার অদৃষ্ট লেখা, কলঙ্কে কি করে সখা,
কলঙ্কে পরেছি ক'রে, গলার হার আপনা ॥৮॥
একাদশ আত্মীয় ছিল, তারা সব পর হ'ল,
এখন আর কে আছে বল, তোমা বই আর জানিনা ॥৯॥
তুমি নাথ সঙ্গের সাথি, তোমা বই নাহিক গতি,
হর মম এ দুর্গতি, পূর্ণ কর কামনা ॥১০॥

গোলে তব ইচ্ছা নয়, গোল করিতে কেবা চায়,
গোপনে গোপনে রয়, এই মম বাসনা ॥১১॥
হাটেতে করিয়া গোল, কে নাথ বাজায় ঢোল,
কেবা দেয় সে হরি বোল, তব নাথ আজ্ঞা বিনা ॥১২॥
আমার লাঞ্ছনা নাথ, তোমারই কারণে যত,
কর এবে হরষিত, দুখ যাতনা দিওনা ॥১৩॥
কালী কহে এ ভবের হাটে, গোল করি না ইচ্ছা বটে,
যখন দুখ মনে উঠে, সহ্য হয় না কান্ত বিনা ॥১৪॥

(৪২)

জীবের চেতনা।

রাগিণী বাহার—ত'ল ব্রহ্মযোগ।

কেন মহা গোল উঠিল, দেখি এ ভবের হাটে।
হরিবোল দিয়ে শবে লয়ে, যাচ্চে সবে শ্মশান ঘাটে ॥১॥
আত্মীয় স্বজন মিলে, বন্ধু বান্ধব আর সকলে,
দিয়া হরিবোল ক'রে গোল, যাচ্চে তারা সঙ্গে ছুটে ॥২॥
লয়ে শবে শ্মশান ঘাটে, সৎকার তার ক'রে জুটে,
স্নান করে যায় যে যার ঘরে, মিলে মিসে সবে জুটে ॥৩॥
করে শ্রাদ্ধ বর্ণ ভেদে, দশ পনর মাসিক বাদে,
শোক শান্তি করে সবে, ক্রিয়া কলাপ ক'রে জুটে ॥৪॥
পুনঃ করে পিণ্ডদান, প্রেতাত্মার করে সম্মান,
ধন্য ধন্য জগৎবাসী, সত্য এই বিধি বটে ॥৫॥

সৎকার ক'রলে কারে, পিণ্ডদান দাও কারে,
মৃত্ত কার এ সংসারে, বল জিজ্ঞাসি করপুটে ॥৬॥
পুরাতন ত্যাগ করে বাস, নূতন করিল বাস,
মরিলে বলে তুলিলে রব, এ কথা কি বিচারে খাটে ॥৭॥
মায়ায় সৃষ্টি হল রচনা, মিথ্যা বিনা চলিবেনা,
সত্য বল্‌তে আছে মানা, বিকয়না সত্য মিথ্যার হাটে ॥৮॥
কিন্তু প্রেমসাগরের খেলা, উঠে নানা তরঙ্গ মালা,
জ্ঞান থাকে না হ'য়ে বিভোলা, অন্তরে যা' বলে ফুটে ॥৯॥
পাঁচ পদার্থ বিভাগ হ'য়ে, যে যার গেল নিজালয়ে,
আত্মার হ'ল ফাটাফাটি, হিসাব দিতে চমকে উঠে ॥১০॥
কাক ক্রান্তি দিবেনা ছেড়ে, হিসাব নিবে বুঝে পেড়ে,
যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, পাবে যা' আছে লেখা ললাটে ॥১১॥
আড়াই দণ্ড মাত্র কাল, হিসাব নিকাশে যা'বে কাল,
পুন গিয়া নব বাসে, বাস করিবে ভবের হাটে ॥১২॥
পুরাতন ছেড়ে বাস, নব বাসে হোল প্রবেশ,
সে এমন কদর্য্য স্থান, বল্‌তে গেলে বুক ফাটে ॥১৩॥
বিষম তিমির রাশি, বিরাজ কর্‌ছে দিবানিশি,
ভয়ঙ্কর সে কারাবাস, চার মাস ক'দিন যাবে সঙ্কটে ॥১৪॥
সঙ্কটপূর্ণ সেই স্থান, ভয়ে প্রাণ হয় কম্পবান,
মল মূত্র পূর্ণ তথা, মরবে ঘেঁটে খেটে খেটে ॥১৫॥
ক্ষুধার জ্বালা জঠরে হ'বে, অশুদ্ধ রুধির পান করিবে,
ক্রমাগত মিয়াদ ক'দিন, খাটবে পোড়ে মহাসঙ্কটে ॥১৬॥
সে ভয়ঙ্কর অন্ধকারে, ভয়ে তিষ্ঠিতে নাহি পেরে,
তরাও মধুসূদন বোলে, ডাকবে পোড়ে মহাসঙ্কটে ॥১৭॥

বিনয়ে করিয়া স্তব, উচ্চস্বরে করিবে রব,
মুক্তিদাতা তুমি ধাতা, মুক্তি দাও এ সঙ্কটে ॥১৮॥
বারম্বার এই ব'লে, এবারেতে মুক্তি পেলে,
মায়ামোহে না ভুলিব, দৃঢ় এই প্রতিজ্ঞা বটে ॥১৯॥
এ ভাবে বিনয় তাঁর, কে বল শুনিবে আর,
নিয়মিত সময় বিনা, স্তব স্তুতি কোথা খাটে ॥২০॥
যে কদিন মেয়াদ ছিল, মহাকষ্টে কেটে গেল,
সময় হইল যথা, পেলে মুক্তি ঘোর সঙ্কটে ॥২১॥
হবা মাত্র কোহং রবে, রোদন ক'রে এসে ভবে,
শুনে সে রোদন ধ্বনি, মায়া এসে বাঁধে এঁটে ॥২২॥
পড়িল মহামায়া ফাঁসে, বাঁধে মায়া তাকে কোসে,
ভুলে গেল মায়ামোহে, আর কি সে প্রতিজ্ঞা খাটে ॥২৩॥
পূর্ব্ব জ্ঞান যত ছিল, মায়া জালে ঢেকে দিল,
মায়ামোহের হ'ল বশ, চলে কি সত্য মিথ্যার হাটে ॥২৪॥
গর্ভে হ'ল যন্ত্রণা যত, ভুলে গেল ক্রমাগত,
মায়ার হ'ল বশীভূত, সে কথা কি মনে উঠে ॥২৫॥
কালী কহে যথা বটে, খাটেনা সত্য মিথ্যার হাটে,
সত্য বল্লে চোটে উঠে, মিথ্যা বল্লে পাপ ঘটে ॥২৬॥

(৪৩)

সাধকের মনের সাধ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—ঢিমেতেতালা।

সাধ ক'রে কি সাধি তোমায়, মনের সাধ পূরাবে ব'লে।
সাধনাতে কাল কাটিল, সাধ মম না পুরালে ॥১॥
সাধি তোমায় ক'রে সাধ, হয় না কি তোমার সাধ,
পুরাতে আমার সাধ, সাধাবে কত কালে কালে ॥২॥
করেছিলাম এই পণ, ক'রে যত্ন আকিঞ্চন,
ভুলাব তোমারই মন, নানা সাধনারই বলে ॥৩॥
তুমি চতুর অসম্ভব, ভুলনা করিলে স্তব,
পাকা তোমার বন্দবস্ত, আছে নাথ কালে কালে ॥৪॥
এমনি আঁটা নিয়ম বিধি, অসময়ে সাধে যদি,
ফিরে না চাও গুণনিধি, সাধিলে কি ফল ফলে ॥৫॥
কালী কহে এই সাব্যস্ত, পাকা তোমার বন্দবস্ত,
যে জানে সে হয় না ব্যস্ত, না জানিলে পড়ে গোলে ॥৬॥

(৪৪)

সাধকের সাধনা।

রাগিণী ইমন ভুপালী—তাল একতালা।

সাধনা করিয়া তব, মনের সাধ না পুরিল।
যে সাধ মনেরই ছিল, মনেতে রহিয়া গেল ॥১॥
সাধি ক'রে যত্ন নানা, তোমার মন ভুলে না,
তুমি যদি না বাস ভাল, কে আমায় বাসিবে বল ॥২॥

ত্রিজগতে তোমা বিনা, অন্যে নাথ জানিনা,
তবে কেন এ লাঞ্ছনা, সাধ মোর না মিটিল ॥ ৩ ॥
কালী কহে যথা বটে, সহজে কি সাধ মিটে,
সাধনাতে কাল কাটে, তবু মন না ভুলিল ॥ ৪ ॥

---

(৪৫)

জীবের মনের সাধ।

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

যে সাধ মনেরই আছে, পুরাতে সাধ সাধি তোমায়।
পুরাইতে সেই সাধ, তোমা বিনা নাই উপায় ॥১॥
সাধি সাধ পুরাইবে, মনের সাধ মিটাইবে,
কৃপণতা না করিবে, সাধি সে সাধের আশায় ॥২॥
সাধ ক'রে কি তোমায় সাধি, তুমি অন্ত তুমি আদি,
ইচ্ছা হয় এই নিরবধি, হেরে প্রাণ জুড়ায় ॥৩॥
কালী কহে সাধ মেটে, সময় এলে নিকটে,
নহে বৃথা মরে ছুটে, সময় বিনা কেবা পায় ॥৪॥

(৪৬)

দ্বাদশ রাশি ও নবগ্রহের ফল বর্ণনা।

রাগিণী খট—তাল বীরপঞ্চ।

মন তুমি পাগলের মত, দেখ্‌তে কেন ইচ্ছা এত।
যে তোমারে দুখনীরে, ভাসায়েছে জন্মের মত ॥১॥

তুমি চাও দেখ্‌তে তাঁরে, সে তোমায় না মনে করে,
এ আশা কি কভু পূরে, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥২॥
ভিন্ন ক'রে সে তোমারে, বিচ্ছেদেরই কারাগারে,
রাখিয়াছে বন্দী ক'রে, দিন স্থির ক'রে বিধিমত ॥৩॥
চারিদিকে বার থানা, প্রহরী আছে নয় জনা,
দেয় পাহারা ন'জন তারা, বদলি হয় সময় মত ॥৪॥
বন্দবস্ত ক'রে পাকা, দিয়েছে ক'রে লেখা জোকা,
তিলার্দ্ধ নাহিক ফাঁকা, ঘুরছে তারা নিয়ম মত ॥৫॥
ইচ্ছা কর দেখ্‌তে তাঁরে, দেখ্‌বে তারে কি প্রকারে,
বলি মন বারে বারে, আর আমি বুঝাব কত ॥৬॥
সময় হ'লে ছেড়ে দেবে, প্রাণেশ্বরে তুমি পাবে,
এ দুখ যাতনা যাবে, কেন হও ব্যস্ত এত ॥৭॥
কালী কহে বেধেছে লেটা, বার থানা তার বড় আঁটা
প্রহরী তাঁর যে নয় বেটা, তাদের হাতে ভার যত ॥৮॥
তাদের হাতে বন্দবস্ত, করে তারা ব্যতিব্যস্ত,
সময় পেলে ছাড়েনা তারা, সুখ দুখ দেয় যত ॥৯॥

(৪৭)

জীবের বিরহ-যন্ত্রণা।

রাগিণী মুলতান—তাল তেওট।

মন তোরে বুঝাব কত, দেখি জ্ঞানহারা পাগলের মত।
দেখ্‌বো ব'লে তাঁরে কেন, আমায় ব্যস্ত কর এত ॥১॥

যে তোমায় ক'রে লাঞ্ছনা, দিয়াছে এ বন্দীখানা,
ভুগিতেছ এ দুখ যাতনা, তবু সাধ দেখিতে এত ॥২॥
দিন স্থির সে ক'রে তোমারে, রাখিয়াছে কারাগারে,
দেখ্‌বে তুমি ব'লে তাঁরে, কেন জ্বালাতন কর এত ॥৩॥
অষ্টাঙ্গ শরীর দেশে, নয় শিকলে বেঁধেছে কোসে,
বুদ্ধিবলে কাটে সে শিকল, কার সাধ্য ব্রহ্মাণ্ডে এত ॥৪॥
মিয়াদ পূর্ণ যে দিন হবে, কান্ত এসে দেখা দিবে,
আপনি শিকল খুলে যাবে যাবে দুখ যাতনা যত ॥৫॥
ধৈর্য্য ধর ওরে মন, ক'রোনা আর পীড়ন,
হেরিবে পরম রূপ, ভুলিবে এ দুখ যত ॥৬॥
কালী কহে জানি যথা, মিয়াদেতে মুক্তি কোথা,
কোটি কোটি করিলে স্তব, ফলে না ফল কর যত ॥৭॥
তবে সে নিজে দয়া ক'রে, যদি কোন মিয়াদিরে,
ছেড়ে দিলে দিতে পারে, ইচ্ছাধীন কার্য্য যত ॥৮॥

(৪৮)

সাধুগণের প্রতি বিনতি।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

শুন শুন সাধুগণ, চরণে বিনয় করি।
মুক্তি পথ গমনেতে, অভিলাষ মনে জারি ॥১॥
তিনটী কথা আছে তারি, নিম্নেতে প্রচার করি,
হৃদয় কর্ণে সাধারণে, শুন মনোযোগ করি ॥২॥

ভবের বিষয় যত, জ্ঞান কর বিষ মত,
সকলি দেখ অনিত্য, নিত্য সে আছে শ্রীহরি ।। ৩ ।।
দীনগণে দয়া করা, সত্যের পালন করা,
অত্র কার্য্য করে যে জন, মুক্তি তাঁর আজ্ঞাকারী ।। ৪
কালী কহে এই সত্য, উক্ত কর্ম্মে যে নিযুক্ত,
মুক্তি আসি দাসরূপে, দ্বারে তার হয় দ্বারী ।। ৫ ।।

(৪৯)

পবিত্র সত্য ।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা ।

সত্য বল্লে মারে লাটি, মিথ্যায় জগৎ ভুলে ।
দুধ চাই দুধ চাই, দ্বারে দ্বারে ডেকে বলে ।।১।।
শুঁড়ি সুরা বেচে ব'সে, কেনে লোকে তারে তোষে,
সুখের সাগরে ভাসে, ত্রাণ পাব পাব ব'লে ।। ২ ।।
ছেড়ে দেয় তস্করেরে, সাধে ধ'রে বন্দি করে,
ফাঁদে ফেলে পথিকেরে, নানা ছল কলে বলে ।। ৩ ।।
কালীপ্রসন্ন এই বলে, ধন্য কলি তব লীলে,
দুখ হয় পায় হাঁসি, চরিত্র তব হেরিলে ।। ৪ ।।

(৫০)

পরমপিতার নাম ।

রাগিণী মধুমাধব সারঙ্গ—তাল একতালা ।

স্বর্গ মর্ত্ত্য সর্ব্ব স্থানে, সে নামের পিপাসিত ।
তাঁরই সুধা পাত্রে পান, করে সবে মনোমত ।। ১ ।।

তাঁরই নাম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সুধা হইতে অতি মিষ্ট,
জেনে ইহা সবে স্পষ্ট, লয় নাম অবিরত ॥ ২ ॥
তাঁরই প্রেমসুরা পানে, মত্ত যত ত্রিভুবনে,
আছে সবে হত জ্ঞানে, সতত মাতাল মত ॥ ৩ ॥
রেণু আদি এ জগতে, যত কিছু আছে এতে,
তাঁরই রূপ নিরখিতে, দর্পণেরই মত যত ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই হের, যত দেখ জগতের,
সবই বেদপংক্তি তাঁর, সাধু লোকের এই মত ॥ ৫ ॥

(৫১)

সাধকের ভালবাসা।

রাগিণী আড়ানা বাহার— তাল একতালা।

উঠে নানা তরঙ্গ মনে, প্রেমসিন্ধু তীরে।
রসিকেতে মনসাধে, ঝাঁপ দিয়ে পার হোতে পারে ॥ ১ ॥
যে জন জানে রসভাবা, তারে কোথা প্রাণের আশ,
সেখানে তার ভালবাসা, যায় সেখানে ম'রে ম'রে ॥ ২ ॥
অরসিকে দেখে আতঙ্ক, ভয়ে তার কাঁপে অঙ্গ,
এ কারণে দিয়া ভঙ্গ, ব'সে সেই থাকে তীরে ॥ ৩ ॥
চাতুরী যে তরি তাঁর, অনঙ্গ যার কর্ণধার,
প্রবল বিচ্ছেদ বায়ু, কখন কি ঘটাতে পারে ॥ ৪ ॥
যথার্থ প্রেমিক যে জন, প্রিয় জনে তার প্রয়োজন,
বিসর্জ্জন ক'রে জীবন, প্রেমনদী যায় সাঁতারে ॥ ৫ ॥

নিত্য প্রেমে যেই মত্ত, করে সেই নিত্য তত্ত্ব,
অনিত্য হইতে নিত্য, নিত্য সে হইতে পারে ।। ৬ ।।
কালীপ্রসন্ন কহে হেঁসে, যে যাঁহারে ভালবাসে,
সে যাইবে তাঁরই পাশে, কে তারে রাখিতে পারে ।। ৭ ।।

---

(৫২)

সাধকের দুইটী কার্য্য ।

রাগিণী ভীমপলাশ্রী—তাল কাওয়ালী ।

এসেছ জগতে মন, দুটী কার্য্য কর রে ।
সাধ্যমতে যাহা পার, দীনগণে দাও রে ।। ১ ।।
বিভু নাম দ্বিতীয়তে, লও যাবে সে সঙ্গেতে,
তৃতীয় নাই এ জগতে, পথের সম্বল রে ।। ২ ।।
ধন রত্ন দারা সুত, ঐশ্বর্য্য এ ভবে যত,
সকলই দেখ অনিত্য, সঙ্গে কিছু যাবেনা রে ।। ৩ ।।
অনিত্য সংসার ধাম, নিত্য সেই বিভু নাম.
কালীপ্রসন্ন কহে বথা, সে নাম সঙ্গের সাথি রে ।। ৪ ।।

---

(৫৩)

সাধকের দুর্গম দুইঘাঁটি ।

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল একতালা ।

নিত্য ধামে যা'বে ব'লে, সকলে বাসনা করে ।
সে পথ দুর্গম অতি, দৈবে কেহ যেতে পারে ।। ১ ।।

ছ্ঘাঁটী কঠিন অতি, কাঞ্চন কামিনী জাতি,
দৈবে কোন ধীর মতি, এ ঘাঁটী ছাড়িতে পারে ॥ ২ ॥
এ ঘাঁটী না হ'লে পার, ভবসিন্ধু হ'তে পার,
সাধ্য বল আছে কার. কালী এ প্রকাশ করে ॥ ৩ ॥

(৫৪)

সাধকের প্রেমতরণী।

রাগিণী টোরি ভৈরবী—তাল ধামার।

সাধ ক'রে আজ প্রেমতরণী, ভাসিয়ে দিলাম প্রেমসাগরে।
ছ'জন ডাঁড়ি দিবে পাড়, যাবে তরণী পারাবারে ॥ ১ ॥
মন হয়েছে নায়ের মাঝি, দাঁড়ী ছটা বড় পাজী,
মাজির কথায় হয় না রাজি. কথায় কথায় দ্বন্দ্ব করে ॥ ২ ॥
ইচ্ছামত তারা ছ'জনে, আপন আপন দিকে টানে,
মাঝির দেখে সয়না প্রাণে, ধমক দেয় সে ছ'জনারে ॥ ৩ ॥
ধমক খেয়ে আরও তারা, রাগের ভরে বায়সে ত্বরা,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, বহে তাহে ঘন স্বরে ॥ ৪ ॥
পুন বেগে উঠে তরঙ্গ, দেখে ভয়ে হয় আতঙ্ক,
কখন ঘটায় কিবা রঙ্গ, কে তাহা বলিতে পারে ॥ ৫ ॥
তিন দিকে তিন বিপদ ভারি, বাঁচে কি না বাঁচে তরি,
এই ভয়েতে ভেবে মরি, কেমন ক'রে যা'ব পারে ॥ ৬ ॥
তরাও মধুসূদন ব'লে, প্রেমসাগরের অগম জলে,
মাঝি যা'চ্ছে বেয়ে, ঝিকে দিয়ে, কোসে তরীর হাল ধ'রে॥৭॥

যাবে তরি পারাবারে, এ আশাতে যা'চ্ছে জোরে,
যদি নাথ কৃপা করে, যাবে পারে ভয় কারে ॥ ৮ ॥
কালী কহে এই জানি, না হ'লে আকাশ বাণী,
চালাইতে প্রেমতরণী, কার সাধ্য ত্রিসংসারে ॥ ৯ ॥

(৫৫)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী সাহানা—তাল দোবাহার।

সহে না সহে না নাথ, বিষম বিরহানল।
মদন তায় আহুতি দিয়া, ক্রমে করে আরও প্রবল ॥১॥
তোমার লাগিয়া নাথ, কুলমানসম্পদ যত,
সকলই দিয়াছি ছেড়ে, বাকি কি রেখেছি বল ॥২॥
চরাচরে যত দেখি, সংস্রব কারো না রাখি,
সতত তোমায় দেখি, এ চিন্তায় থাকি ব্যাকুল ॥৩॥
কারও আমি নহি বাদী, তবে কেন হ'য়ে বিরোধী,
মদন আসি নিশিদিন, জ্বালে এ বিরহানল ॥৪॥
হলেম কুল-কলঙ্কিনী, লোকে হ'ল জানাজানি,
তোমা বিনা নাহি জানি, তবে এ দুখ কেন বল ॥৫॥
হৃদয় বাসরে স্থান, তোমাকে দিয়াছি প্রাণ,
তবে কেন সে হৃদয়ে, মদন জ্বালে বিরহানল ॥৬॥
অষ্টাঙ্গ শরীর যত, অর্পণ ক'রেছি নাথ,
আমাতে আর আমি নাই, এবে তুমি তুমিই সকল ॥৭॥

অষ্টাঙ্গ শরীর লোমে, তুমি তুমি এই নামে,
উঠিল এ কলরব, প'ড়ে গেল মহাগোল ॥৮॥
তবু ভাব পর আমারে, বল্‌তে গেলে লজ্জা করে,
এ কথা বলিব কারে, মন দুখ মনে রহিল ॥৯॥
আশার আশে কাটে কাল, বিষম বিরহানল,
ক্রমে সে হ'ল প্রবল, আর কত সহিব বল ॥১০॥
হয়েছে প্রাণ ওষ্ঠাগত, দরশন দিয়া নাথ,
হর মম দুখ যত, বিরহানলে কাল কাটিল ॥১১॥
কালী কহে এ ভবের হাটে, প্রেম করা তারে না খাটে,
আশা মনের যার না মেটে, মিছে সেই করে গোল ॥১২॥
দৈববাণী না হইলে, আশা অভিলাষ না গেলে,
প্রাণকান্ত কোথা মিলে, মিছে বেড়ায় কোরে গোল ॥১৩॥

(৫৬)

জীবের বনবাস।

রাগিণী বড়হংস—তাল মোহন।

বনবাস দিয়াছ নাথ, আমাকে জন্মেরই মত।
তবু ভালবাসি এত, বলিয়া জানাব কত ॥১॥
বিচ্ছেদ গহন কাননে, সঙ্গে দিয়ে ছয় জনে,
পাঠায়ে গভীর বনে, বনবাস দিয়াছ নাথ ॥২॥
সঙ্গে থেকে ছয় জনে, ছ'দিকে আমায় টানে,
প্রাণ যাচ্চে হেচ্‌কা টানে, লাঞ্ছনা করায় কত

তাহে আমি নহি দুখী, সতত তোমায় দেখি,
হৃদয়বাসরে রাখি, এ চিন্তাতে কাল গত ॥ ৪ ॥
ভুগি দুখ যাতনা যত, তাহে দুখী নহি এত,
তোমার বিচ্ছেদে নাথ, পাই দুখ জানাব কত ॥৫॥
বনবাসে কাটে কাল, বিচ্ছেদানলে হবে কাল,
এ ভাবে কাটিবে কাল, কালে কালে কাল কত ॥৬॥
বাস করি বনবাসে, ঘুরি নাথ তোমারই আশে,
ভুলাব তোমাকে কিসে, এ চিন্তা মনে অবিরত ॥৭॥
করি গুণ জ্ঞান নানা, ব্রত পূজা উপাসনা,
করিলাম সাধ্য মত, বিধি মতে ছিল যত ॥৮॥
তবু নাথ না ভুলিলে, বনবাস না ঘুচালে,
বিচ্ছেদ বিরহানলে, জ্বালাবে আর বল কত ॥৯॥
পুরাও মনেরই আশ, ঘুচাও এ বনবাস,
মিটে যাক্ অভিলাষ, আশা আর আছে যত ॥১০॥
কালী কহে হলে বনবাস, সহজে কি মিটে আশ,
পূর্ণ না হলে দিন মাস, ধার্য্য ক'রে দিয়াছে যত ॥১১॥

(৫৭)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী খাম্বির—তাল ঝাপতাল।

কেন মন না জানিয়ে, ক'রেছিলে পীরিতি।
সে সময় বিনা কয়না কথা, এমনি আটা রীতি নীতি ॥১।

প্রহরী রেখেছে নটা, তারাই যত বাধায় লেঠা,
বড় দুরন্ত সেঁজায় বেটা, দেয় পাহারা দিবা রাতি ॥২॥
তবু তাঁর বিচ্ছেদানলে, দিবা নিশি মরি জ্বলে,
সে মনে না করে ভুলে, কি হবে তোমার গতি ॥৩॥
কথা এই লোকে বলে, মনের মিলন না হইলে,
সে প্রেমে না সুখ মেলে, ভুগিতে হয় দুখ অতি ॥৪॥
যে যাহারে ভালবাসে, সে যদি না তারে তোষে,
দেখে শুনে লোকে হাঁসে, সংসারের এই রীতি ॥৫॥
ছাড় তাঁর ভালবাসা, পূরিবে না মনেরই আশা,
অসময় করা প্রত্যাশা, কভু না হয় ফলবতী ॥৬॥
যখন শুভগ্রহ হ'বে, তোমায় তাঁর মনে হবে,
প্রেমতরঙ্গ উথলিবে, অধৈর্য্য করিবে অতি ॥৭॥
সাজিয়ে তরি নানা সাজে, কাণ্ডারী সাজিয়ে নিজে,
আসি ভবসাগরেতে, ল'য়ে তোমায় শীঘ্রগতি ॥৮॥
সপ্তরেখা পার করায়ে, ল'য়ে যাবে নিজালয়ে,
মহানন্দে করিবে বাস, নিত্যধামে সুখে অতি ॥৯॥
যথা এই কালী বলে, সুগ্রহ উদয় হ'লে,
নিজে কান্ত এসে মেলে, করেছে এমন রীতি নীতি ॥১০॥
সময় হইলে জানি, হইবে আকাশ বাণী,
হৃদয় তিমির রাশি, নাশ হবে শীঘ্রগতি ॥১১॥
ত্রিকালজ্ঞ নিজে হবে, ভব ভয় না থাকিবে,
আশা অভিলাষ যাবে, জ্বলিবে হৃদয়ে বাতি ॥১২॥

(৫৮)

সাধকের প্রেম ও বিরহ।

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল চতুরস্র।

প্রেমের অনল কভু, প্রবোধে কি শান্ত হয়।
ক্ষুধা যার জঠরে জ্বলে, কথায় কি সে শীতল হয় ॥১॥
দিবা নিশি প্রেমানলে, আমি নাথ মরি জ্বলে,
কথায় কত রাখবে টেলে, বিরহানলে প্রাণ যায় ॥২॥
কভু কভু কর্ণে শুনি, হয় এ আকাশ বাণী,
কাতর হইওনা প্রিয়া, ঘুচাব এ দুখ দায় ॥৩॥
কথায় সান্ত্বনা ক'রে, আর কত রাখবে মোরে,
বিচ্ছেদেরই কারাগারে, বল নাথ বল আমায় ॥৪॥
ভেবেছিলাম হব সুখী হলেম জন্মের দুখী,
আরও বা কি আছে বাকি, আর কত ভুগিতে হয় ॥৫॥
সময়ে সময়ে শুনি, আসে এ আকাশ বাণী,
বিলম্ব নাই, বিলম্ব নাই, ধৈর্য্য হও পাবে আমায় ॥৬॥
কথায় প্রবোধ নাথ, দিবে আর বল কত,
জ্বলিতেছি অবিরত, আর কত জ্বালাবে আমায় ॥৭॥
জনমে জনমে নাথ, পাইয়াছি দুখ যত,
সকলই ত' আছ জ্ঞাত, ব'লে কি জানাব তোমায় ॥৮॥
ধৈর্য্য আর মানে না মন, দরশন দিয়া প্রাণ,
কর দুখ নিবারণ সকাতরে ডাকি তোমায় ॥৯॥
কালী কহে প্রাণেশ্বর, যত দেখি চরাচর,
সকলই আত্মীয় তব, তোমা ছাড়া কেহ নয় ॥১০॥

যখন যাঁর সময় হয়, দৈববাণী দিয়া তায়,
প্রবোধ করিয়া নাথ, পুন দেখা দেহ তায় ॥১১॥

(৫৯)

সাধকের প্রেম ও বিরহ।

রাগিণী কুকুভ—তাল একতালা।

কেন মন বল দেখি, কর তাঁরই অন্বেষণ।
সে যে অতি নিদারুণ, কঠিন তাঁহারই মন ॥১॥
তুমি ব'লে দেখি দেখি, হ'য়েছ জনম দুখী,
সে কভু না ফিরায় আঁখি, পাষাণে বেঁধেছে মন ॥২॥
ভালবেসে তুমি তাঁরে, ভাসিতেছ দুখ নীরে,
সে তোমায় না মনে করে, ভুলে তুমি আছ কেমন ॥৩॥
সাধিলে কি ভুলে মন, দিয়াছে যে বিসর্জ্জন,
জনমের হয়েছ দুখী, অদৃষ্টের এ লিখন ॥৪॥
জন্ম জন্মান্তরে যত, ভুগিতেছ দুখ কত,
যে কলম মেরেছে বিধি, কে ঘুচাবে সে লিখন ॥৫॥
যখন সময় হবে, প্রাণকান্তে তুমি পাবে,
এ দুখ যাতনা যাবে, ধৈর্য্য ধর ওরে মন ॥৬॥
কালী কহে সে নহে কাঁচা, তোষামোদ তাঁর করা মিছা,
নীতি বিধি এমনি সাঁচা, নিক্তির ওজন যেমন ॥৭॥
তিলার্দ্ধ হইলে ভারি, ঝোঁকে কাঁটা সয়না দেরি,
এমনি তাঁর আইন জারি, চারি যুগে টলেনা জান ॥৮॥

(৬০)

জীবের মরমবেদনা ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ।

মরমবেদনা মন, কারও কাছে ব'লনা ।
শুনে পাছে হাসে লোকে, দ্বিগুণ হবে যাতনা ॥১॥
মন দুখ মনে সহিবে, লোকমাঝে না কহিবে,
শুনে দুখভাগী না হবে, আরও দিবে গঞ্জনা ॥২॥
দুখের দুখী যেই হয়, শুনাইলে দুখ তায়,
সে করে তার উপায়, ঘোচে যাতে বেদনা ॥৩॥
কালী কহে জানি জানি, মরমবেদনা জানি,
কান্ত বিনা কামিনীর, হয় দুখ যাতনা ॥৪॥

(৬১)

জীবের প্রেম ও বিরহ ।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল ঝাঁপতাল ।

কেন মন তুমি তাঁরে, সাধ এত কালে কালে ।
সে নয় এমন কাঁচা ছেলে, তোষামোদে যাবে ভুলে ॥১॥
চতুরের সে চূড়ামণি, সেধে কে ভুলাবে শুনি,
মিছে লোকে জানাজানি, কি ফল ফলে সাধিলে ॥২॥
অসীম সে গুণ যুক্ত, তোষামোদে নহে ভক্ত,
মিছে করা তায় বিরক্ত, হিসাব নিকাশ পলে পলে ॥৩॥
গুণসিন্ধু সে গুণনিধি, কে ভুলাবে তাঁরে সাধি,
মিছে হও অপরাধী, লোকালয়ে সাধি ব'লে ॥৪॥

গুণ জানে যে মহাশ্রেষ্ঠ, তোষামোদ তাঁর বিষদৃষ্ট,
ত্রিজগতে আছে রাষ্ট, জান না কি কালে কালে ॥৫॥
প্রাণকান্ত যে তোমার, সংসারের সেই সার,
জীবনের সেই আধার, তারে দোষী কর কি ব'লে ॥৬॥
ত্রিজগৎ সৃষ্টি যাঁর, ক'রে নানা আড়ম্বর,
সেধে ভুলাবে মন তাঁর, চলে কি এ কোন কালে ॥৭॥
ওরে মন মূঢ়মতি, পবিত্র সে প্রাণপতি,
না জেনে তাঁহারই গতি, দোষে তাঁরে ফেলিলে ॥৮॥
পবিত্র গুণশ্রেষ্ঠ যিনি, কোন দোষ স্পর্শে না জানি,
হায় মন হয়ে হতজ্ঞানী, দোষারোপ তায় করিলে ॥৯॥
মন তুই চিনিস্ না তাঁরে, বাস করে তোর অন্তঃপুরে,
সাধিলে কোথায় পাবি তাঁরে, সময় হলে আপনি মেলে ॥১০॥
কালী কহে জানি জানি, সে প্রাণকান্ত গুণমণি,
বিরাজ করে দিবা যামিনী, বসি হৃদয়কমলে ॥১১॥

(৬২)

সাধকের দুখযাতনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

এ দুখ যাতনা মন, কি হবে জানায়ে তায়।
শুনে দুখ যাতনা যদি, সে তোমারে নাহি চায় ॥১॥
মন দুখ বল তাঁরে, শুনে দুখ হয় যারে,
সান্ত্বনা যে দিয়া তোমারে, উদ্ধারে এ দুখ দায় ॥২॥

না হলে দুখেরই কথা, ব'লে ঘোচেনা মনেরই ব্যথা,
অরণ্যে রোদন বৃথা, কি লাভ বলিয়া তায় ॥৩॥
মনদুখ রেখ মনে, অন্যে যেন নাহি জানে,
শুনে পাছে হাসে মনে, উপহাস করে তোমায় ॥৪॥
কালী কহে এই কথা, ব'লোনা মনেরই কথা,
অন্তরে রাখিও গেঁথে, প্রকাশ করা ভাল নয় ॥৫॥

---

(৬৩)

জীবের বিরহযন্ত্রণা ।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান ।

ও পোড়া মন শোন্‌রে বলি, দিয়ে কালি কুল মানে ।
জন্ম জন্মান্তরে সাধিস্, তবু সে তোর নাহি শুনে ॥১॥
তোর নাই রে হেন সাধ্য, ভুলিস্ তাঁরে তিলার্দ্ধ,
এমনি করিছিস্ রে বরাদ্ধ, সাধিস্ তাঁরে প্রাণপণে ॥২॥
সেধে সেধে জন্ম গেল, তবু সে তোর না হইল,
কুলেতে কলঙ্ক হ'ল, পোড়া মন তুই শুনিস্‌নে ॥৩॥
জাতি ধর্ম্ম হ'ল নষ্ট, হলি তুই কুলভ্রষ্ট,
ভুগিতেছিস্ নানা কষ্ট, আমার কথা না শুনে ॥৪॥
ওরে মন তুই নেরে জেনে, পাবিনা তায় সময় বিনে,
প্রাণ যাবে তোর হেঁচ্‌কা টানে, ফল হবে না সাধনে ॥৫॥
কালী কহে এই যথা, আছে তার চিরপ্রথা,
অসময়ে সাধা বৃথা, সাধিলে তা' কেবা শুনে ॥৬॥

(৬৪)

সাধকের প্রেমতরঙ্গ।

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামার।

প্রেমেরই তরঙ্গে তাঁর, ডোবে বুঝি এ দেহতরি।
অকূল পাথারে ভাসি, বিচ্ছেদসাগরে তাঁরি॥১॥
ভালবেসে এ যন্ত্রণা, স্বপ্নে তাহা জানি না,
পড়িলাম ঘোর সঙ্কটে, বিচ্ছেদনীরে ডুবে মরি॥২॥
ভেবেছিলাম প্রেমসাগরে, ডুব দিলে পাইব তাঁরে,
না ফলিল ফল পরে, ডুব্লো তরি কি করি॥৩॥
বহে বিচ্ছেদ সমীরণ, নানা তরঙ্গ উঠে ঘন,
বুঝি তরণী হয় জলমগ্ন, প্রাণধনে নাহি হেরি॥৪॥
পরিশ্রম অকারণে, যাবে জীবন এ জীবনে,
কামনা রহিল মনে, না পাইলাম প্রেম করি॥৫॥
কালী কহে সত্য সত্য, সে নিত্য প্রেমে জগৎ মত্ত,
সময় বিনা সে পরমার্থ, কেবা পায় দেখা তাঁরি॥৬॥

---

(৬৫)

জীবের বিরহযন্ত্রণা।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ওরে মন বলি তোরে, আর কেন তুই সাধিস্ তারে।
সে কি তোর দুখের দুখী, ভাসিয়েছে যে দুখসাগরে॥১॥
ভাসিতেছিস্ দুখনীরে, তবু তুই ভুলিস্ না তারে,
সে কভু কি জিজ্ঞাসেরে, কেমন আছিস্ ব'লে তোরে॥২

নাইকো দুখের কূল কিনারা, হয়েছিস্ মন দিশেহারা,
সেধে সেধে হবিরে সারা, সাধলে কি সে দেখ্‌বে ফিরে ॥
ওরে মন জনমের তরে, ভাসিয়েছে যে দুখসাগরে,
এ দুখ জানালে তাঁরে, সে কি দুখী হবে রে ॥৪॥
মন তুই পাগল হবি, সেধে কি তুই তায় ভুলাবি,
ভুলিবার নয় সে ভবি, যা' করিবার দেছে ক'রে ॥৫॥
কালী কহে সত্য বটে, কেন রে মন তুই বেড়াস্ ছুটে,
সে বিরাজ কচ্চে সর্ব্বঘটে, সময় হ'লে দেখ্‌বি তাঁরে ॥৬॥

(৬৬)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

কেন মন বলরে শুনি, এত তুই সাধিস্ তাঁরে।
সে কি ফিরে দেখ্‌বে তোরে, সময় না হ'লে পরে ॥১॥
শুন্‌লি না মন আমার কথা, আছে তাঁর এ চিরপ্রথা,
অসময়ে কয়না কথা, রেখেছে নিয়ম কোরে ॥২॥
মন তুই কি পাগল হবি, সেধে কোথায় তাঁরে পাবি,
এই জ্বালাতে জ্বলে মরি, নিষেধ করি বারম্বারে ॥৩॥
কি কাজ সাধিয়ে তাঁরে, যে তোরে না দেখে ফিরে,
তবু তুই সাধিস তারে, নিশিদিন যত্ন ক'রে ॥৪॥
কালী কহে শুন শুন, জীবনেরই যে জীবন,
তাঁরে মন না করে স্মরণ, নাইক এমন ত্রিসংসারে ॥৫॥

(৬৭)

জীবের জীর্ণতরি।

রাগিণী বেহাগ— তাল একতালা।

একে আমার জীর্ণতরি, প্রেমনদী তুফান ভারি।
কেমনে যাইব পারে, এই ভয়েতে ভেবে মরি ॥ ১ ॥
বিচ্ছেদবায়ু প্রবল. উঠে তরঙ্গ ক'রে গোল,
বলে সামালো সামালো, ডুবলো তরি ডুবলো তরি ॥ ২ ॥
দেখে গোল তরঙ্গের, ভয়ে অঙ্গ থর থর,
কখন ঘটায় কিবা রঙ্গ, জীর্ণতরি কি করি ॥ ৩ ॥
যদি বহে স্ববাতাস, যাবে পারে আছে আশ,
নহে হবে এ বিনাশ, জনমেরই মত তরি ॥ ৪ ॥
কালী কহে জোড় করে, বিচ্ছেদেরই সিন্ধুনীরে,
যদি নাথ দয়া ক'রে, কর পার হ'য়ে কাণ্ডারী ॥ ৫ ॥
তবে বাঁচে এ তরণী, নহে নাশ হবে জানি,
কেন হও অভিমানী, বৃথা আশা জীর্ণতরি ॥ ৬ ॥

---

(৬৮)

সাধকের সাধনা ও বিরহ।

রাগিণী ইমন—তাল একতালা।

সেধে সেধে আসি তোমায়, জনমে জনমে কত।
তবু আশা না পূরালে. অনাথ রাখিলে নাথ ॥ ১ ॥
একে ঘোর বিচ্ছেদ নিশি, সঙ্কট তিমির রাশি,
দেখাইয়া মুখশশী, হর এ তিমির যত ॥ ২ ॥

নহে ঘোর অন্ধকারে, তিষ্টিব কেমন ক'রে,
প'ড়েছি সঙ্কট ঘোরে, কেমনে নিশি হ'বে গত ॥ ৩ ॥
হৃদয় গগনে শশী, না হ'লে উদয় আসি,
বিচ্ছেদ তিমির রাশি, করিবে এ প্রাণহত ॥ ৪ ॥
দেখাইয়া চন্দ্রমুখ, হর তিমির মন দুখ,
হউক মহানন্দ সুখ, ঘুচুক্ এ দুখ যত ॥ ৫ ॥
যথা এই কালী কয়, বিচ্ছেদ নিশি বিষময়,
পড়িলে সে ঘোর সঙ্কটে, হ'তে হয় সশঙ্কিত ॥ ৬ ॥

(৬৯)

সাধকের বাসনা ও বিরহ।

রাগিণী সারঙ্গ—তাল একতালা।

বাসনা করিয়া মন, কেন কর উপাসনা।
কামনা না শূন্য হ'লে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ১ ॥
প্রিয়জন রেখে মনে, সাধে যে সে প্রিয়জনে,
সে কি ফিরে চায় তাঁর পানে, মিছে করে সাধনা ॥ ২ ॥
আশা অভিলাষ মনে, আছে এ যার এ জীবনে,
সে কি পায় সে প্রিয়জনে, মন তুই কি জানিস্ না ॥ ৩ ॥
কালীপ্রসন্ন এই ভণে, আশা যার আছে মনে,
সে কি পায় সে প্রিয়জনে, বৃথা করে উপাসনা ॥ ৪ ॥

(৭০)

সাধকের প্রেম-পিপাসা ও বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

না মিটিল প্রেম-পিপাসা, ডুবে প্রেমসাগরে তাঁরি '
বিষম সমস্যা এই, বল্‌তে গেলে লাজে মরি ॥ ১ ॥
নিশি দিন ডুবে সাগরে, বেড়াই জল জল ক'রে,
এ দুখ কহিব কারে, অসহ্য হয়েছে ভারি ॥ ২ ॥
রত্নাকরে বাস করি, রত্ন চক্ষে নাহি হেরি,
রত্ন রত্ন ক'রে ঘুরি, ভাসি প্রেমনীরে তাঁরি ॥ ৩ ॥
কালী কহে সে কান্তমণি, ত্রিজগতের শিরোমণি,
তাহা বিনা বাঁচে কি প্রাণী, ডুবে আছে প্রেমে তাঁরি ॥৪॥

---

(৭১)

বসন্তঋতু বর্ণনা।

রাগ হিণ্ডোল—তাল সুরফাঁকতাল।

হেমন্ত হইল গত, বসন্ত আগত।
প্রেমের কুসুম কলি, হ'ল সখি বিকসিত ॥ ১ ॥
বসন্তের সুবাতাসে, ফুটে ফুল তার বাসে,
মন প্রাণ মাতাইল, কান্ত বিনা অস্থির চিত ॥ ২ ॥
তাহে কোকিল রব করে. কুহু কুহু মিষ্ট স্বরে,
শুনে সে কোকিল ধ্বনি. হয় মন বিচলিত ॥ ৩ ॥
বসন্তের এই রীতি, গেঁথে ফুল নানা জাতি,
কান্তে দিয়ে করে পীরিতি, হৃদয়ে রেখে তোষে কত ॥ ৪ ॥

আমার কপাল দোষে, জন্ম গেল আশার আশে,
তবু সখি সে না হেরিল, এ দুখ জানাব কত ॥ ৫ ॥
কালী কহে হে কামিনী, চঞ্চল এত কেন শুনি,
পাবে নিজ গুণমণি, আছে সময় নিয়মিত ॥ ৬ ॥

(৭২)

গ্রীষ্মঋতু বর্ণনা।

রাগ দীপক—তাল চৌতাল।

গ্রীষ্মের তপন তাপে, জ্বলে তনু ওলো সখি।
তাহে তাঁর বিরহানলে, হয়েছি জনম দুখী ॥ ১ ॥
গ্রীষ্মকালে আছে রীতি, লয়ে সুগন্ধ নানা জাতি,
কামিনীগণ কান্তে দিয়া, কামনা পুরায় সখি ॥ ২ ॥
মরি আমি এই খেদে, পড়িয়াছি ঘোর বিপদে,
দু'জ্বালাতে জ্বলেলো তনু, পলকে প্রলয় দেখি ॥ ৩ ॥
গ্রীষ্মের প্রখর তাপ, তাহে বিচ্ছেদ মনস্তাপ,
না হেরে সখি সে বদন, জনমের হয়েছি দুখী ॥ ৪ ॥
কালী কহে এই স্থির, কান্ত বিনা কামিনীর,
দুখের পরিসীমা নাই, হয় জনমের দুখী ॥ ৫ ॥

(৭৩)

বর্ষাঋতু বর্ণনা।

রাগ মেঘ—তাল ধামার।

বর্ষাকালের রীতি হয়, বৃষ্টি বরিষণ।
মৃদু মৃদু ভাবে বহে, সুশীতল সমীরণ ॥ ১ ॥

কামিনীগণ কান্তে লয়ে, মনের সাধ মিটাইয়ে,
আমোদপ্রমোদে বিহারে, কাটে তায় নিশিদিন ॥ ২ ॥
আমার কেন এ দুর্গতি, হ'ল দুখ জনমের সাতি,
ক'রে তাঁর পীরিতি, মিছামিছি অকারণ ॥ ৩ ॥
এ ঘোর বর্ষাকালে, সে আমারে আছে ভুলে,
মরি তাঁর বিরহানলে, যায় বুঝি এ জীবন ॥ ৪ ॥
কালী কহে বিবরণ, রমণীর প্রাণধন,
কান্ত জীবনের ভূষণ, কান্ত জীবনের জীবন ॥ ৫ ॥

(৭৪)

শরৎঋতু বর্ণনা।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

শরৎকালের শশী, প্রকাশে জ্যোতি মনোহরে।
কামিনীগণ হেরে জ্যোতি, হর্ষিত হ'য়ে অন্তরে ॥১॥
ভালবাসে যে যাহারে, ল'য়ে নিজ বাসরে তারে,
চুম্ব আলিঙ্গন করে, আদরে [illegible] ॥২॥
বলে এ সেই নিশাকর, আমার এ প্রাণেশ্বর,
হৃদয় আকাশে উঠে, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে ॥৩॥
তাহাদের দেখে রঙ্গ, শিহরে আমার অঙ্গ,
উঠে বিচ্ছেদ তরঙ্গ, সখি হৃদয়মন্দিরে ॥৪॥
ভাসি তাঁর বিচ্ছেদনীরে, সে আমায় না মনে করে,
এ দুখ কহিলে পরে, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে ॥৫॥

মন দুখ মনে রাখি, প্রকাশ করিনা সখি,
পুন কি সেই শরৎশশী, হেরিব এ জন্মে ফিরে ॥৬॥
বিধির লিখন সখি, উপায় কিছু নাহি দেখি,
জনম দুখিনী আমি, ভাসি বিচ্ছেদেরই নীরে ॥৭॥
কালী কহে রসবতী, উতলা হওনা অতি,
করিলে তাঁর পীরিতি, রহিতে হয় ধৈর্য্য ধ'রে ॥৮॥

(৭৫)

শীতঋতু বর্ণনা ।

রাগ মালকোষ—তাল চৌতাল ।

আইল এ শীতঋতু, হইল শঙ্কট ঘোর ।
বিষম শীতেতে সখি, কাঁপে অঙ্গ থর থর ॥ ১ ॥
শাল বনাত আছে যার, শীতে কষ্ট না হয় তার,
সুখেতে কাটায় শীত, গায়ে দিয়ে আপনার ॥ ২ ॥
কামিনীগণ শীতকালে, নিজ কান্তে ল'য়ে কোলে,
শীতে ক'রে তুচ্ছজ্ঞান, আনন্দে নিশি করে ভোর ॥ ৩ ॥
কষ্ট হয় সে সবারে, দীন হীন যে এ সংসারে,
আর কষ্ট দ্বিগুণ তারে, প্রাণকান্ত না মেলে যার ॥ ৪ ॥
দেখ সখি মনে ভেবে, চিরদুখিনী আমি এবে,
একে এই শীত ঘোর, তাহে জ্বলি বিচ্ছেদে তাঁর ॥ ৫ ॥
উভয় সঙ্কট দেখি, আর কি প্রাণ বাঁচিবে সখি,
এ জনমে বল বল, তাঁরে কি দেখিব আর ॥ ৬ ॥

কালী কহে হে রসিকা, ক'রনা খেদ পাবে দেখা,
সময় তাঁর আছে লেখা, ভেবনা ভেবনা আর ॥ ৭ ॥

(৭৬)

হেমন্তঋতু বর্ণনা।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল ধামার।

হেমন্ত দুরন্তকাল, হিমপাত হয় অতি।
তাহে আমি চিরদুখিনী, বিচ্ছেদ জনমের সাথি ॥১॥
হেমন্তকালে হিম বড়, হিমে অঙ্গ জড় সড়,
অস্থির ক'রেছে চিত, বল সখি এর সুনীতি ॥২॥
হিমেতে হিমাঙ্গ হ'য়ে, কামিনীগণ কান্তে ল'য়ে,
অনঙ্গে মাতিয়া তারা, সুখে দান করে রতি ॥ ৩ ॥
হেমন্তে তারা হয় সুখী, হৃদয়ে প্রাণকান্তে রাখি,
সংসারেতে এই দেখি, চলিতেছে রীতি নীতি ॥৪॥
আমি তার বিচ্ছেদে মরি, হিমের উৎপাত ভারি,
বল্‌না সখি কি করি, কি হবে আমার গতি ॥৫॥
কালী কহে জানি সতী, বাঁচেনা প্রাণ প্রাণপতি,
ভ্রষ্টা হ'লে হয়না ক্ষতি, থাকে সে চঞ্চল মতি ॥৬॥

(৭৭)

জীবের বিরহ।

রাগিণী ললিত—তাল চৌতাল।

কেন রে অবোধ মন, ভুলিস্ না তাঁরে ভুলিয়া।
বিচ্ছেদ বারিধি মাঝে, দেছে তোরে যে ভাসাইয়া ॥১॥

ভাসিতেছ জলধি মাঝে, প্রেমে তাঁর আছ ম'জে,
সে কভু না তোমায় খুঁজে, না চাহেরে ফিরিয়া ॥২॥
ভালবেসে তুইও তাঁরে, পড়েছিস্ সঙ্কট ঘোরে,
বেড়াস্ রে অকূল সাগরে, ভাসিয়া রে ভাসিয়া ॥৩॥
এ জনমে কি পাবি কুল, কেন এত তুই রে ব্যাকুল,
মন তোর মনেরই ভুল, বুঝিস্ না তুই বুঝিয়া ॥৪॥
কালী কহে সে প্রাণকান্ত, জীবনের জীবন একান্ত,
তারে কি মন হ'য় ভ্রান্ত, তিষ্ঠিতে পারে না ডাকিয়া ॥৫॥

(৭৮)

জীবের বিরহ।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

আসা যাওয়া যে যন্ত্রণা, জেনেও কি মন জানিস্ না।
প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি রে, তিলেক হইলে না ॥১॥
বন্দী হ'য়ে কারাগারে, কত স্তব স্তুতি ক'রে,
কহে ছিলে বারে বারে, মায়াতে আর ভুলিব না ॥২॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, প'ড়ে মহামায়া জালে,
প্রতিজ্ঞা যা ক'রেছিলে, রক্ষা তাহা হলোনা ॥৩॥

---

(৭৯)

জীবের মায়ানিদ্রা।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

কেন রে পামর মন, না হয় চেতনা তোর।
মায়ানিদ্রা যাবি কত, ভাঙ্গলোনা ঘুমেরই ঘোর ॥১॥

নয়ন খুলে দেখ্ রে চেয়ে, আর কত রবি রে শুয়ে,
পথিক শুইলে পরে, শঙ্কা তাহে আছে বিস্তর ॥২॥
কালী কহে যথা বটে, নিদ্রা কি পথিকে খাটে,
শুইলে পড়ে সঙ্কটে, সঙ্গে আছে ছ'জন চোর ॥৩॥

(৮০)

মায়ার ছলনা।

রাগিণী পিলু—তাল পোস্তা।

কত ছল জান নাথ, বলিতে তা' পারি না।
চাতুরী দেখিয়া তব, কত হয় ভাবনা ॥১॥
নানারূপে কর খেলা, সকলই তোমার লীলা,
ঘুচাও সঙ্কট জ্বালা, সহেনা রে সহেনা ॥২॥
করি কত ব্রত স্তব, দরশন না পাই তব,
কিসে তুষ্ট মন তব, বল নাথ বল না ॥৩॥
সিদ্ধান্ত হইল শেষে, যে তোমায় হৃদয়ে তোষে,
তুমি তারে ভালবেসে, ঘুচাও তার যাতনা ॥৪॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, যে তব আজ্ঞায় চলে,
তাহারে সুপথ মেলে, কুকর্ম্মে সে মজে না ॥৫॥

---

(৮১)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী আড়ানা—তাল তেওট।

কত দুখ সহি হে নাথ, তোমার লাগিয়ে।
কত কালে দিবে দেখা, দাসী রে সদয় হ'য়ে ॥১॥

ধিকি ধিকি বিরহানলে, সতত অন্তর জ্বলে,
অপরাধিনী দাসী ব'লে, স্থান পায় না হৃদয়ে ॥২॥
কত পাপ পূর্ব্ব জন্মে, করিয়াছি পড়ে ভ্রমে,
নাহি জানি কত জন্মে, পাব তোমায় হৃদয়ে ॥৩॥
কালীপ্রসন্ন এই ভণে, বৃথা মনস্তাপ কেনে,
অবশ্য মিলন হবে, নির্দ্ধারিত সময়ে ॥৪॥

(৮২)

জীবের বিরহ।

রাগিণী কানাড়া—তাল তেওট।

দেখা দেহ দেখা দেহ, বাঁচিনারে বাঁচিনারে।
জ্বরা জ্বরা হলেম সারা, তব বিচ্ছেদেরই স্বরে ॥১॥
ভিন্ন হয়ে তব সনে, ভ্রমিলাম নানা স্থানে,
তব রূপ না হেরে নয়নে, নিশিদিন জ্বলে অন্তরে ॥২॥
আসা যাওয়া মাত্র সার, না পাই তোমার বার,
কতকাল রাখিবে আর, ভিন্ন ক'রে এ অধিনীরে ॥৩॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, কি হবে অধৈর্য্য হলে,
প্রারব্ধ ক্ষয় হোলে, নিশ্চয় পাইবে তাঁরে ॥৪॥

---

(৮৩)

জীবের বিরহ।

রাগিণী ধুরিয়ামল্লার—তাল আড়াঠেকা।

বল সখি মন চুরি, করিয়াছে যে আমার।
সে চোর দারুণ চোর, পুন কি তাঁরে পাব আর ॥১॥

মরি আমি এই দুখে, স্বর্ণ রত্ন ধন রেখে,
হৃদয় বাসরে থেকে, চুরি করে মন আমার ।।২।।
সে চোরে সখি আমি চাই, কুল মানে কাজ নাই,
কোথা গেলে তাঁরে পাই, কে দিবে সন্ধান তাঁর ।।৩।।
সে চোরের চূড়ামণি, ফাঁদে পড়ে যে রমণী,
হয় কুল-কলঙ্কিনী, সংসার অসার তার ।।৪।।
বল সখি তার বাস, থাকে কোথা সে নিবস,
চুরি ক'রে মন বুঝি, গেছে সাত সমুদ্র পার ।।৫।।
জানি সখি জানি তারে, আমার মন চুরি ক'রে,
সাত সমুদ্র তের নদী পারে, গেছে তাঁরে পাওয়া ভার ।।৬।।
সে পথ দুর্গম অতি, কেহ নাই সঙ্গের সাথি,
ধরিতে চোর চোরবৃত্তি, না করিলে ধরা ভার ।।৭।।
সত্য সত্য কালী বলে, ছদ্মবেশী না হইলে,
চতুর চোরে কেবা ধরে, হেন সাধ্য আছে কার ।।৮।।

(৮৪)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী মধুমাধব—তাল তেওরা।

বল সখি সঁপেছি যাঁরে, মম প্রাণ এ জীবন।
তবু সে আমারে কেন, করে এত জ্বালাতন ।।১।।
সাধি তাঁরে নানা ছলে, তবু ত সে নাহি ভুলে,
পড়েছি বিষম গোলে, সঁপেছি মন অকারণ ।।২।।

অনেক সেধে জিজ্ঞাসিলে, তাহার উত্তরে বলে,
মিছে কেন পড়েছ গোলে, সেধে কি ভুলাবে মন ।।৩।।
আমি না হই বশীভূত, কার্য্য যত বিধিমত,
মিছে সাধাসাধি এত, সময় নষ্ট অকারণ ।।৪।।
রেখেছি নিয়ম ক'রে, সময় হইলে পরে,
সাধিতে না হইবে তোরে, বিচলিত হ'বে মন ।।৫।।
তখনি কামিনী গিয়া, কলঙ্ক তব ঘুচাইয়া,
অর্দ্ধাঙ্গিনী করে তোরে, তুষিব রে চিরদিন ।।৬।।
বিচ্ছেদ যাতনা যাবে, জনমে আর না হইবে,
চিরদিন সুখে রবে, হ'য়ে জীবনের জীবন ।।৭।।
প্রবোধ দেয় এই বোলে, ইহাতে কি মন ভুলে,
কলঙ্ক রটেছে কুলে, আর কি মানে সে বারণ ।।৮।।
কলঙ্কের ঢোল বেজে গেলে, আর কি থামে সে থামালে
নানা কথা লোকে বলে, হ'তে হয় জ্বালাতন ।।৯।।
কালী কহে হে কামিনী, হ'তে হয় কলঙ্কিনী,
পীরিতের এই রীতি, সংসারেতে চিরদিন ।।১০।।

(৮৫)

জীবের বিরহ।

রাগিণী বেলাবল—তাল ধামার।

কি করি সখি বলনা ওলো, সে ত আমার হোল না
আমি মরি যার লাগি, সে ত ফিরে চায় না ।।১।।

মনেরে প্রবোধ দিলে, প্রেমনদী আরো উথলে,
ভাসি নয়নের জলে, সান্ত্বনা মন মানে না ॥ ২ ॥
জানি না সে জানে কি গুণ, ধৈর্য্য হ'লে বাড়ে দ্বিগুণ,
সে রূপের মনে সখি, আরও হয় কল্পনা ॥ ৩ ॥
কি দোষের দোষী আমি, প্রাণসখি বল তুমি,
মন প্রাণ সোঁপেছি যাঁরে, সে কেন দেয় যাতনা ॥ ৪ ॥
মন কি তিলেক তাঁরে, এ জীবনে ভুলিতে পারে,
হৃদয় বাসরে যাঁরে, স্থান দিয়াছি আপনা ॥ ৫ ॥
সে প্রাণের প্রাণধন, জেনে করি আকিঞ্চন,
সে বিনা কেমনে সখি, ধরিব জীবন বলনা ॥ ৬ ॥
কালী কহে জানি যথা, সংসারেরই এই প্রথা,
কান্ত বিনা কামিনী কোথা, হোয়েছে সুখী বল না ॥ ৭ ॥

(৮৬)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

হলেম কুল-কলঙ্কিনী, মিলনেরই আশে তাঁরি।
না পুরিল সে আশা সখি, বল উপায় কি করি ॥১॥
ভালবেসে তাঁরে সখি, অস্থির এ দুই আঁখি,
কতক্ষণে তাঁরে দেখি, অপেক্ষাতে আছি তাঁরি ॥২॥
মনে মনে ক'রে পণ, সোঁপেছি তাঁরে এ জীবন,
অন্যে নাহি প্রয়োজন, সে আমার আমি তাঁরি ॥৩॥

কলঙ্কে ক'রেছি ভূষণ, অপমান অঙ্গেরই বসন,
প্রেমে তাঁর মোজেছে মন, শরীরের সে অধিকারী ॥৪॥
হয় কলঙ্ক ঘুচাইবে, দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াবে,
নহে সে যাতনা দিবে, যা' করে সে ইচ্ছা তাঁরি ॥৫॥
কালী কহে কামিনী ধন্য, আমি তব করি মান্য,
জ্ঞানে তুমি অগ্রগণ্য, বুদ্ধির যাই বলিহারি ॥৬॥

(৮৭)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী মূলতান—তাল কাওয়ালী।

প্রাণের অধিক সখি, ভালবাসি আমি যাঁরে।
সে কেন লো বাসে পর, বল্ না সখি আমারে ॥১॥
জানি সখি জানি তারে, সে মধুকর গুণ ধরে,
ফুটান্ত ফুল পেলে পরে, আলিঙ্গন দেয় আদরে ॥২॥
কলিকা ধরে না মনে, গন্ধহীন তারে জেনে,
মাতে কি মন গন্ধ বিনে, শোন্‌লো সখি বলি তোরে ॥৩॥
বিকসিত হ'লে কলি, আসিত সে চতুর অলি,
না খাটিত চতুরালী, রাখিত না পর ক'রে ॥৪॥
সকলই সময়ে হয়, সময় বিনা কিছু নয়,
মন দুখ সহিতে হয়, সময় অপেক্ষা ক'রে ॥৫॥
কালী কহে এই কথা, সহিতে হয় মরম ব্যথা,
সময় বিনা কে পায় কোথা, সে প্রাণকান্ত প্রাণেশ্বরে ॥৬॥

(৮৮)

বারমাস বর্ণনা।

বৈশাখমাস বর্ণনা।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

বৈশাখেতে নববর্ষ, উৎসবে সকলে মাতে।
করে নূতন খাতাবহি, হিসাব নিকাশ রাখে তাতে ॥ ১ ॥
আমার সখি নাই নিকাশ, সমভাব বারমাস,
না পুরিল মন আশ, মরি তাঁর বিরহেতে ॥ ২ ॥
বিষম যাতনা সখি, ছল ছল দুটী আঁখি,
হৃদয় আকাশ হ'তে, বহে ধারা নয়নেতে ॥ ৩ ॥
সে ধারা সখি নিবারিতে, না পারিলাম কোন মতে,
প্রবোধ দিলে প্রেমনদী, আরও বাড়ে ভাসি তাতে ॥ ৪ ॥
বৈশাখ এ বিষময়, আমায় নাহি সহ্য হয়,
বল সখি কি উপায়, হবে লো এর করিতে ॥ ৫ ॥
ডুবি যার বিচ্ছেদনীরে, সংবাদ কে দিবে তাঁরে,
পুন কি হেরিব তাঁরে, আর কি এই জীবনেতে ॥ ৬ ॥
কালী কহে শুন সতী, করিলে তাঁর পীরিতি,
সহিতে হয় দুখ অতি, লাঞ্ছনা হয় ভুগিতে ॥ ৭ ॥

(৮৯)

জ্যৈষ্ঠমাস বর্ণনা।

রাগিণী আশাবরী—তাল যৎ।

জ্যৈষ্ঠমাসে যাতনা বাড়ে, তপনের তাপ ভারি।
তাহে তাঁর বিরহানলে প্রাণ সখি মরি মরি ॥ ১ ॥
ভয়ানক গ্রীষ্ম সখি, রবির কিরণে দেখি,
দ্বিতীয় বিরহজ্বালা, কেমনে সহিতে পারি ॥ ২ ॥
জ্যৈষ্ঠমাসে গ্রীষ্ম তেজে, নানা ফল ভারত মাঝে,
সুপক্ক হয় কাজে কাজে, গ্রীষ্মের প্রতাপ ভারি ॥ ৩ ॥
আমি সখি এ ভারতে, মোজে তাঁর প্রেম পীরিতে,
এ হেন গ্রীষ্ম তাপে, রহিলাম কাঁচা প্রেম করি ॥ ৪ ॥
দেখ সখি বিচার ক'রে, সূর্য্য তাপ সহ্য ক'রে,
বিবর্ণ ছিল যত ফল হ'ল উজ্জ্বল বর্ণ ধরি ॥ ৫ ॥
বিরহ তাপ আমি যত, জন্মাবধি সহি কত,
হয়নি কি মনেরই মত, রাখবে কত বিবর্ণ করি ॥ ৬ ॥
কালী কহে শুন কামিনী, সময় না হ'লে জানি,
বর্ণে বর্ণে নাহি মিলে, শত চেষ্টা করিলে তাঁরি ॥ ৭ ॥

———

(৯০

আষাঢ়মাস বর্ণনা।

রাগিণী খট—তাল কাওয়ালী।

আষাঢ়েতে ঘন ঘটা, হয় বারি বরিষণ।
ভেকগণ আনন্দে মেতে, বিহারে তারা নিশিদিন ॥ ১

আনন্দে ক'রে কোলাহল, জলাশয়ে উঠে গেল,
লম্ফ ঝম্ফ দিয়া তারা সুখে করে বিচরণ ॥২॥
ভেক ভাসে সুখনীরে, আমি ভাসি দুখনীরে,
এ দুখ জানাব কারে, আমি জানি জানি মন ॥৩॥
বিষম বিপদ কালে, এসে নাহি দেখা দিলে,
মরি তাঁর বিরহানলে, কেমন সে নিদারুণ ॥৪॥
দেখ সখি দেখ মনে, না হেরিলাম এ জীবনে,
কঠিন হৃদয় তাঁর, পাষাণে বেঁধেছে মন ॥৫॥
জনম বিফলে গেল, কিছু ফল না ফলিল,
পরে বা কি হয় বল, সখি না হ'ল মিলন ॥৬॥
কালী কহে রসবতী, করেছ যাঁর পীরিতি,
সে তোমার সঙ্গের সাথি, সময়ে হবে মিলন ॥৭॥

(৯১)

শ্রাবণমাস বর্ণনা।

রাগিণী ভীমপলাশ্রী—তাল একতালা।

শ্রাবণে বরষে ধারা, ঘন মেঘে গগনে।
আমার উঠে প্রেমতরঙ্গ, বহে বারি দুনয়নে ॥১॥
ধারার শ্রাবণ লোকে বলে, বুক ভেসে যায় নয়ন জলে,
হৃদয়াকাশে বিরহমেঘে, বরিষণ হয় সঘনে ॥২॥
দুরন্ত এ শ্রাবণ মাস, না পুরিল সখি মন আশ,
সে আশাতে হলেম নৈরাশ, মনের সাধ রহিল মনে ॥৩॥

কালী কহে শুন কামিনী, মনের সাধ পুরাবে জানি,
পাবে নিজ গুণমণি, ধার্য্য করা গেছে যে দিন ॥৪॥

(৯২)

ভাদ্রমাস বর্ণনা।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল একতালা।

ভাদ্র অভদ্র মাস, সংসারে ঘোষণা করে।
দারুণ তপন তাপ, গ্রীষ্মে না তিষ্ঠিতে পারে ॥১॥
সখি এ অভদ্রা মাসে, গ্রীষ্মে বুঝি প্রাণ বিনাশে,
আছি তাঁর আশার আশে, দেখবো ব'লে নয়ন ভ'রে ॥২॥
যখন এ দেহ ছেড়ে, প্রাণপাখি যা'বে উড়ে,
এ কায়া রহিবে প'ড়ে, কি ফল তাঁর এলে পরে ॥৩॥
শুন প্রাণসখি বলি, বিচ্ছেদে তাঁহারি জ্বলি,
এ জীবনে না দিল দেখা, দেখ্‌বো কি আর জন্মান্তরে ॥৪
ভাদ্রে লোকে অভদ্রা কয়, শুভকার্য্য নাহি হয়,
রাষ্ট্র এ ভারতময়, প্রাণসখি বলি তোমারে ॥৫॥
কালী কহে শুন সতী, শুভাশুভ তাঁরই স্থিতি,
করিয়াছ যাঁর পীরিতি, পাবে সময় হ'লে পরে ॥৬॥

(৯৩)

আশ্বিনমাস বর্ণনা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

আশ্বিনে আকাশে ঘন, মেঘে হয় বরিষণ।
আমি তাঁর প্রেমনীরে, ভাসি সখি নিশিদিন ॥১॥

অকূল পাথার দেখি, কেমনে পার হ'ব সখি,
সপ্তসিন্ধু না পার হ'লে, পাব কি সেই শ্রীচরণ ॥২॥
বড় আশা মনে ছিল, অভদ্রা কাটিয়া গেল,
শুভ আশ্বিনে হবে ভাল, বহিবে সুসমীরণ ॥৩॥
সুবায়ু বহিলে পরে ভেসে ভেসে বিচ্ছেদনীরে,
সাতসমুদ্র যাব পরে, তের নদী পার হয়ে পুন ॥৪॥
মিলিব সে প্রিয় সনে, বাসনা এ ছিল মনে,
গ্রহ তায় হ'ল বাদী, বৃথা হ'ল আকিঞ্চন ॥৫॥
আশ্বিনের আশা গেল, অদৃষ্ট সখি না ফিরিল,
দেখিতে দেখিতে গেল, হ'ল নিশির স্বপন ॥৬॥
বুঝি আর এ জীবনে, হেরিব না সে প্রাণধনে,
আশার পিপাসায় তার, যাবে সখি এ জীবন ॥৭॥
কালী কহে ধন্য ধন্য, তুমি সতী মহামান্য,
প্রেমপুষ্প মালা গলে, তোমারই হয় সুশোভন ॥৮॥

(৯৪)

কার্ত্তিকমাস বর্ণনা।

রাগিণী বিভাষ—তাল ঢিমেতেতালা।

কার্ত্তিকে কাতর অতি, ফাটে বুক কান্ত বিনা।
কেমনে বাঁচিব সখি, সহে না আর যাতনা ॥১॥
কার্ত্তিকে মেঘে বর্ষে বারি, সে বারির গুণ ভারি,
গজমতি মুক্তা জন্মে, আরও জন্মে রত্ন নানা ॥২॥

সে জলের দেখে গুণ, আরও জ্বলে মনাগুণ,
গুণান্বিত এ অমৃত জলে, মনাগুণ নিবিল না ॥৩॥
ভেবেছিলাম এই মনে, কার্ত্তিকে বারি বরিষণে,
নিবিবে এ বিরহানল, যাতনা আর রবেনা ॥৪॥
গ্রহদোষ না ঘুচিল, সে আশা না পূর্ণ হ'ল,
কার্ত্তিক হইল শেষ, উপায় কিছু দেখিনা ॥৫॥
এ জনমে সখি তাঁরে, দেখ্‌বো কি নয়ন ভ'রে,
বিচ্ছেদ অকূল পাথারে, পাব কি কূল বলনা ॥৬॥
বিচ্ছেদ তরঙ্গ ভারি, ভেসে ভেসে যায় ঘুরি,
বল্‌না সখি কি করি, পার হ'তে পারিব কি না ॥৭॥
কার্ত্তিক গেল গেলনা জ্বালা, কত সব আমি অবলা,
হয়েছে চিত চঞ্চলা, ধৈর্য্য সখি মানেনা ॥৮॥
কালী কহে গুণবতী, অধৈর্য্য হ'ওনা অতি,
হইলে চঞ্চলমতি, প্রেম করা সাজেনা ॥৯॥

(৯৫)

অগ্রহায়ণমাস বর্ণনা।

রাগিণী গৌরী—তাল যৎ।

অঘ্রাণের শীতে সখি, শরীর শীতল করে।
তাহে তাঁর বিরহস্বর, পশিয়াছে মম অন্তরে ॥১॥
গরল মিশ্রিত স্বর, অন্তরে করেছে ঘর,
বিষে তাঁর জর জর, থর থর অঙ্গ করে ॥২॥

সাধ করে ক'রে সাধ, অগ্রাণে পূরিবে সাধ,
সে সাধে হ'ল বিষাদ, গরলেতে প্রাণ হরে ॥৩॥
ভালবাসি আমি যারে, ভুলিয়াছে সে আমারে,
এ জনমে কি পাব তাঁরে, কিবা জন্ম জন্মান্তরে ॥৪॥
দেখ্‌না সখি দেখ্‌না তুই, জানিনা আমি তাহা বই,
তবু সে আমার হ'ল কই, এ দুখ কহিব কারে ॥৫॥
অগ্রাণমাস ফুরাইল, মনের আশা না পূরিল,
অভিলাষ না মিটিল, না হেরিলাম সখি তাঁরে ॥৬॥
কালী কহে হে সুন্দরি, হইয়াছে দুখ ভারি,
আশীর্ব্বাদ আমি করি, সময় হ'লে পাবে তাঁরে ॥৭॥

(৯৬)

পৌষমাস বর্ণনা।

রাগিণী ধুন্—তাল কাওয়ালী।

পৌষমাসেরই হিমে, হয় সখি হিমাঙ্গ।
তাহে হৃদরসাগরে উঠে, তাঁরই প্রেমতরঙ্গ ॥১॥
উঠে তরঙ্গ মহাবেগে, ভাসায় সে চারি দিকে,
পড়েছি মহা গোলযোগে, কখন ঘটে কিবা রঙ্গ ॥২॥
মনে ছিল এ ভরসা, পৌষে পুরিবে আশা,
হ'ল সে আশা নিরাশা, ভয়ে সখি কাঁপে অঙ্গ ॥৩॥
ক'রে তাঁর পীরিতি সখি, কভু না হইলাম সুখী,
জনম দুখিনী হলেম, না হইল তাঁরই সঙ্গ ॥৪॥

সাধে কি তাঁরে করি যতন, মনের সে মনোরঞ্জন,
এ জন্য তাঁর আকিঞ্চন, করি কামনা হবে সাঙ্গ ॥৫॥
আমি সখি দুষিনা তাঁরে, সকলই অদৃষ্টে করে,
সময় হইলে পরে, দেখা দিয়া করিত সঙ্গ ॥৬॥
কালী কহে কামিনী জানি, যা' কহিলে সত্য মানি,
সময়ে হয়না জানাজানি, অসময়ে বাদে রঙ্গ ॥৭॥

(৯৭)

মাঘমাস বর্ণনা।

রাগিণী কানড়া—তাল ধামার।

এল এ মাঘের মাস, সখি মানস পূরিবে।
যেরূপ হৃদয়ে গাঁথা, হেরে রূপ প্রাণ জুড়াবে ॥১॥
রূপের সাগরে তাঁর, ডুবে আছে মন আমার,
তবু মন নাহি মানে, নয়নে তাঁরে হেরিবে ॥২॥
এ আশায় নিশিদিন, করি তাঁরে অন্বেষণ,
মাঘের পূর্ণিমা পরে, কামনা পূর্ণ সখি হবে ॥৩॥
মনে ক'রে এ বাসনা, করি কত ভাবাগোনা,
দুখনিশি পোহাইল, সুখরবি উদয় হবে ॥৪॥
হ'য়ে কত আনন্দিত, হেরি তাঁর আশাপথ,
মাঘমাস হ'ল গত, আর কি সখি সে আসিবে ॥৫॥
কেন এত ছলনা করে, বল্না সখি আমারে,
দারুণ যাতনা ভুগি, মরি আমি ভেবে ভেবে ॥৬॥

তাঁরে সাজে কি এ চাতুরী, জীবনের যে অধিকারী,
আমি যাঁর আজ্ঞাকারী, যে হুকুম সে করিবে ॥৭॥
আমি এ সংসারে থেকে, সর্ব্বস্ব সঁপেছি তাঁকে,
বল্‌না সখি সে আমাকে, এত কেন জ্বালাবে ॥৮॥
আর দোষ দিবনা তাঁরে, সকলই ললাটে করে,
বিধির লিখন যাহা. সে কভু কি খণ্ডাইবে ॥৯॥
পূর্ব্বজন্ম কৃত ফলে, জনম গেল বিফলে,
প্রারব্ধ না শেষ হ'লে. কেমনে মিলন হবে ॥১০॥
কালী কহে কামিনী ধন্য, যথা কথায় করি মান্য,
সময় না হ'লে যথা, কে কোথায় পাইবে ॥১১॥

(৯৮)

ফাল্গুনমাস বর্ণনা।

রাগিণী গারা—তাল খামসা।

এল এ ফাল্গুনমাস. বহে মলয় পবন,
নানাফুল ফুটে তাহে, সুগন্ধে সখি হরে মন ॥ ১॥
গন্ধে তার মেতে মন, উচ্চস্বরে ডাকে ঘন,
কোথা নাথ কোথা নাথ, জীবনের জীবনধন ॥২॥
ফাল্গুন বসন্তকালে, আমারে না দেখা দিলে,
এ কথা কহিতে গেলে. দ্বিগুণ জ্বলে মনাগুণ ॥৩॥
সেধে সেধে কাল কাটে, তোমার মন নাহি উঠে,
কলঙ্ক রটিল হাটে, বিফলে গেল জীবন ॥৪॥
লাজ ভয় নাহি করি, হৃদয়বাসরে হেরি,
সুখেতে বিহার করি, নিশিদিন এ আকিঞ্চন ॥৫॥

মনের সাধ মিটাইতে, সাধি তোমায় বিধিমতে,
পূরাতে আমার সাধ, হয় না কি তোমার মন ।।৬।।
সাধি নানা যত্ন ক'রে, মন ভুলিবে দেখ্‌বে ফিরে,
হ'ল সে বালির বাঁধ মিছামিছি অকারণ ।।৭।।
বড় হর্ষ সাধ ছিল মনে, পূরিবে সাধ ফাল্গুনে,
ফুটিবে হৃদয়ফুল, এসে মলয় পবনে ।।৮।।
বাস প্রকাশিলে ফুলে, মলয়ের সঙ্গে মিলে,
কান্তের সদনে গিয়ে, জানায়ে দুখ বিবরণ ।।৯।।
নাসিকায় প্রবেশ ক'রে, মাতাইয়া প্রাণেশ্বরে,
নিমিষে আনিয়ে তাঁরে, উভয়ে করাতো মিলন ।।১০।।
তাহা না হইল সখি, গেল এ ফাল্গুন দেখি,
জনম দুখিনী হলেম, আর কি সখি হবে মিলন ।।১১।।
কালী কহে শুন কামিনী, পাবে নিজ গুণমণি,
সময় হইলে জানি, অসময়ে সাধ কেন ।।১২।।

(৯৯)

চৈত্রমাস বর্ণনা।

রাগ সুরট মল্লার—তাল একতালা।

বৎসর হইল শেষ, এল এ চৈত্রমাস।
সাধিলাম নানাযত্নে, বৃথা গেল বারমাস ।।১।।
আশার আশায় কাটে রাত, না এল সখি প্রাণনাথ,
এ দুখ জানাব কত, না পূরিল মন আশ ।।২।।
সেধে সাধ না মিটিল, সাধেতে বিষাদ হ'ল,
সে ত সখি না হেরিল, গেল এ চৈত্রমাস ।।৩।।

বড় সাধ ছিল মনে, বৎসরের শেষ দিনে,
হেরিব সে প্রাণধনে, দুখযাতনা হবে নাশ ॥৪॥
কই সখি সে এল কই, জানিনা আমি তাহা বই,
এ জীবন আছে মাত্র, আশার তাঁর ক'রে আশ ॥৫॥
যদি সখি সে না আসে, এ জীবন রবে কিসে,
আছে তাঁর আশার আশে, নহে এ হ'ত বিনাশ ॥৬॥
যে ভাব তাঁহারে দেখি, আমার দুখে নয় সে দুখী,
আমি বলে দেখি দেখি, মিছে করি তাঁরই আশা ॥৭॥
যত আমি তারে সাধি, ন'জনে তায় হ'য়ে বাদী,
শুনিতে না দিল তাঁরে, বৃথা গেল বারমাস ॥৮॥
বার ঘাঁটি বেড়ায় তারা, সময় মত দেয় পাহারা,
অসময়ে দেয় না ছেড়ে, ঘুরে বেড়ায় বারমাস ॥৯॥
বেধেছে সখি বিষম লেটা, বড় দুরন্ত সেই নটা,
করছে আমায় নটাপটা, কেমনে পূরিবে আশ ॥১০॥
মনের সাধ মনে রহিল, বারমাস কেটে গেল,
জনম বিফল হোল, আশাতে হলেম নৈরাশ ॥১১॥
বল্‌না সখি বল্‌না তুই, সে আমার হ'ল কই,
এ জনমের মত আর, না রহিল আশার আশ ॥১২॥
কালী কহে শুন ললনা, ব্যস্তে না পুরে কামনা,
সহিতে হয় দুখ যাতনা, তবে পুরে মনেরই আশ ॥১৩॥

(১০০)

জীবের পরমার্থ প্রীতি ।

রাগিণী টৌরী—তাল আড়াঠেকা ।

যে করে পীরিতি সই, জাতি কুল সে কি খোজে ।
লাজ ভয় করে না সে, যে তাঁর পীরিতে মজে ।।১।।
যার সঙ্গেতে মন মজে, হাড়ি ডোম সে কি বাছে,
দোষাদোষী সংসারে আছে, পীরিতে কোথায় সাজে ।।
পীরিতির নাহি জাতি, অষ্টধাতুর যেমন রীতি,
পরশ করিলে স্পর্শ, একবর্ণ হয় কাজে কাজে ।।৩।।
পীরিতি পরশ মান্য, বর্ণকে না রাখে ভিন্ন,
করে সেই একবর্ণ, বিবর্ণ কি প্রেমে সাজে ।।৪।।
কালী কহে কথা বটে, প্রেমেতে সব একচেটে,
প্রভেদ নাই প্রেমের হাটে, ভিন্নভাব সংসার মাঝে ।।৫।

(১০১)

কল্পিত জগৎ ।

রাগিণী আড়ানাবাহার—তাল একতালা ।

কল্পিত জগৎ এই, মায়ারই রচনা ।
সংসারী লোকে ভুলেনা কভু, বিনা প্রবঞ্চনা ।।১।।
মিথ্যায় জগৎ ভুলে, আছে এই কালে কালে,
সে সব কথা বলতে গেলে, বাড়ে দুখযাতনা ।।২।।
কেহ বা করিয়া ভেল, করে নাটুয়ার খেল,
উর্দ্ধে পদ নিম্নে শির, যোগ জপ করে নানা ।।৩।।

নয়ন মুদিয়া রয়, ডাকিলে না কথা কয়,
দেখে লোকের ভক্তি হয়, করে তারে যত্ন নানা ।।৪।।
কেহ করে পদসেবা, কেহ বলে খাও বাবা,
সংসারী লোকে এমনি হাবা, চাতুরী তার বুঝে না ।।৫।।
কেহ বা নয়ন মুদিয়া, ত্রিশূল কমণ্ডলু হাতে নিয়া,
লোভলাভের মালা গলে, তিলককাটা শিরে নানা ।।৬।।
দেখিলে এমন সাধু ঋষি, ভুলনা জগৎবাসী,
এরা দেয় গলায় ফাঁসি, করে নানা প্রতারণা ।।৭।।
সতর্ক থাকিবে সবে, নিকটেতে না যাইবে,
গেলে কাছে ঠকিতে হবে, যেন ভুলনা ভুলনা ।।৮।।
ধরণী প্রলয় হবে, মুক্তি এরা না পাইবে,
শেষে সর্প রূপ হবে, ভুগবে নানা যাতনা ।।৯।।
কালী কহে জানি জানি, প্রবঞ্চক সাধু যিনি,
সাধু বেশ ধরে সেই, করে নানা ছলনা ।।১০।।
অন্তরেরই সাধু যিনি, অন্তর্যামী হন তিনি,
ভূত ভবিষ্যৎ তাঁর, আগম নিগম আছে জানা ।।১১।।
সে কেন সাজিয়া সং, ভুলাবে লোকে ক'রে ঢং,
তিন লোকে তুচ্ছ জেনে, কারো সঙ্গে মিশেনা ।।১২।।

(১০২)

সাধকের প্রেমের শরীর।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল কাওয়ালী।

প্রেমের শরীর যাঁর, সে কি মরণেতে ডরে।
পতঙ্গ প্রদীপ দেখে, পড়িয়া পুড়িয়া মরে ॥১।

আমি সেই তাঁর প্রেম ক'রে, যাতনা সই ঘরে পরে,
লাজ ভয়ে কিবা করে, জীবন সঁপেছি যাঁরে ॥২॥
কুলমান সম্পদ যত প্রেমেতে সকলি হত,
চিন্তা এই অবিরত, কেমনে হেরিব তাঁরে ॥৩॥
জন্মিয়া ভারত মাঝে, তাঁহারই পীরিতে মজে,
মান অভিমান আর কি সাজে, সেরূপে লয়েছে হ'রে ॥৪॥
সংসারের নাহি আশ, তাঁর সঙ্গে করি বাস,
আছে এই অভিলাষ, মরণে কে ভয় করে ॥৫॥
যেরূপ হৃদয়ে আছে, প্রকাশ করিনা পাছে,
লোকে শুনে হাসিবে মিছে, উপহাস আরও করে ॥৬॥
সে রূপে মজিলে মন, তুচ্ছ এই ত্রিভুবন,
যেমন ভোজের বাজি, নানা রূপে খেলা করে ॥৭॥
কালী কহে কথা বটে, পীরিতে যাঁর মন পটে,
গলায় মাথা সে হাড়কাটে, এক চোপে বিনাশ করে ॥৮॥

(১০৩)

জীবের ভাবনা।

রাগিণী সিন্ধুড়া—তাল ধামার।

কেন মন বল শুনি, কর এত ভাবাগোনা।
অসময়ে পাবেনা তাঁরে, মিছে কর ভাবনা ॥১॥
করিলে কোটি যতন, ভোলে কি তাহারই মন,
বৃথা করা আকিঞ্চন, সাধিলে সাধ পূরেনা ॥২॥

বুঝে দেখ তুমি মনে, কত শত সাধুগণে,
সাধে তাঁরে বনে বনে, পূরাইতে বাসনা ॥৩॥
সে কি সে সাধায় ভোলে, পড়িয়াছে তাঁরা গোলে,
রীতি আছে কালে কালে, পায়না তাঁয় সময় বিনা ॥৪॥
কালী কহে যথা বটে, খুঁজে কে পায় ভবের হাটে,
মিছামিছি বেড়ায় ছুটে, ভোগে নানা যাতনা ॥৫॥
মৃগনাভি রেখে নিকটে, খুঁজে তাঁরে বেড়ায় ছুটে,
প্রাণ যায় তাঁর পড়ে নিকটে, আছে নিকটে জানেনা ॥৬॥
সে রূপ মানব তাঁরে, রাখি নিজ অন্তঃপুরে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে, বাহিরে খুঁজে পাবেনা ॥৭॥

(১০৪)

পরমাত্মার অষ্টাদশ সহস্র নাম।

রাগিণী যোগিয়া—তাল ঢিমেতেতালা।

অষ্টাদশ সহস্র নাম, ধর তুমি প্রাণনাথ।
যে নামে যে তোমায় ডাকে, তাহে হও হরষিত ॥১॥
ত্রিগুণ বিশিষ্ট জেনে, তিন লোকেতে বাখানে,
আদি অন্ত সর্ব্ব ভূমে, তুমি নাথ বিরাজিত ॥২॥
তোমা ছাড়া তিন লোকে, অন্যে নাহি দেখি চোখে,
ইচ্ছা এই হৃদয়ে রেখে, তুষি তোমায় মনোমত ॥১॥
নাইকো তোমার জাতি কুল, যে খোঁজে তোমায় রেখে কুল,
এ বড় বিষম ভুল, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥৪॥

কালী কহে সত্য বটে, জাতি কুল কোথা খাটে,
বিক্রি যে প্রেমেরই হাটে, হয়েছে হইয়া জ্ঞাত ॥৫॥
তারই প্রেমে যেই মজে, জাতিকুল সে ছাড়ে নিজে,
দেখে এ সংসার মাঝে, মিছামিছি গোল যত ॥৬॥
আমি যাঁর প্রেম ভিখারী, জাতি কুল তাঁর নাহি হেরি
তবে কেন বৃথা মরি, জাতি ধর্ম্ম লয়ে এত ॥৭॥

(১০৫)

জীবের বিচ্ছেদ যাতনা।

রাগিণী ছায়ানট—তাল সুরফাকতাল।

বিচ্ছেদ যাতনা নাথ, আর কত সহিতে বল।
আশায় আশায় কাল গেল, আশা না পূরিল ॥১॥
যায় কাল আসে কাল, কালেতে সে করে কাল,
রাখ্‌বে আর কতকাল, কালের বশীভূত বল ॥২॥
বিচ্ছেদযাতনা দিলে, কালের হাতে সমর্পিলে,
কাটে কাল কালে কালে, তবু দয়া না হইল ॥৩॥
হর দুখ প্রাণনাথ, পূর্ণ কর মনোরথ,
ঘুচুক এ যাতনা যত, দেখা দিয়া নাশ কাল ॥৪॥
কালী কহে সংসার বাসে, আছে সবে কালেরই বশে,
কাটে কাল কাল গিরাসে, কালে কালে যায় কাল ॥৫

(১০৬)

সাধকের সাধনা।

রাগিণী দেবগিরি—তাল খাম্‌সা।

সাধিলে সাধ পুরেনা কভু, সময় না হ'লে পরে।
অন্তরে না সাধিয়া যেবা, সাধে তাঁরে অন্তরে ॥১॥
সাধিলে অন্তর থেকে, সে তাঁরে অন্তরে দেখে,
কেমনে পাইব তাঁকে, সাধিলে কি সাধ পুরে ॥২॥
হৃদয় বাসরে যেবা, নিশিদিন করে সেবা,
হরিহর আত্মা হ'য়ে, সাধে তাঁরে যত্ন ক'রে ॥৩॥
সে তাঁর হৃদয় মাঝে, প্রকাশ সে হয় নিজে,
গোপনে থাকা আর কি সাজে, তিমির রাশি নাশিলে পরে ॥৪॥
হয় মহাগৌরবিত, হৃদয়ে হ'লে প্রকাশিত,
আনন্দের থাকেনা সীমা, প্রাণকান্তে সুখে হেরে ॥৫॥
মহাজ্যোতি হৃদয়ে হ'লে, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে,
তিন লোক দেখিতে পায়, কটাক্ষপাত করিলে পরে ॥৬॥
ভব ভয় নাহি থাকে, কাল দেখে পলায় তাঁকে,
শ্রেষ্ঠ হয় সে তিন লোকে, সুখেতে বিরাজ করে ॥৭॥
নাথের সোহাগ পায়, তিন লোক তুচ্ছ হয়,
রঙ্গরসে থাকে সে ম'জে, আর কি মজে এ সংসারে ॥৮॥
কালী কহে সত্য বটে, সে কি মজে সংসার হাটে,
প্রাণকান্ত যাঁর আছে নিকটে, সুখে নিশি ভোর করে ॥৯॥

(১০৭)

জীবের বিরহ।

রাগিণী মালশ্রী—তাল পটতাল্।

যা' হবার হয়েছে সখি, আর কি তাঁর কথায় ভুলি।
জন্ম জন্মান্তরে যাঁরে, খুঁজি দিয়া কুলে কালি ॥১॥
কলঙ্ক রটিল কুলে, কাটে কাল কালে কালে.
আশার আশায় কাল কাটালে, না ঘুচিল মনের কালি
জানিনা কি অপরাধী, নিশিদিন তাঁরে সাধি,
ইচ্ছা হয় নিরবধি, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলি ॥৩॥
জন্মাবধি যাঁর লাগি, হয়েছে মন অনুরাগী,
এ দুখ লাঞ্ছনা ভুগি, কুলে দিয়া জলাঞ্জলি ॥৪॥
অন্তরে গুমুরে মরি, প্রকাশিতে নাহি পারি,
কার যেন ক'রছি চুরী, শুনিলে লোক দিবে তালি ॥৫।
কথায় ভুলিয়া তাঁর, এ দুর্গতি হ'ল আমার,
দোষিলে কি হবে বল, অদৃষ্টেরই লেখা সকলি ॥৬॥
কালীপ্রসন্ন এই বলে, কথায় জগৎ ভুলে,
কথায় গরল উঠে, কথায় দেয় অমৃত ঢালি ॥৬॥

---

(১০৮)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী খট—তাল আড়াচৌতাল।

বল্‌না সখি সত্য ক'রে, কোথা গেলে পাই তাঁরে।
অন্বেষণ ক'রে দেখি, এ তিন সংসারে ॥১॥

তিনলোকে খুঁজিলে পরে, যদি বিধি মিলায় তাঁরে,
হেরিলে নয়ন ভোরে, দুখযাতনা যাবে দূরে ॥২॥
এ আশা করিয়া মনে, যাই তাঁরি অন্বেষণে,
সে রূপ না ভুবনে হেরি, যে রূপেতে মন হরে ॥৩॥
ক'রে বহু অন্বেষণ, না পাইলাম সে রতন,
হ'ল বৃথা পর্য্যটন, সখি না হেরিলাম তাঁরে ॥৪॥
এখন জেনেছি সখি, হৃদয়বাসরে রাখি,
ভ্রমেতে হ'য়ে বিবাগী, খুঁজেছিলাম ত্রিসংসারে ॥৫॥
সে সখি জীবনের সার, তাঁহা বিনা ত্রিসংসার,
নির্জীব হইয়া যাবে, বাঁচিবে কেমন ক'রে ॥৬॥
ব্রহ্মময় জগৎ ব'লে, ঘোষণা করে সকলে,
আমি পড়েছিলাম গোলে, না চিনিয়া আদীশ্বরে ॥৭॥
সর্ব্বভূতে বিরাজমান, সে দেখি জগতের প্রাণ,
দরশন পায়না তাঁর, সময় না হ'লে পরে ॥৮॥
অপ্রকাশ্য হৃদয়ে থাকে, সময় হ'লে দেখে তাঁকে,
নানা তীর্থে খোঁজে লোকে, নানা আড়ম্বর ক'রে ॥৯॥
কালী কহে যথা বটে, প'ড়ে লোকে ভ্রমেরই হাটে,
কি করিবে বেড়ায় ছুটে, কোথা গেলে পায় তাঁরে ॥১০॥

(১০৮)

সংসারের কারখানা।

রাগিণী যোগিয়া—তাল চৌতাল।

দেখ সখি দেখ দেখ, সংসারেরই কি কারখানা।
প্রাণনাথে ভুলাইতে, মৌখিক করে সাধনা ॥১॥
স্নান আচমন ক'রে, নানা ফুল উপহারে,
ভুলাইব ব'লে তাঁরে, আড়ম্বর ক'রে নানা ॥২॥
মুখে মন্ত্র পাঠ করে, শত নাম ধ'রে তাঁরে,
পুষ্পাঞ্জলি দেয় তারপরে, করে কত উপাসনা ॥৩॥
মুখে ভালবাসে তাঁরে, কেবা পায় ত্রিসংসারে,
মিছে কাজে মরে ঘুরে, শুষ্ক বৃক্ষে ফল ফলে না ॥৪॥
হৃদয়বাসরে তাঁরে, মনযোগে যোগ ক'রে,
যে নাহি সাধন করে, কেমনে পাবে বলনা ॥৫॥
হৃদয়বাসরে যিনি, বিরাজ করে দিবা যামিনী,
না'চিনে নিজ গুণমণি, মুখেতে যে করে সাধনা ॥৬॥
তাঁর সাধ পুরে কেমনে, প্রাণকান্তে যে না চেনে
পরিশ্রম অকারণে, বৃথা করে উপাসনা ॥৭॥
হৃদয়সিংহাসন স্থিত, প্রাণকান্ত বিরাজিত,
সাধিতে বাসনা হ'লে, শুন তবে মন্ত্রণা ॥৮॥
কামাদি পশু ছটাকে, হনন করিয়া তাকে,
সে রুধির অষ্টাঙ্গে মেখে, ত্রিবেণীর স্নান করনা ॥৯॥
শুদ্ধ হ'য়ে তার পরে, বিবেকবসন প'রে,
হৃদয়পুষ্প চয়ণ ক'রে, নাথের সদনে যাওনা ॥১০॥

সিংহাসন নিকটে গিয়া, মনে মন মিশাইয়া,
স্তবস্তুতি ক'রে তাঁরে, হৃদয়পুষ্পে পূজনা ॥১১॥
হ'য়ে সেই হরষিত, তোমাতে হইবে রত,
ঘুচে যাবে দুখ যত, রবেনা ভবযাতনা ॥১২॥
কালী কহে সত্য জানি, যে কহিলে আমি মানি,
না হ'লে আকাশবাণী, পূর্ণ হয় না কামনা ॥১৩॥
সময় না হলে পরে, কে দেয় সন্ধান কারে,
কাজে কাজে মরে ঘুরে, কি করিবে সেই জানেনা ॥১৪॥
চিরাধীন মানবপ্রথা, স্বাধীনতা পাবে কোথা,
না হ'লে সময় যথা, দৈববাণী হবেনা ॥১৫॥
দৈববাণী না হইলে, পথঘাট কে দেবে ব'লে,
রীতি আছে কালে কালে, অন্যথা এর হবেনা ॥১৬॥

(১১০)

জীবের জীবন।

রাগিণী ইমন্ ভূপালী—তাল আড়াঠেকা।

জীবনের জীবন তুমি, তোমা ছাড়া কেহ নয়।
বাসনা পুরাও মম, অদর্শনে প্রাণ যায় ॥১॥
নম নম স্বরে ডাকি, নয়ন তুলে হের দেখি,
দরিদ্র এ দীনদুখী, বিচ্ছেদানলে প্রাণ যায় ॥২॥
খ্যাত নাম চরাচরে, তব নাথ এ সংসারে,
সাধি তোমায় বিনয় ক'রে, গরিমা কোথায় ॥৩॥

রজত কাঞ্চন রাশি, ভূসম্পত্তি দাসদাসী,
সকলই ক্ষণেকস্থায়ী, নশ্বর এ সমুদয় ॥৪॥
সকলই অনিত্য কালী বলে, মিছে কেন পড়ি গোলে,
পেলে সে হৃদয় নাথে, সুখে প্রাণ জুড়ায় ॥৫॥

(১১১)

জীবের ভালবাসা ও বিরহ।

রাগিণী শ্যামকল্যাণ—তাল একতালা।

ভালবাসি ব'লে নাথ, তুমি ভালবাসনা।
কালে কালে কাল গেল, না পূরিল বাসনা ॥১॥
বিচ্ছেদ এ ভবসাগরে, ভাসিতেছি জন্মান্তরে,
কভু না দেখিলে ফিরে, মম এ দুখযাতনা ॥২॥
তুষি ক'রে যত্ন কত, পাষাণ হ'লে গ'লে যেত,
কেমন কঠিন চিত, তব নাথ জানিনা ॥৩॥
সিন্ধুনীরে ভাসাইয়ে, পাষাণে বেঁধেছে হিয়ে,
এ জনমে বুঝি নাথ, দেখা আমায় দিবে না ॥৪॥
কালী কহে যথা বটে, ভ্রমিতেছি ভবের হাটে,
কান্ত বিনা বুক ফাটে, সহ্য হয় না যাতনা ॥৫॥

(১১২)

জীবের বিরহ।

রাগিণী সাজগিরী—তাল ঢিমেতেতালা।

আমার এ দুখ যাতনা, কি হবে জানায়ে নাথ।
মিলনেরই আশা কোথা, ভাসায়েছ জন্মের মত ॥১॥

রজনী ও দিনমানে, হ'তেছি দাহ মনাগুণে,
সে দারুণ হুতাশনে, নয়ন জলে পল্লাবিত ॥ ২ ॥
তুমি ক'রে যত্ন নানা, মিছে হ'ল উপাসনা,
শুনিলে না মম যাতনা, খেদে মরি কব কত ॥৩॥
থাক থাক কালী বলে, কষ্টেতে কি কান্ত মেলে,
ইচ্ছা তাঁর না হইলে, তিমির রাশি হয় না হত ॥৪॥

(১১৩)

জীবের বিরহ।

রাগিণী হাম্বির—তাল যৎ।

প্রাণনাথ জানাব কত, মম দুখযাতনা।
দারুণ বিচ্ছেদ জালা, কত সব বলনা ॥১॥
প'ড়ে এ মায়ারই হাটে, প্রাণনাথ বেড়াই ছুটে,
এ মায়া কেমনে কাটে, তব দরশন বিনা ॥২॥
এ ভবসংসার-মাঝে, বেঁধেছে মায়া মহাতেজে,
কলুর বলদের মত, নয়ন দুটী ক'রে কাণা ॥৩॥
আষ্টে পিষ্টে মায়াবাঁধনী, টানাচ্চে এ ভবের ঘানি,
প'ড়েছি নাথ ঘোর সঙ্কটে, উপায় নাই তোমা বিনা ॥৪
কালী কহে যথা বটে, যে আসে মায়ারই হাটে,
মায়া তারে বাঁধে এঁটে, জ্ঞান বুদ্ধি আর খাটে না ॥৫॥
মায়াচক্রে পড়িলে পরে, ভুলে যায় সে প্রাণেশ্বরে,
মায়ায় হ'য়ে বশীভূত, মায়ার করে উপাসনা ॥৬॥

তবে সুসময় হ'লে, সুদর্শন জ্যোতি বলে,
নাশিবে এ মহামায়া, তিলার্দ্ধ তিষ্ঠিবে না ॥৭॥

(১১৪)

জীবের বিরহ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

যাঁর লাগি পোড়ে মন, পড়েনা সখি তাঁর মনে,
এ দুখ দারুণ দুখ, কারে কই কেবা শুনে ॥১॥
ভালবাসি আমি তাঁরে, সে কভু না মনে করে,
এ দুখ দহে অন্তরে, আমি জানি মন জানে ॥২॥
তাঁর লাগি আমি দুখী, সে কভু না ভাবে সখি,
কেমন কঠিন মন, গ'ড়েছে তাঁর পাষাণে ॥৩॥
লোকে বলে এ সংসারে, ভালবাসে যেই যাঁরে,
সে কি ভুলে থাকে তাঁরে; নাহি হেরি ত্রিভুবনে ॥৪॥
তবে কেন পড়ে না মনে, ভুলে আছে সে কেমনে,
নিশিদিন বিচ্ছেদে যাঁর, দহে মন মনাগুণে ॥৫॥
ভুলেনা সে কালী বলে, রীতি এই কালে কালে,
সময় না হলে যথা, চায়না ফিরে কার পানে ॥৬॥

---

(১১৫)

জীবের বিরহ।

রাগিণী পিলু—তাল যৎ।

এ জনমের মত সখি, ভুলিয়াছে সে আমারে।
পড়ে কি না পড়ে মনে, কেবা জানে জন্মান্তরে ॥১॥

ভালবাসি আমি ব'লে, ভাসি তাঁর প্রেমসলিলে,
সে বাস্থক্ না বাস্থক্ ভাল, ভাল আমি বাসিব তাঁরে ॥২॥
সে আমার জীবন ধন, করিব তাঁরে আকিঞ্চন,
জীবনে না বাসে ভাল, কেবা আছে এ সংসারে ॥৩॥
কালী শুনে দিল সায়, সত্য এই মিথ্যা নয়,
সে রূপে মজিলে মন, ভুলে কি আর জন্মান্তরে ॥৪॥

(১১৬)

জীবের বিরহ।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আদ্ধা।

ভালবাসি আমি যাঁরে, সে ভুলে না মনে করে।
এই কি তাঁর শিষ্টাচার, এ দুখ জানাই কারে ॥১॥
ভালবেসে আমি তাঁরে, ভাসি বিচ্ছেদরই নীরে,
ভুলিয়াছে এ জনমের মত, বুঝি সখি সে আমারে
কতদিনে পড়িবে মনে, বাঁচি সখি বল কেমনে,
বিনা তাঁর দরশন, কালেতে লইবে হ'রে ॥৩॥
যথা বলে কালী শুনে, বাঁচেনা প্রাণকান্ত বিনে,
না হ'লে মিলন তাঁর, কালেতে হরণ করে ॥৪॥

———

(১১৭)

জীবের বিরহ।

রাগিণী আশাবরী—তাল একতালা।

আমার কথা প্রাণনাথ, আছে কি মনে।
ভুলিয়া আমাকে মন, বেঁধেছে পাষাণে ॥১॥

ভুলে গেলে প্রাণ তুমি, নিশিদিন কাঁদি আমি,
নয়নেরই জলে ভাসি, তবু কি পড়েনা মনে ॥ ২
আমি চাতকিনী মত, দরশন পিপাসিত,
কর নাথ হরষিত, মিলন অমৃত পানে ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই সত্য, সকলই দেখ অনিত্য,
চিরজীবি হয় তাঁর, দরশন সুধাপানে ॥ ৪ ॥

(১১৯)

ভবের ঐশ্বর্য্য।

রাগিণী হাম্বির কেদারা—তাল কাওয়ালী।

ভবের ঐশ্বর্য্য যত, সকলই অনিত্য মন।
তবে কেন বিভু নাম, ভুল রে পামর মন ॥ ১ ॥
ধন জন দারা সুত, সংসারী সম্পদ যত,
বাল্য ক্রীড়া ধুলা খেলা, স্থায়ী নহে চিরদিন ॥ ২
নিমিষে পতন হবে, সকলই পড়িয়া রবে,
প্রাণপাখী উড়ে যাবে, মিছে কর আকিঞ্চন ॥ ৩
সে নাম সঙ্গের সাথি, তাহা বিনা নাহি গতি,
কর তাঁর স্তব স্তুতি, পথের সম্বল রে মন ॥ ৪ ॥
কালী শুনে কহে যথা, চিরস্থায়ী এই প্রথা,
এ নহে নূতন কথা, জানে সবে চিরদিন ॥ ৫ ॥

(১২০)

জীবের প্রাণধন।

রাগিণী টোরী—তাল আড়খেমটা।

তুমি আমার প্রাণধন, আমি কি বাসিনা ভাল।
তবে কেন পড়েনা মনে, ভালবেসে কি ফল হ'ল ॥ ১ ॥
ভালবাসি ভালবাসিবে ব'লে, ভালবাসা কি ভুলে গেলে,
শেষে আমায় এই করিলে, চিরদিন কাঁদিতে হ'ল ॥ ২ ॥
ভালবাসার প্রতিফল, পেলাম যা' অদৃষ্টে ছিল,
সময় হইলে ভাল, যত্ন ক'রে বাসিবে ভাল ॥ ৩ ॥
কালী কহে জানি ভাল, তাঁরে না বাসিলে ভাল,
মানবজনম নিছে, বিফলে জীবন গেল ॥ ৪ ॥

(১২১)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল ঠুংরী।

ভালবেসে প্রাণনাথ, প্রাণ সোঁপেছি।
বাস বা না বাস ভাল, তোমারই আছি ॥ ১ ॥
তুমি আমার প্রাণপাখী, হৃদয় পিঞ্জরে রাখি,
সতত তোমায় দেখি, ভালবেসেছি ॥ ২ ॥
ভাল না বাসিলে পরে, মন কেমন করে,
ভালবাসার এ কি দশা, ভালবেসে মজেছি ॥ ৩ ॥
কালী কহে বাসিলে ভাল, দুখে কাটে চিরকাল,
কভুতো বাসিবে ভাল, না বাসিলে তাঁরই আছি ॥ ৪

(১২২)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল আদ্ধা।

প্রাণনাথ দেখ আমি, তোমারই আছি।
রাখ বা না রাখ মনে, জীবন সোঁপেছি ॥ ১ ॥
তুমি না করিলে মনে, কে আছে বল এখানে,
জীবন রথের নাথ, সারথি ক'রেছি ॥ ২ ॥
তুমি আমি এক হব, চিরদিন কি ভিন্ন রব,
কুচক্রেতে কি করিবে, বাদানুবাদ মিছামিছি ॥ ৩
কালী শুনে এই বলে, সারথি রথে সে না হ'লে,
এ রথ কি কভু চলে, ছিন্ন হয় যত কাছি ॥ ৪ ॥

(১২৩)

জীবের পরমার্থ প্রেম।

রাগিণী পিলু বেহাগ—তাল ঠুংরী।

ছাড়া ছাড়ি কোথা নাথ, তোমায় আমায়।
লোকে দোষাদোষী করে, তাহে কিবা আসে যায় ॥১
তব প্রেমে মন মজে, কি করিবে লোকলাজে,
মিছে এ সংসার মাঝে, ডুবিলে কি হয় ॥২॥
হইলে তোমার মন, উভয়ে হবে মিলন,
তুমি আমি এক হব, কে রবে কোথায় ॥৩॥

কালী কহে ইহা শুনি, জীবনের জীবন তিনি,
মায়াতে আবদ্ধ জীব, না চেনে তাঁহায় ॥৪॥
তাঁর শুভদৃষ্টি হ'লে, মুক্তি পায় এ মায়াজালে,
তখনই উভয়ে মিলে, এক হ'য়ে যায় ॥৫॥

(১২৩)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী পিলু—তাল আদ্ধা।

প্রাণনাথ বলি এবে, ভালবেস আমায়।
তুমি না বাসিলে ভাল, যাইব কোথায় ॥১॥
আমি নাথ এ জীবনে, নাহি জানি তোমা বিনে,
মন প্রাণ সমর্পণ, ক'রেছি তোমায় ॥২॥
তোমারই আশ্রিত নাথ, তোমারই তো বশীভূত,
তবে কেন নিগ্রহ এত, বলনা আমায় ॥৩॥
কালী কহে দয়া তাঁর, সমভাবে সুবিস্তার,
সময় না হ'লে পরে, দেখা তাঁর কেবা পায় ॥৪॥
কেন কর মনস্তাপ, মিছে বকা এ প্রলাপ,
নিষ্কলঙ্ক সে প্রাণনাথ, কলঙ্ক স্পর্শেনা তাঁয় ॥৫॥

(১২৪)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী পিলুখাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

প্রাণনাথ রেখো মনে, ভুলনা আমায়।
তুমি আমার আমি তোমার, ছাড়া ছাড়ি নয় ॥১॥
থাকি আমি কোন কূলে, তোমায় নাথ নাইকো ভুলে
জীবনের জীবন তুমি, ভুলিব কোথায় ॥২॥
মনে বড় আছে সাধ, কভু তো পুরাবে সাধ,
ন'জনা সাধিয়া বাদ, কি করিবে তায় ॥৩॥
হইলে তোমার মন, কটাক্ষে হবে মিলন,
কি করিবে অন্য জন, বাধা দিয়া তায় ॥৪॥
কালী কহে ইহা শুনে, নাথের পড়িলে মনে,
বাধা বিঘ্ন যত আছে, সব মিটে যায় ॥৫॥

(১২৫)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী পিলু বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

প্রাণ তোমারে ভালবাসি, ভুলিতে না পারি আমি।
উভয়ে একত্রে ছিলাম, ভিন্ন নহি আমি তুমি ॥১॥
সে কথা পড়িলে মনে, রজনী কি দিনমানে,
বিচ্ছেদ অনল জ্বলে, নয়ন জলে ভাসি আমি ॥২॥

পড়েনা তোমার মনে, মরি আমি তোমা বিনে,
কর বা না কর মনে, ভাল তো বাসিব আমি ।।৩।।
কালী কহে সে কান্তমণি, জীবনের জীবন জানি,
ভাল না বেসে বাঁচে কি প্রাণী, আজ্ঞাকারী তাঁরই আমি ॥৪॥

---

(১২৬)

জীবের বিরহ।

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

এখন কি প্রাণনাথ, হয়নিকো মনেরই মত।
পড়ে না আমাকে মনে, ভুলিয়া থাকিবে কত ।।১।।
আশায় আশায় কাল কাটিল, ভুল ভ্রান্তি না ঘুচিল,
ভুলিয়া আমাকে নাথ, রবে আর বল কত ।।২।।
করিয়া কটাক্ষ পাত, মন প্রতি দেখ নাথ,
ঘুচুক্ এ দুখ যাতনা, আর দুখ সব কত ।।৩।।
কালী কহে কথা বটে, ভুল ভ্রান্তে কাল কাটে,
সময় না এলে নিকটে, নিস্ফল হয় কার্য্য যত ।।৪।।

---

(১২৭)

ভবের বাজার।

রাগিণী পিলু বেহাগ—তাল কাওয়ালী।

দেখ মন এসেছ তুমি, ভবের বাজারে।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়া, কিনিবে কি বলনা রে ॥১॥

ভবের দোকান যত, মায়াপ্রপঞ্চে সুশোভিত,
সাজিয়েছে সৌন্দর্য্য অতি, হেরিলে সে মন হরে ॥২॥
ছ' জনা দালাল আছে, সঙ্গে তাঁরা ঘুরিতেছে,
তোমাকে ঠকায় পাছে, তুমি সাবধানে চলরে ॥৩॥
তাঁদের হাতে বাঁচ্‌তে চাও, শ্রদ্ধা ভক্তিকে সঙ্গে লও,
দয়ার দোকানে তাঁরা, ল'য়ে যাবে সঙ্গে করে ॥৪॥
জীবনের বিনিময়ে, দয়া তোমায় কিনে দিয়ে,
করিবে পরম সুখী, যাবে ভব পারাবারে ॥৫॥
কালী কহে সকলই মিছে, জীবন সর্ব্বস্ব বেচে,
কেনো দয়া যত পার, কাণ্ডারী দয়া ভবসাগরে ॥৬॥

(১২৮)

পরমাত্মার রচনাকৌশল।

রাগিণী বড়হংস—তাল একতালা।

জিজ্ঞাসা করি বল্‌না সখি, চিনিস্‌ কি তাঁরে।
ন'দরজা পিঞ্জর ইটী, গড়ে কে সে কারিকরে ॥১॥
রেখেছে হীরামন পাখি, আশ্চর্য্য পিঞ্জর দেখি,
ন'দরজা খোলা সখি, তবু না পালাতে পারে ॥২॥
নিয়ম করিয়া তারে, রাখিয়াছে বন্দী ক'রে
উড়ে না যাইতে পারে, সময় না হ'লে পরে ॥৩॥
কি কৌশলে গোড়েছে খাঁচা, হরে জ্ঞান দেখে ধাচা,
নবদ্বার খোলা তার, যত দিন পাখি বাস করে ॥৪॥

মিয়াদ শেষে খাঁচা ছেড়ে, যেমন পাখি গেল উড়ে,
অকস্মাৎ দরজা যত, বন্ধ হ'ল একেবারে ॥ ৫ ॥
সে শিল্পিরে পেলে সখি, হৃদয়বাসরে রাখি,
নিশিদিন দেখি আমি, নয়ন ভরিয়া তাঁরে ॥ ৬ ॥
কালী শুনে এই বলে, কেবা না চায় তাঁরে পেলে,
হৃদয়ে দিইতে স্থান, দেখিতে নয়ন ভ'রে ॥ ৭ ॥

(১২৯)

জীবের পথের সম্বল।

রাগিণী সোহিনী—তাল আড়াঠেকা।

সংসার অনিত্য ধামে এসেছ রে মন আমার।
পুন যাবে নিত্যধামে পথের সম্বল কি তোমার ॥ ১ ॥
ছেড়ে হিংসা ক্রোধ দ্বেষ, কামাদি মায়ারই লেশ,
মানবড়াই তেজ্য ক'রে, বিভু নাম কর সার ॥ ২ ॥
পাপ পুণ্য লাভের আশা, ত্যাজ্য ক'রে এ প্রত্যাশা,
তাঁর উপরে নির্ভর ক'রে, কর স্তুতি বারম্বার ॥ ৩ ॥
ক্রমে তবে পাবে পথ, পূর্ণ হবে মনোরথ,
হইবে সামর্থ্য তব, নিত্যধামে যাইবার ॥ ৪ ॥
কালী শুনে কহে যথা, এ নহে নূতন কথা,
এ সকল না ছাড়িলে, কে পায় তাঁহারই বার ॥ ৫ ॥

(১৩০)

জীবের বিরহ ও শোচনা।

রাগিণী হেম—তাল টিমেতেতালা।

আর কত জ্বলিব নাথ বিরহ বিচ্ছেদানলে।
তোমায় ছেড়ে প্রাণনাথ প'ড়েছি বিষম গোলে ॥ ১ ॥
এ গোলের নাহি অন্ত, ভুলেছি পথ হ'য়ে ভ্রান্ত,
শেষে ক'রেছি সিদ্ধান্ত, তুমি দয়া না করিলে ॥ ২ ॥
পাব না পথ কোন কালে, চিরদিন রহিব ভুলে,
বিরহানলে মরিব জ্বলে, যাবে কাল কালে কালে ॥ ৩ ।
গোলোকধাঁধার গোলযোগে, বেড়াই ছুটে চারিদিগে,
বিচ্ছেদানল থেকে থেকে, নিশিদিন হৃদয়ে জ্বলে ॥ ৪ ॥
বিচ্ছেদযাতনা ভারি, আর সহিতে নাহি পারি,
দরশন আমি ভিখারী, রাখ্‌বে কত টেলে টেলে ॥ ৫ ॥
শূন্যে ঘোরে যে নয় জনা, ফ্যালে তারা গোলে নানা,
সঙ্গে আছে যে ছ'জনা, ছ'দিকে যাইতে বলে ॥ ৬ ॥
কত কাল রাখিবে গোলে, যথা এই কালী বলে,
সে গোল না মিটাইলে, মিট্‌বেনা গোল কোন কালে ॥

(১৩১)

পরমাত্মার প্রতি জীবের প্রার্থনা।

রাগিণী খেম—তাল যৎ।

আমাকে কেমনে নাথ, ছাড়িবে বলনা।
এক সূত্রে বাঁধা আছি, উভয়ে দুজনা ॥ ১ ॥

এ দেহ রথের জানি, সারথি তুমি গুণমনি,
চালক বিহনে রথ, চলিতে কভু শুনিনা ॥ ২ ॥
যে ক'দিন কষ্ট আছে, তোমায় নাথ দুষি মিছে,
তুমি আছ আমার কাছে, ভ্রমে তোমায় চিনিনা ॥ ৩ ॥
ভ্রমেতে ঢেকেছে আঁখি, তোমায় নাথ নাহি দেখি,
বিরহানল হৃদয়ে জ্বলে, আর যাতনা সহেনা ॥ ৪ ॥
কালী শুনে কহে জানি, সে প্রাণকান্ত গুণমনি,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠান, ভ্রমে প'ড়ে চেনেনা ॥ ৫ ॥
ভ্রমজালে রেখেছে ঢেকে, তাঁরে কেহ নাহি দেখে,
সে সকলের সঙ্গে থাকে, তিলেক সে ছাড়েনা ॥ ৬ ॥

(১৩২)

লোকাচার।

রাগিণী অহং—তাল যৎ।

ভাল মন্দ উভয়ে নাথ তোমারই আশ্রিত।
তব বন্দীয়ান দুই শিকলাবদ্ধ অবস্থিত ॥ ১ ॥
কারাবাসে যে আছে যারা, নিয়ম মত খাটে তারা,
দোষারোপ বৃথা করা, নিতান্ত এ অসঙ্গত ॥ ২ ॥
তব আজ্ঞানুসারে, উভয়েতে কার্য্য করে,
তবে কেন এ সংসারে, দোষাদোষী হয় এত ॥ ৩ ॥
যখন যাঁর সময় হবে, মন্দ ভাল কাজ করিবে,
দোষিলে দোষ না ঘুচিবে, জানি নাথ ভাল মত ॥ ৪

কালী কহে যথা বটে, দেখি এ ভবেরই হাটে,
ভাল মন্দ দুই রটে, ভ্রমের এ কার্য্য যত ॥ ৫ ॥
মানব ভ্রমেরই জালে, বশীভূত কালে কালে,
বুঝিতে না পারে ব'লে, রটায় গোল নানা মত

(১৩৩)

জীবের সংসারবন্ধন।

রাগিণী সারফরদা—তাল কাওয়ালী।

তোমায় ছেড়ে প্রাণনাথ, এ ভব কাননে এসে।
ভ্রমজালে আবদ্ধ হ'য়ে, পড়েছি মায়ারই বশে ॥ ১ ॥
ধন সম্পত্তি পরিজন, বন্ধু বান্ধব আত্মীয়গণ,
এ সকলের মোহে মন, মজিয়াছে রঙ্গরসে ॥ ২ ॥
ভ্রমেতে হ'য়ে পতিত, তোমাকে ভুলেছি নাথ,
অস্থির হ'য়েছে চিত, এ মায়া কিসে বিনাশে ॥ ৩ ॥
তুমি দরশন দিলে, মুক্তি পাই এ মায়াজালে,
নহে মায়া কালে কালে, রাখ্‌বে বেঁধে আমায় কসে ॥
কালী কহে যথা বটে, যে আসে মায়ারই হাটে,
মায়া তাঁরে বাঁধে এঁটে, আষ্টে পিষ্টে কসে কোসে ॥ ৫
তবে যখন সময় হবে, ভব খেলা ফুরাইবে,
কান্ত এসে দেখা দিবে, কাট্‌বে মায়া এক নিমিষে ॥ ৬

(১৩৪)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমেতেতালা।

প্রাণ তোমারে ভালবাসি, প্রাণের অধিক আমি।
আজন্ম তোমায় সাধি, নয়ন তুলে না হের তুমি॥
নানা যত্ন ক'রে সাধি, প্রাণনাথ নিরবধি,
যেন কত অপরাধী, তোমার নিকটে আমি॥
তবু নাথ তুমি ভুলে, না হেরিলে নয়ন তুলে,
তোমার বিচ্ছেদানলে, নিশিদিন জ্বলি আমি।
কালী কহে জানা শোনা, দরশন বারি বিনা,
এ অনল নিবিবেনা, নিশ্চয় জেনেছি আমি॥

(১৩৫)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী আড়ানা—তাল একতালা।

তোমার বিচ্ছেদে নাথ, আমার এ দুখযাতনা।
বারম্বার আসা যাওয়া, না পুরিল বাসনা॥ ১ ॥
জানি না নাথ কতদিনে, মিলন হবে দুইজনে,
বিচ্ছেদ বিষম জ্বালা, কত সব বলনা॥ ২ ॥
বিধির কি এই বিধি, আমাকে সে নিরবধি,
করিয়াছে অপরাধী, কি দোষেতে জানিনা॥ ৩।

কালী কহে দোষ মিছে, বিধির কি সাধ্য আছে,
প্রারব্ধ না গেলে ঘুচে, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ৪ ॥

---

(১৩৬)

সাধকের বিরহ।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

কেন রে দারুণ বিধি আমার সঙ্গে বাদ এত।
প্রাণনাথে আমি সাধি, তুই বাদিরে তায় সতত ॥ ১ ॥
বঙ্কিম নয়নে হেরে, আমাকে ফেলিস্ ফেরে,
ঘুরি আমি ফেরফারে, বাধাস্ এ লেটা তুইরে যত ॥২॥
চক্রান্তে ফেলিয়া মোরে, ঘোরাস্ তুই বারম্বারে,
না হেরে সে প্রাণেশ্বরে, দুখযাতনা সব কত ॥ ৩ ॥
কালী কহে সত্য বটে, চক্রান্তে সকলে খাটে,
সময় যার আসে নিকটে, বাধা বিঘ্ন কাটে যত ॥ ৪ ॥
নাথের যখন হবে মন, কটাক্ষে দিবে দরশন,
ঘুচিবে এ ভববন্ধন, বিচ্ছেদযাতনা যত ॥ ৫ ॥

১৩৭

সাধকের বিরহ।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল একতালা।

পীরিতে কি প্রয়োজন আছে সখি বল্না তাঁর।
সে যদি না থাকে বশে চিরদিন আমি যাঁর ॥ ১

গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, কলঙ্কের হার গলায় প'রে,
ভাবিনা কি হবে পরে, কেনা হ'য়ে আছি যাঁর ॥২॥
সে যদি অন্তরে থেকে, আমাকে অন্তরে রাখে,
হাসিবেক লোকে দেখে, বিচ্ছেদে জ্বলিব তাঁর ॥৩॥
সত্য এই কালী কয়, প্রেম করা সহজ নয়,
সতত জ্বলিতে হয়, সংসার অসার তাঁর ॥৪॥

(১৩৮)

সাধকের বিরহযন্ত্রণা।

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

প্রাণসখি বলগো, দেখি কি করি উপায়।
না হেরে সে প্রাণেশ্বরে, প'ড়েছি এ ঘোর দায় ॥১
সে সখি জীবনের সার, সে বিনা এ ত্রিসংসার,
হেরি সব অন্ধকার, বিচ্ছেদেরই যাতনায় ॥২॥
কালী কহে সত্য মানি, ত্রিজগতে যত প্রাণী,
সে বিনা বাঁচেনা জানি, অসময়ে কেবা পায় ॥৩॥

---

(১৩৯)

সাধকের বিরহযন্ত্রণা।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল ঠুংরী।

চিরদিন আমি যার, বিচ্ছেদযাতনা সইরে।
সে যদি না মনে করে, কিসের পীরিতি রে ॥১॥

চিরাধীন আমি যাঁর, সে যদি না হয় আমার,
কি কাজ পীরিতে তার, দুখভাগী হ'তে হয় রে ॥২॥
কালী কহে কুলবালা, সয়না যে বিচ্ছেদজ্বালা,
সে কেন করে ছলাকলা, কি কাজ পীরিতে রে ॥৩॥

(১৪০)

সাধকের পবিত্রপ্রেম।

রাগিণী পুরিয়া (রাত)—তাল তেওট।

সে আমার প্রাণধন, কে বলেরে পর।
চিরদিন যাঁর প্রেমে, অন্তরে ক'রেছে ঘর ॥১॥
কুলে জলাঞ্জলি দিয়ে, লোকের গঞ্জনা স'য়ে,
আছি তাঁর কেনা হ'য়ে, মাথায় ল'য়ে কলঙ্কভার ॥২॥
সে যদি না বেসে ভাল, থাকে ভাল সেই ভাল,
আমার কি আছে বল, কেনা হ'য়ে আছি তাঁর ॥৩॥
কালী শুনে বলে যথা, পীরিতির এই প্রথা,
না হ'লে প্রেম করা বৃথা, কি কাজ পীরিতে তার ॥৪॥

(১৪১)

প্রেমিকের একধর্ম্ম।

রাগিণী সুহা—তাল আড়াঠেকা।

তোমার তুলনা নাথ, দিতে নাই ত্রিজগতে।
তোমার প্রেমিক যত, চলে সবে এক মতে ॥১॥
প্রেমিকের এক ধর্ম্ম, যে জানে তোমারই মর্ম্ম,
ভ্রমেতে আবদ্ধ যারা, চলে তারা নানা মতে ॥২॥
সংসারক্ষেত্রে নানা ধর্ম্ম, সকলই ভ্রমেরই কর্ম্ম,
জানিলে তোমারই মর্ম্ম, পড়িত কি ভ্রমেতে ॥৩॥
যথা এই কালী বলে, পড়িলে সংসার গোলে,
মায়ামোহে যায় ভুলে, আবদ্ধ হয় ভ্রমেতে ॥৪॥
তবে নাথের দয়া হ'লে, জলাঞ্জলি দিয়ে কুলে,
ছেদন ক'রে ভ্রমজালে, মজে তাঁরই প্রেমেতে ॥৫॥

(১৪২)

পরমপিতা সর্ব্বত্র বিরাজিত।

রাগিণী শ্যাম—তাল ঢিমেতেতালা।

তব জ্যোতি ঊর্দ্ধে নিম্নে, দক্ষিণ বামেতে।
তুমি নাথ বিরাজিত, আছ সর্ব্বভূতে ॥১॥
তবে কেন পাই যাতনা, বিচ্ছেদেতে প্রাণ বাঁচেনা,
এই কি নাথ বিবেচনা, আমার ভাগ্যেতে ॥২॥

আনা যাওয়া মাত্র সার, না পাই তোমার বার,
ঘুরবো কত বারম্বার, এ মায়ার হাটেতে ॥৩॥
কালী শুনে কহে যথা, ঘোচেনা মরমব্যথা,
না হ'লে সময় যথা, বারম্বার হয় আসিতে ॥৪॥

(১৪৩)

জীবের চেতনা।

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়খেমটা।

বেলা গেল দিন ফুরাল, ভব খেলা খেল্‌বি কত।
সুজন কুজন ন'জন মিলে, বাধাচ্ছে গোল তারাই যত ॥১॥
যুক্তি ক'রে সঙ্গী ছ'জন, খেলায় খেলায় ভোলাচ্ছে মন,
বল্ কিরে কর্‌বি এখন, হ'লি রে তুই বুদ্ধি হত ॥২॥
ন'জন ছ'জন হ'ল একা, হ'লিরে তুই এক বোকা,
লাগ্‌লো তোকে ভ্যাবা চ্যাকা, বুদ্ধি বল হারালি যত ॥৩॥
কালী কহে এই সাব্যস্ত, হ'য়েছে যা' বন্দবস্ত,
চলে কি হ'লে ব্যতিব্যস্ত, চেষ্টা তার কর যত ॥৪॥

(১৪৪)

জীবের বিরহ।

রাগিণী আশাবরী—তাল যৎ।

সইরে সে যদি না বাসে ভাল, আমি কার হব বল।
তাঁহা বই আর জানিনারে, সে আমার চিরসম্বল ॥১॥

সে আমার আমি তাঁর, সে কেন ভাবিবে পর,
সম্বন্ধ আছে পরস্পর, কে বলে বাসেনা ভাল ॥২॥
আমি তাঁর কেনা আছি, মন প্রাণ সঁপিয়াছি,
লোকে বলে মিছামিছি, সে তোরে বাসেনা ভাল ॥৩॥
কালী কহে কামিনী ধন্য, ক'রে তোমায় মহামান্য,
জয়ধ্বনি দিলাম আমি, হউক তব চিরমঙ্গল ॥৪॥

(১৪৫)

জীবের মায়াবাস।

রাগিণী পুরবী—তাল একতালা।

ওরে মন এসে তুইরে, এ ভব মায়াবাসে।
মায়ামোহে মজিলিরে, সংসারেরই রঙ্গরসে ॥১॥
কাঞ্চন ত্যজিয়া কাচে, মজিলি মন তুই মিছে,
আছে শমন তোর পাছে, কখন তোরে বাঁধ্‌বে এসে ॥২
মানব জনম ল'য়ে, হেলায় বেলা যায় ব'য়ে,
অমূল্য রত্ন না চিনিলে, উপায় তোর কি শেষে ॥৩॥
এ জনম বৃথা হবে, দেখ্‌না ও মন তুইরে ভেবে,
মিছে আশা হ'ল ভবে, অমূল্য ধন পাবি কিসে ॥৪॥
সত্য এই কালী বলে, অমূল্য ধন পায়ে ঠেলে,
কাচেতে যে গেল ভুলে, কি ফল হ'ল তার এসে ॥৫॥
আসা যাওয়া সার হ'ল, বৃথা এ জনম গেল,
নিজ কান্তে না চিনিল, ঘোরে সে মায়ার বশে ॥৬॥

(১৪৬)

সাধকের অন্বেষণ ও বিরহ।

রাগিণী টোরী—তাল কাওয়ালী।

পাব কি সই সে রতন, জীবনের জীবন।
জন্মাবধি যাঁর আমি, করি অন্বেষণ ॥১॥
জনম বিফলে গেল, দরশন না হইল,
এ দুখযাতনা সইরে, বিচ্ছেদ নিদারুণ ॥২॥
আয়ুর হইল সাঙ্গ, না হইল তাঁরই সঙ্গ,
এ জনম বৃথা হ'ল, মিছামিছি অকারণ ॥৩॥
কালী কহে এই ভ্রান্ত, কভু নহে এ সিদ্ধান্ত,
না জানিয়া আদি অন্ত, মনস্তাপ অকারণ ॥৪॥

(১৪৭)

বিধির কোপ।

রাগিণী রামকেলী—তাল ঢিমেতেতালা।

বিধির কোপেতে প'ড়ে ভুগি নানা যাতনা।
করিলাম যত্ন নানা না পূরিল বাসনা ॥১॥
তাহে শত্রু মিলে ন'জনে, ন,দিকে আমায় টানে,
মরি আমি হেচ্‌কা টানে, যাতনা আর সহেনা ॥২

আমার করমফলে, প'ড়েছি এ মহাগোলে,
প্রাণনাথ আছে ভুলে, মনে ও সে করেনা ॥ ৩ ॥
কালী শুনে কহে যথা, পদে পদে শত্রু হেথা,
না হোলে সময় যথা, পূর্ণ হয় না কামনা ॥ ৪ ॥

(১৪৮)

বিষয় বিস।

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

ভুলিয়া বিষয় বিষে, মজিলি রে মন।
চিরদিন তোর কি রে, রবে এ জীবন ॥ ১ ॥
গৃহসজ্জা পরিজন, রজত কাঞ্চন ধন,
মনোহরা দ্রব্য যত নিশির স্বপন ॥ ২ ॥
শিওরে যমদূত বোসে, কখন তোরে বাঁধ্‌বে এসে,
ঘুচ্‌লনা মন তোর দিসে, শুন্‌লিনি বারণ ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই সত্য, মায়ামোহে যেই মত্ত,
খোঁজেনা যে নিজতত্ত্ব, জন্ম অকারণ ॥ ৪ ॥
অঞ্চলে মাণিক রেখে, কাঁচেতে যে ভুলে থাকে,
কেমনে সে পাইবে রে, অমূল্য রতন ॥ ৫ ॥

(১৪৯)

বাসনা বিষয়।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালী।

ওরে মন এসে ভবে, কি কাজ করিলি।
বাসনা বিষয় বিষে, মজিয়া রহিলি ॥ ১ ॥
না চিনিলি নিজ কান্তে, মতি তোর হ'ল ভ্রান্তে,
কি হবে রে শেষ অন্তে, কিছু না ভাবিলি ॥ ২ ॥
মানব জনম ল'য়ে, মায়া মোহে বশ হোয়ে,
প্রাণনাথে পাশরিয়ে, কুকাজ করিলি ॥ ৩ ॥
যথা এই কালী বলে, প্রাণকান্তে যেই ভুলে,
লোকে তারে ভ্রষ্টা ব'লে, কুলে তার দেয় কালি ॥ ৪ ॥

(১৫০)

জীবের দুই কুল নষ্ট।

রাগিণী সোহিনী তাল একতালা।

ওরে মন এসে ভবে, না চিনিলি আদি মূল।
ভ্রমে পোড়ে আপনার, হারালি দু'কুল ॥ ১ ॥
যে বংশে উৎপত্তি হ'লি, সে বংশে যদি ভুলে গেলি,
লোকে শুনে দিবে তালি, রবে কি রে কুল ॥ ২ ॥
না শুনে আমারই কথা, খেলিরে আপন মাথা,
কুলেরই গৌরব কোথা, হারাইলি মূল ॥ ৩ ॥

যথা এই কালী বলে, যে ভোলে আপন কূলে,
জন্ম জন্ম পড়ে গোলে, কেমনে সে পাবে কূল ॥ ৪ ॥

(১৫১)

জীবের মরমবেদনা।

রাগিণী কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

ভাল ভাল সেই ভাল, সেতো সইরে আছে ভাল।
মরমবেদনা মম, তারে ব'লে কি হবে বল॥ ১ ॥
চিরদিন যে সুখে থাকে, এ দুখ জানালে তাঁকে,
সে কি এসে দেখ্‌বে চোখে, দ্বিগুণ হবে দুখানল ॥ ২ ॥
আমার দুখে নয় সে দুখী, কি হবে জানালে সখি,
থাকুক্ সে চির সুখী, ভাল ভাল সেই ভাল॥ ৩ ॥
কালী কহে সে প্রাণকান্ত, অন্তর্যামী সে নহে ভ্রান্ত,
জানে সকল আদি অন্ত, তাঁরে কে জানাবে বল ॥ ৪ ॥
সময় হইলে যথা, ঘুচিবে মরম ব্যথা,
কালে কালে এই প্রথা, মনস্তাপ কেন বল ॥ ৫ ॥

(১৫২)

জীবের মিছে অহঙ্কার।

রাগিণী হাম্বির—তাল আদ্ধা।

কেন মন মিছে তুমি, কর অহঙ্কার।
সংসার অনিত্য ধামে, কি আছে তোমার ॥ ১ ॥

বুঝে দেখ ওরে মন, এ দেহ রে নয় আপন,
তখন আর আছে কি ধন, কর না বিচার ॥ ২ ॥
ষোল কড়া সকল কাণা, তবু তোর জ্ঞান হ'ল না,
কর্‌বি কত আনা গোনা, অহঙ্কারে বারম্বার ॥ ৩
কালী কহে এই সার, মহাশত্রু অহঙ্কার,
পথের কণ্টক ওরে, নিত্যধামে যাইবার ॥ ৪ ॥

(১৫৩)

জীবের মূঢ় গর্ব্ব ।

রাগিণী আহিরী—তাল আড়াঠেকা ।

ধন মান কুল শীলে, সতত গর্ব্বিত রে মন ।
জানিস্‌নারে আদি কি তোর, না হয় শরণ ॥ ১ ॥
অপবিত্র বিন্দু জলে, ল'য়ে জন্ম গেলি ভুলে,
সে সব কথা বল্‌লে পরে, কোথা রবেরে মান এখন ॥ ২
নীচ কুলে জন্ম হ'লি, কুল মান তুই কোথা পেলি,
শোন রে ও মন তোরে বলি, কেন গর্ব্ব অকারণ ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই যথা, মানবের গর্ব্ব কোথা,
অস্পর্শীয় জলে যার, এ দেহ সৃজন ॥ ৪ ॥

(১৫৪)

জীবের কুচক্র ভ্রমণ।

রাগিণী কেদারা—তাল ঢিমেতেতলা।

কুচক্রেতে প'ড়ে রে মন, দিসে হারা হ'লি !
আত্ম পর কেবা তোর, তুই না চিনিলি ॥ ১ ॥
ছ'জনার কুহকে প'ড়ে, প্রাণনাথে তুই ছেড়ে,
পরসঙ্গে রসরঙ্গে মজিয়া রহিলি ॥ ২ ॥
চিরদিন কেনা যার, কথায় ভুলে ছ'জনার,
ভ্রষ্টামতি হ'য়ে রে তুই, নিজ কান্তে হারালি ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই যথা, পায় সে মরম ব্যথা,
তাহার জনম বৃথা, কুলে সেই দেয় কালী ॥ ৪ ॥

(১৫৫)

জীবের চৌরাশীলক্ষ যোনি ভ্রমণ।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল যৎ।

বারম্বার আসা যাওয়া, ঘুচলোনা ভ্রমরেই জাল।
আর কত রবিরে গোলে, কালে কালে চিরকাল ॥ ১ ।
মায়া ঘুম ঘুমাবি কত, ভোজের বাজি দেখরে যত,
না হোলে চৈতন্য তোর,ছাড়বেনারে তোরে কাল ॥ ২

মায়ানিদ্রা ভেঙ্গে ওঠ, সূক্ষ্মপথে তুই ছোট,
তবে যাবি ঠিকানাতে, নহে তোরে ধর্‌বে কাল ॥ ৩ ॥
সত্য এই কালী বলে, কাটিলে ভ্রমরেই জালে,
সে কি আর পড়ে গোলে, সুখে তার কাটে কাল ॥ ৪

জীবের ছয় রিপু ও দশম ইন্দ্রিয়দিগের যন্ত্রনায় চেতনা।

(১৫৬)

রাগিণী সুখরাই টোরী—তাল কাওয়ালী।

ওরে মন এসে ভবে, ভাবিলিনা কি হবে তোর।
ষোল জনে যুক্তি দিয়ে, কর্‌লে তোরে নেসাখোর ॥ ১ ॥
নেসা তোর পড়্‌লো গলে, নিজ তত্ব গেলি ভুলে,
ঢাক্‌লো আঁখি মায়াজালে, মোহ নেসায় হ'লি ঘোর ॥ ২ ॥
নিজ হিত না দেখিলি, মোহমদে মাতাল হ'লি,
পুঁজি পাটা সব হারালি, উপায় কি রে হবে তোর ॥ ৩ ॥
কালী কহে এই সার, নাহিক নিস্তার তার,
মোহ মদে যে মাতাল নিশিদিন আছে ঘোর ॥ ৪ ॥

(১৫৭)

জীবের পরমার্থনির্ণয়।

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী— তাল আড়াঠেকা।

কুসম সকলে যেমন সুগন্ধ নির্মিশ্রিত।
প্রাণনাথ সেই মত সর্ব্বভূতে বিরাজিত॥ ১ ॥
সকলেরই সঙ্গে থাকে, অসময় কে পায় তাঁকে,
নাহি হেরি তিন লোকে, নিতান্ত এ অসঙ্গত॥ ২ ॥
না খুঁজিলে নিজ ভাণ্ডে, কোথা পাবে কর্ম্মকাণ্ডে,
ঘোরা সার হবে ব্রহ্মাণ্ডে, ফল হবে না ঘোর যত॥ ৩ ॥
কালী কহে জানি জানি, না হ'লে আকাশবাণী,
কেমনে পন্থা পাবে শুনি, মিছে বাক্যব্যয় এত॥ ৪ ॥
নাথের যে আছে বাসর, সে পন্থা কঠিনতর,
দৈববাণী না হ'লে যায়, কার সাধ্য ত্রিলোকে এত॥ ৫ ॥

(১৫৮)

জীবের গঞ্জনা ভোগ।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী —তাল মধ্যমান।

প্রাণ সখি বল দেখি, কেন দাও গঞ্জনা।
সে যে প্রাণে প্রাণে আছে গাঁথা, পাসরিতে পারিনা॥১॥
সে সর্ব্ব গুণে গুণান্বিত, হৃদে মম বিরাজিত,
তাঁরে কি ভোলে এ চিত, মিছা মিছি দোষনা॥ ২ ॥
সে অপরূপ রূপ, হৃদে জাগে সে স্বরূপ,
হেরিলে স্বরূপ রূপ, কালী কহে আর ভোলেনা॥ ৩ ॥

(১৫৯)

কথার ভালবাসা ।

রাগিণী মিশ্র—তাল আড়াঠেকা ।

ভালবাসা কথার কথা, ভাল যদি বাস্‌তে পারে ।
তবে কি সে ওরে মন, পুনঃ আসে ভব পুরে ॥ ১ ॥
বাসনাতে বাস্‌না দিয়ে, আশা তৃষ্ণা পোড়াইয়ে,
ভালবাসা ময় হোয়ে, ভালবাসায় মিশলে পরে ॥ ২ ॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি তাঁকে, আপন মনে মগ্ন থাকে,
হাসে কাঁদে থেকে থেকে, ভালবাসার সোহাগ করে ॥৩॥
থাকে সে রঙ্গ রসে, নিরানন্দ নাহি আসে,
রহে কি সে আপন বসে, ভালবাসার সোহাগ ভরে ॥ ৪ ॥
যথা এই কালী বলে, সত্য ভালবাসা হোলে,
তাঁরে কি আর স্পর্শে কালে, সে যায় ভব পারাপারে ॥৫॥

(১৬০)

জীব চৈতন্যের নিত্য লক্ষ্য ।

রাগিণী আশাবারি—তাল ঝাঁপতাল ।

ছাড় ছাড় ছাড় রে মন, বিষয় বাসনা ।
ভবে এলে ভুলে গেলে, নিজে কে তা' চিন্‌লেনা ॥ ১
মানিক রেখে ঘরের কোণে, ঘুরে মরো ত্রিভুবনে,
যাও তীর্থ পর্য্যটনে, চেননা রে রাংতা সোনা ॥ ২ ॥
পোড়েছ রে মেচকো ফেরে, মিছে কাজে মরো ঘুরে,
ঘুরলে কেবা পায় তাঁরে, না ঘুচিলে বাসনা ॥ ৩॥

সত্য এই কালী বলে, বাসনার বিনাশ হ'লে,
জ্ঞানালোক ভবে জ্বলে, দেখে আজব কারখানা ॥ ৪ ॥

(১৬১)

জীব চৈতন্যের মীনরূপে ভবে আগমন।

রাগিণী টোরী ভৈরব—তাল ধামার।

মীন রূপী হ'য়ে রে মন, ভবার্ণব ভবে এলে।
ভবসিন্ধু হ'তে পার, উপায় তার কি করিলে ॥ ১॥
আছে ধীবর মহাকাল, না ভাবে সে কালাকাল,
বিস্তারিছে মহাজাল, তোমারে বধিবে ব'লে ॥ ২ ॥
সেই জাল নহে জীর্ণ, কেমনে করিবে ছিন্ন,
চিন্তামণির চিন্তা ভিন্ন, পাবে কোথা দৈববলে ॥ ৩
কর মন হরিভক্তি, নিশ্চয় হইবে মুক্তি,
হবে তবে মহাশক্তি, ছিন্ন করবে মহাজালে ॥ ৪ ॥
কালী কহে যুক্তি বটে, কর ভক্তি হৃদিপটে,
পাবে মুক্তি এক মিনিটে, কি করিবে মহাকালে ॥ ৫

(১৬২)

সংসার—স্বার্থময় ভালবাসা।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

বিনা ধন বিনা স্তবে, কেবা ভালবাসে কারে।
ত্রিজগতের এই রীতি, আছে যুগ যুগান্তরে ॥ ১

ধন সুবে তুষ্ট মন, মাতাপিতা গুরুজন,
ত্রিজগতবাসী যত, দেবাসুর সুর নরে ॥ ২ ॥
কালী কহে স্বার্থ বিনা, কে করে কার উপাসনা,
লাভের আশে ভালবাসে, রীতি এই ত্রিসংসারে ॥ ৩ ॥

---

(১৬৩)

সংসার—স্বার্থ সেবা।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

ধন মন দিয়া রে মন, যতন করিতে হয়।
বিনা ধন বিনা সুবে, ত্রিভুবনে কেউ কার নয় ॥ ১ ॥
দারা সুত গুরুজন, দেবতাদি ঋষিগণ,
ধন সুবে সন্তোষ মন, বিনা সুবে কে কারে চায় ॥ ২ ॥
কালী কহে সারাৎসার, ত্রিজগৎ স্বার্থপর,
বিনা স্বার্থে কেবা কার, গায় গুণ জয় জয় ॥ ৩ ॥

---

(১৬৪)

সংসার—স্বার্থ অন্বেষণে দিবা অবসান।

রাগিণী পুরবী—তাল আড়াঠেকা।

এলে পারে ভবের হাটে, হাট করিতে বেলা হ'ল।
কেনা বেচা কি করিলে, মিছা কাজে দিন ফুরাল ॥ ১ ॥
ছ'জন দিল যুক্তি জুটে, দেখছিরে তোর বিপদ ঘটে,
এই ছ'জনে নিবেরে লুটে, হাট করা তোর ঘুরিয়ে দিল ॥২॥

হীরে দিয়ে জিরে নিলে, কাঞ্চন বেচে কাঁচ কিনিলে,
তা'দের কথায় ভুলে গেলে, কেনা বেচায় ঠকা হ'ল ॥৩॥
প'ড়েছ মন ঘোর সঙ্কটে, বৃথা এলে ভবের হাটে,
লাভে মূলে গেল ঘেটে, ভেবে কি আর হবে বল ॥৪॥
এখন ব'সে ভাবছো মিছে, হাটের বেলা ব'য়ে গেছে,
এখন কি আর সময় আছে, পারে যাবার বেলা হ'ল ॥৫॥
ভু'লিয়ে মন অর্থ ছাড়া, ধর হরিনামের খাঁড়া,
কেটে তবে যমের বেড়া, যাবে পারে ভয় কি বল ॥ ৬ ॥
কালী কহে সে ভবের তরি, বিপদ ভঞ্জন হরি,
অজামিল সে নাম স্মরি, ভবসিন্ধু পার হ'ল ॥ ৭ ॥

(১৬৫)

জীবের মনের কথা।

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

সইরে সই মনের কথা, মনই জানে বলবো কি।
যার রূপের আলো দেখতে ভাল, মন ভুলিল ক'রবো কি।
রবি শশী যাঁর আলোয় আলো, ত্রিজগৎ করেছে আলো,
সে রূপে সই রে মন ভুলিল, মনের দশা করবো কি ।। ১ ।
সে লুকিয়ে থাকে আমায় দেখে, খুঁজে দেখা পাইনা তাঁকে,
সে মারছে উঁকি থেকে থেকে, দিচ্ছে আমায় ফাকি জুকি ॥২॥
এবার ধরা পেলে তাঁরে, রাখবো প্রেম কারাগারে,
যত্ন ক'রে পায়ে ধ'রে, হৃদে রেখে হব সুখী ।। ৪ ।।

কালী কহে রে কুলবালা, এসেছ খেলতে ভবখেলা,
এখন কিরে প্রেমের খেলা, ভব খেলা রেখে বাকি ।। ৫ ।।

(১৬৬)

জীবের আশাপথ ।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা ।

এস নাথ আশাপথ, চেয়ে আছি আশা ক'রে ।
আশা দিলে ভুলে গেলে, এলেনারে এলেনারে ।। ১ ।।
তুমি মম প্রাণ ধন, হৃদয় রঞ্জন মন,
কেন কর বঞ্চিত প্রাণ, আশা দিয়ে এ দাসীরে ।। ২ ।।
মনে ছিল বড় আশা, পাব তোমার ভালবাসা,
করবো কত রং তামাসা, তোমায় নিয়ে হৃদবাসরে ।। ৩ ।।
সে সাধে সাধিলে বাদ, আশাতে হ'ল বিবাদ,
না ঘুচিল অপবাদ, দোষাদোষী ঘরে পরে ।। ৪ ।।
কালী কহে কুলবতী, হ'য়োনা চঞ্চলা মতী,
মেটে কি করম গতি, সময় না হ'লে পরে ॥ ৫ ॥
অদৃষ্ট রেখা যদি মিটিত, রামচন্দ্র কি বনে যেত,
মৃগ দেখে না ভুলিত, কি সাধ্য রাবণ সীতা হরে ॥ ৬ ॥

(১৬৭)

জীবের প্রার্থনা।

রাগিণী আড়ানা বাহার—তাল একতালা।

এস এস প্রাণনাথ, হৃদয় বাসরে এস।
হৃদাসন পাতা আছে, সুখে এসে তাহে ব'স ॥১॥
তব রূপে মন হ'রেছে, অন্যে কি আর মনে যাচে,
যত দেখি সকল মিছে, পুরাও নাথ মনের আশ ॥২॥
তোমা বই এ ত্রিভুবনে, অন্যে কি আর ধরে মনে,
রেখ নাথ শ্রীচরণে, পাদ পদ্মে দিয়ে বাস ॥৩॥
কালী কহে এই নীতি, সে চরণে যাঁর মতি,
পায় সে পরম গতি, ভব দুঃখ হয় নাশ ॥৪॥

(১৬৮)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী সাজগিরী—তাল একতালা।

এত ভালবাসা বাসী, কেন রে সই বল তাঁরে।
সে কি ভুলে ভালবেসে, দেখে এসে সে তোমারে ॥১॥
সে যদি ভালবাসিত, তবে কিরে না আসিত,
কেন এত দুঃখ হ'ত, আর ভালবাসবো না সইরে ॥২॥
সে যে অতি নিদারুণ, নিঠুর কঠিন জন,
ভালবাসা সে কেমন, জানেনারে জানেনারে ॥৩॥

ছল চাতুরী যাঁর ধর্ম্ম, করে যে এ নিজ কর্ম্ম,
ভালবাসার যে কি মর্ম্ম, সে কি তাহা হৃদে স্মরে ॥৪॥
কালী কহে গুণবতী, যে গুণে ত্রিলোক স্থিতি,
তাঁর প্রতি এই উক্তি, যুক্তিযুক্ত নহে রে ॥৫॥

(১৬৯)

জীবের প্রেমের ঘর।

রাগিণী রাজবিজয়—তাল আড়াঠেকা।

বড় সাধে প্রাণ সই রে, গ'ড়েছি প্রেমেরই ঘর।
সে ঘরে কে রবে সই রে, ভালবাসা বিনে আর ॥১॥
সাজিয়েছি ঘর পঞ্চ ফুলে, দশটী আলো দিচ্ছি জ্বেলে.
নয়টী দ্বার রেখেছি খুলে, আস্‌বে ব'লে প্রাণেশ্বর ॥২॥
আর সেই প্রেমালয়ে, পাষণ্ড ছ'টা ছিল শুয়ে,
দিছি তাদের যমালয়ে, করেছি ঘর পরিষ্কার ॥৩॥
ভাবছি এবে বসে বসে, তবু ত সে নাহি আসে,
শূন্য প'ড়ে আছে সই রে, এত সাধের প্রেমবাসর ॥৪॥
কর্‌লাম এত কারিগুরি, না খাটিল জারিজুরি,
হ'লাম পথের ভিখারী, বল কি উপায় আর ॥৫॥
কত সে ছলনা জানে, থাকে ছিদ্র অন্বেষণে,
চাহেনা সে আমার পানে, কি দশা হ'ল আমার ॥৬॥
কালী কহে রে ললনা, এ জন্যে করে ছলনা,
বাকি যার ভোগবাসনা, কেবা পায় সে প্রাণেশ্বর ॥৭॥

(১৭০)

জীবের অন্তিম ভাবনা।

রাগিণী হাম্বির—তাল ঝাঁপতাল।

কি ভাবছ বসে হেথা এসে, ভাবলে কি রে হবে আর।
দিনে দিনে দিন ফুরাল, উপায় কি রে করলে তার ॥১॥
ছিলেরে কোথা এলেরে হেথা, ভেবেছ কি সে সব কথা,
যাবে রে মন বল কোথা, তুমি কার কে তোমার ॥২॥
হ'য়েছে মনে এ ধারণা, এসেছ রবে আর যাবেনা,
ভুলেও কি রে মনে করনা, পশ্চাতে ব'সে যমচর ॥৩॥
কাল ব্যাঘ্র মহা গর্জ্জনে, হুঙ্কারিছে সে ঘনে ঘনে,
সময় হ'লে সে গ্রাস করবে, শুনবে না রে মানা কার ॥৪॥
এ সোণার কায়া প'ড়ে রবে, ছেড়ে কায়া যেতে হবে,
আর কি রে সে কায়া পাবে, উপায় কি রে করলে তার ॥৫॥
এ সোণার ঘড়ি জুড়ি গাড়ি, মান সম্পদ টাকা কড়ি,
এ খেতাব পাওয়া বাহাদুরী, প'ড়ে রবে সব তোমার ॥৬॥
আপন আপন যাঁরে কর, ভূতের বোঝা ব'য়ে মর,
সে তোমার হবে পর, ভেবেছ কি একবার ॥৭॥
ধন মদে মত্ত হ'লে, পর নিন্দায় গোলে গেলে,
আত্মতত্ত্ব না খুঁজিলে, কার তুমি রে কে তোমার ॥৮॥
কালী কহে রে সে পরামার্থ, যে খোঁজে রে নিজ তত্ত্ব,
সে মন হৃদয়ে স্থিত, চরণে প্রণাম তাঁর ॥৯॥

(১৭১)

চৈতন্য—সিন্ধুস্বরূপ। জীবচৈতন্য—বিন্দুস্বরূপ

রাগিণী কেদারা—তাল একতালা।

ছিলে সিন্ধু হ'য়ে বিন্দু, এলে এ মরু জগতে।
কিসের গরিমা তোর, কি গৌরব মনেতে ॥১॥
ছিলে বা কি হ'লে বা কি, সে ভাবনা ভাবনা কি,
দেখ্‌ছ সকল ফাঁকি ঝুকি, তবু মর গুমরেতে ॥২॥
দেখে এ সব ফক্কিকারী, তবু কর জারিজুরী,
যাই বুদ্ধির বলিহারী, ভুলেছ কি লোভেতে ॥৩॥
ছিলে যাঁর প্রাণে প্রাণে, বঞ্চিত হ'য়ে সে রতনে,
সে দুঃখ কি হয় না মনে, ভুলেছ রে কি সুখেতে ॥৪॥
কালী কহে সেই কথা, যাঁর মনে আছে গাঁথা,
পায় সে মরম ব্যথা, সে কি সুখী এ জগতে ॥৫॥

(১৭২)

জীবের মন হরণ।

রাগিণী হাম্বির কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

যে রূপে হ'রেছে মন, দিয়াছি এ মন যাঁরে।
সে রূপেতে বাঁধা মন, কেমনে পাশরি তাঁরে ॥১॥
সে যে জীবনের জীবন, হৃদয় রঞ্জন মন,
বিনা মূল্যে মন প্রাণ, দিয়াছি বাঁধা যাঁরে ॥২॥

মনে হ'লে সে ছবি আঁখি, বিরলে বসিয়া দেখি,
প্রেমধারা বহে আঁখি, কেঁদে কেঁদে ডাকি তাঁরে ॥৩॥
এস এস প্রাণনাথ, কেন রে নিদয় এত,
হ'য়েছে প্রাণ ওষ্ঠাগত, বাঁচিবেনারে বাঁচিবেনারে ॥৪॥
কালী কহে এ উচিত, সে রূপে মজিলে চিত,
রহে কি তাঁর হিতাহিত, নিশিদিন কেঁদে মরে ॥৫॥

(১৭৩)

তরু—ভক্তের মহিমা।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

ধন্য রে তরু ধন্য তুমি, এ মহীমণ্ডলে।
হয় রে বিবেক জ্ঞান, তব গুণ হেরিলে ॥১॥
তোমা হেন তরু দাতা, গ'ড়েছে পরম ধাতা,
দিয়া পুষ্প ফল দাতা, অসীম কৃত কৌশলে ॥২॥
নিজে ভোগ নাহি ক'রে করে দান অকাতরে,
না জানি এ গুণ তরু, পেলেরে কি পুণ্য ফলে ॥৩॥
নাহি বাছ সাধ চোর, সম ভাবে দান কর,
তুমি হেন দাতা তরু, বিরল এ মহীতলে ॥৪॥
ত্যজ্য করি ভোগ লালসা, যে পূরায় পরের আশা,
ভূমণ্ডলে তাঁরই আসা, ধন্য ধন্য কালী বলে ॥৫॥

(১৭৪)

জীবের মনের কথা।

রাগিণী ভীম পলাশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

বলবো কি মনেরই কথা, মনেতে মিশাইয়ে গেল।
সে কথা কি আছে মনে, যে কথা দু'জনে ছিল ॥ ১
কত সোহাগ যত্ন করে, আশা দিয়া ছিলে মোরে,
মিলন হইলে পরে, দু'জনে রব চিরকাল ॥ ২ ॥
ছিল পণ এ দুজনে, সে নির্জ্জন বিজন বনে,
ভুলেছ কি আছে মনে, সে আশা ফুরায়ে গেল ॥ ৩
কালী কহে হে সুন্দরী, সে তোমার তুমি তাঁরি,
কেন সতী মনভারী, মিছামিছি কর বল ॥ ৪ ॥

(১৭৫)

পরমপিতার প্রেম।

রাগিণী ইমন ভূপালী—তাল আড়াঠেকা।

যত ভালবাস তুমি, বাসতে কি তা' পারি আমি।
তোমারই তো ভালবাসা, তোমারই আশ্রিত আমি ॥ ১ ॥
নিদ্রিত কি জাগরণে, রজনী কি দিনমানে,
তব ভালবাসা মনে, অন্য নাহি হেরি আমি ॥ ২ ॥
মীন যেমন বারি বিনা, এক দণ্ড সে বাঁচেনা,
তব ভালবাসা বিনা, কেমনে বাঁচিব আমি ॥ ৩ ॥

কালী কহে এই সিদ্ধান্ত, ভালবাসা তাঁর নাহি অন্ত,
ভ্রমে যে জন হ'য়ে ভ্রান্ত, বলে ভালবাসি আমি ॥ ৪ ॥

(১৭৬)

জীবের গর্ব্বিত মন।

রাগিণী আলাহিয়া - তাল আড়াঠেকা।

কেন এমন শুন রে ও মন, গরিমা রে হোল তোর :
মুখে অমৃত, গরল গর্ব্ব, অন্তরেতে পূর্ণ তোর ॥ ১ ॥
মুখে দেখাস্ প্রেমের ভাণ, অন্তরে তোর নাহি টান,
দেখ্‌লে রে তোর আস্ফালন, লজ্জা করে বলতে মোর ॥২॥
ছল চাতুরী আড়ম্বরে, ভালবাসা জানাস্ তাঁরে,
লোকালয়ে বেড়াস্ ঘুরে, প্রেমাবেশে হ'য়ে ঘোর ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মাদি শিব যাঁরে, ধ্যানে না পায় বেড়ায় ঘুরে,
হাড়ের মালা গলায় প'রে, কোমরে আঁটা কপনী ডোর ॥৪॥
তুই মুখে দেখাস্ ভালবাসা, অন্তরে তোর মানের আশা,
এই কি রে তোর প্রেম পিপাসা, বিষয় মদে আছ ঘোর ৫
তোর হৃদয় পূর্ণ ছল চাতুরী, তুই কি প্রেমের অধিকারী,
কেন সাজ প্রেম ভিখারী গণিকাব্রত হ'ল তোর ॥ ৬ ॥
সত্য সত্য এই কালী বলে, ত্রিজগৎ যাঁর কৃত কৌশলে,
তাঁরে কে ভুলাবে ছলে, শুনে হাসি পায় মোর ॥ ৭ ॥

(১৭৭)

জীবের চঞ্চল মন।

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

মন তুমি চঞ্চল অতি, উন্মাদ গজেন্দ্র গতি।
হারিলাম তোমারই কাছে, দেখে তব রীতি নীতি ॥
কভু ধাও স্বর্গ মণ্ডলে, কভু গমন রসাতলে,
কভু ঘোর ভ্রমণুলে, এই তো তোমার ভাবগতি ॥ ২
কভু ইচ্ছা সিংহাসনে, কভু বাসনা কুশাসনে,
ক্ষণে হয় মনে মনে, সংসারেতে কষ্ট অতি ॥ ৩ ॥
কভু বল যোগ সাধিব, ত্রিবেণীতে স্নান করিব,
গুপ্ত রত্ন উদ্ধারিব, সংসার অসার অতি ॥ ৭ ॥
কভু বল তীর্থে যাব, সাধু শক্ত সঙ্গ পাব,
সংসারে বৈরাগী হব, গায়ে মেখে বিভুতি ॥ ৫ ॥
ধৈর্য্য ধর ওরে মন, বশে আন নিজ মন,
তবে রে হবে সাধন, লাভ কি রে মেখে বিভুতি ॥ ৬
কালী কহে ধন্য তাঁয়, মন যাঁর বশে রয়,
ত্রিলোকে সে জয়ী হয়, পদে তাঁর নমস্তুতি ॥ ৭ ॥

(১৭৮)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এস মন মোহিনী এস, কত তোমায় ভালবাসি।
তবু কেন মিছামিছি, কর প্রিয়া দোষাদোষী ॥১॥

(১৭৮)

জীবের বিরহ।

রাগিণী ঝিঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এস মনোমোহিনী এস, কত তোমায় ভালবাসি।
তবু কেন মিছামিছি, কর প্রিয়া দোষাদোষী ॥১॥
ছিল পণ দুইজনে, সে নির্জ্জন গহন কাননে,
প্রকাশিবেনা অন্য জনে, এ অমূল্য রত্নরাশি ॥২॥
রেখ রে সতীত্ব ধর্ম্ম, ক'র ব্রত নিজ কর্ম্ম,
এই তো রমণী ধর্ম্ম, যত্নে রেখ দিবানিশি ॥৩॥
হ'ওনারে ভ্রষ্টমতি, লোকে বল্বে রে অসতী,
হইবে দুর্গতি অতি, লোকালয়ে হাসাহাসি ॥৪॥
সে প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলে, সতীত্ব ধর্ম্ম হারাইলে,
কুলকলঙ্কিনী হ'লে, তবু আমায় কর দোষী ॥৫॥
নির্জ্জনে বসে দু'জনে, যে কথা ছিল গোপনে,
ভুলে গেলে রে কেমনে, কর্ম্ম দোষে হ'লে দোষী ॥৬॥
তবু দেখ বিধুমুখী, তিলার্দ্ধ না ভুলে থাকি,
চোখে চোখে তোমায় রাখি, কত আমি ভালবাসি ॥৭॥
কালী কহে গুণমণি, তুমি না বাসিলে জানি,
কেমনে বাঁচিবে প্রাণী, এ তিন জগৎ বাসী ॥৮॥
তুমি না রাখিলে চোখে চোখে, কে বল কাহারে দেখে,
ত্রিজগৎ মরিত দুঃখে, কে গাইত গুণরাশি ॥৯॥

(১৭৯)

জীবের ভবকাননে আগমন।

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

ভবকাননে এলে রে মন, মহাফল লাভের আশে।
বন্ধু ছ'জন ক'রে যোগাযোগ, জুটলো তারা সঙ্গে এসে।
হয় না তারা সঙ্গ ছাড়া, মন্ত্রবলে কর্‌লে ভেড়া,
তাদের কথায় নড়াচড়া, ভুলে গেলে রঙ্গরসে ॥২॥
হ'লে তাদের পুতুল ক্রীড়া, দড়ি বেঁধে দেয় নাড়াচাড়া,
তবু তোর হ'লনা সাড়া, জ্ঞান হারালে কুহক বশে ॥৩॥
বনে মহাফল নিতে এলে, মাকাল ফলে মন মজালে.
সময় তোর ব'য়ে গেলে, আর কি সময় ফিরে আসে ॥৪॥
সাধ নিজ মন্ত্রবল, কুহক যাক্ রসাতল,
লাভ হবে রে মহাফল, সুখে যাবে নিজ দেশে ॥৫॥
কালী কহে যথা কালে, নিজ মন্ত্র না সাধিলে,
সে কি পায় মহাফলে, ভবকাননে মিছে আসে ॥৬॥

(১৮০)

জীবের সঙ্গ।

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

সহোদর [illegible] বন্ধু ক'জন, মন সঙ্গে মিলে।
সংখ্যাতে একুশটী ল'য়ে, এক গৃহে প্রবেশিলে ॥১॥

সে ঘর অতি মনোহর, কি সুন্দর গঠন তার,
পুলকিত হয় অন্তর, হেরে জ্ঞান সে কৌশলে ॥২॥
সে ঘরে ন'টী দ্বারদেশ, গ'ড়েছে সুন্দর বেশ,
গৃহিগণ সব সুখে রবে, সে ঘরে বসতি হ'লে ॥৩॥
ভোগ সুখ যা' জগতে আছে, দ্বারে দ্বারে বিরাজিছে
আনন্দ ধরেনা মনে, সৌন্দর্য্য তার হেরিলে ॥৪॥
পাঁচ ভাই দশ সহচরী, বন্ধু ছ'জন সঙ্গে করি,
প্রবেশিলাম সেই পুরী, কত আনন্দ কোলাহলে ॥৫॥
সে ঘরে সুখে বাস করি, সঙ্গে সখা সহচরী,
কভু না মনেতে স্মরি, নষ্ট হবে কোন কালে,
কালের কুটিল গতি, আছে এই চির নীতি,
আমি অতি মূঢ়মতি, ভাবিনারে একদিন ভুলে ॥৭॥
ক্রমে ঘরে নোনা ধ'রে, দিল তারে জীর্ণ ক'রে,
বাস করা ভার হ'ল সে ঘরে, কখন তারে দিবে ফেলে ॥৮॥
ঘরের দেখে ভগ্ন দশা, বন্ধুদের নাই ভালবাসা,
সখীদের নাই ভোগ লালসা, চমকে উঠে বল্‌তে গেলে ॥৯॥
সহোদরগণ জড়বত, দেখ্‌ছি বিপদ ঘনীভূত,
হবে ধূলায় ধূসরিত, সোণার ঘর ক্ষণকালে ॥১০॥
নিজ মন্ত্র না সাধিলাম, মায়ামন্ত্রে মুগ্ধ হ'লাম,
বৃথা এ জনম নিলাম, গেল জীবন বিফলে ॥১১॥
মায়ামন্ত্রে যে দীক্ষিত, সে কি ভাবে হিতাহিত,
কালী কহে এ নিশ্চিত, মঙ্গল নাই তার কোন কালে ॥১২॥

(১৮১)

জীবের সম্বোধন ও প্রার্থনা।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

আছি নাথ চেয়ে পথ, আস্‌বে ব'লে আশা ক'রে।
প্রাণসখা দাওহে দেখা, দেখি তোমায় নয়ন ভ'রে ॥১॥
বাসনা এ মনে মনে, বসায়ে হৃদি সিংহাসনে,
পূজি নাথ ঐ পদ, হৃদয় ফুল তুলে করে ॥২॥
কালী কহে ভাগ্য বলে, প্রাণনাথ তোমায় পেলে,
তুচ্ছ ক'রে আমি কালে, রব দু'টী চরণ ধ'রে ॥৩॥

(১৮২)

জীবের প্রার্থনা।

রাগিণী বাহার বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

এস প্রাণ প্রাণে প্রাণে, হৃদে হৃদে গেঁথে রাখি।
হৃদয়েরই ধন তুমি, নয়ন ভ'রিয়া দেখি ॥১॥
আমি জনম দুঃখিনী, নাথ চির বিরহিণী,
কাঁদি দিবাযামিনী, ধারা বহে দুই আঁখি ॥২॥
তুমি রে জীবন ধন, অভাগীর চিরদিন,
এস এস প্রাণেশ্বর, এ জনমের মত দেখি ॥৩॥
কালী কহে বিরহিণী, যথার্থ রে তুমি জানী,
যে হেরে সে গুণমণি, ত্রিজগতে হয় সুখী ॥৪॥

নাথের সোহাগ পায়, ভব ভয় ঘুচে যায়,
চিরদিন সুখে রয়, ভয় পায় কাল দেখি ॥৫॥

---

(১৮৩)

জীবের মিনতি।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

এস প্রাণ প্রাণেশ্বর, হৃদয়েরই ধন এস ;
দুঃখিনী বিরহে মরে, দেখা দাও একবার এস ॥১॥
জনম অভাগী ব'লে, মনে কি রে হয়না ভুলে,
আমার এ অন্তিম কালে, এস নাথ একবার এস ॥
এ জনমের মত যাই, প্রাণনাথ বিদায় চাই,
জন্মান্তরে দিওরে ঠাই, ঐ পাদপদ্মে আশ ॥৩॥
কালী কহে কি হবে ভেবে, নিশ্চয় তাহারে পাবে
য ভাবে যে ভাবে তাঁরে, পুরায় তাহারই আশ।

জীবের বিচ্ছেদাবস্থা।

রাগিণী সরপারদা—তাল আড়াঠেকা।

বিচ্ছেদ অকূল পাথারে, ডোবে বুঝি এ দেহ তরি।
একবার এস প্রাণনাথ, চোখের দেখা দেখে মরি ॥১॥
সে সাগরে উঠে তরঙ্গ, খেল্‌ছে ক'রে নানা রঙ্গ,
ক'রছে তারা কতই ব্যঙ্গ, জনমের মত ডোবে তরি

সোঁ সোঁ শব্দে বহে ঝড়, করছে নৌকা তোলপাড়,
ডাকছে আকাশ কড়কড়, করছে খেলা চপলাসুন্দরী ॥৩॥
এ নৌকা খানি ক্ষণেক কালে, মগ্ন হবে অতল জলে,
প'ড়েছি সঙ্কটানলে, এস নাথ একবার হেরি ॥৪॥
তোমার কাছে এ ভিক্ষা চাই, জন্মের মত দেখে যাই;
জন্মান্তরে পাই কি না পাই, ঐ শ্রীপাদ পদ্মতরি ॥৫॥
কালী কহে হে সুন্দরি, তুমি যাঁর প্রেম ভিখারী,
সময় হোলে সে তোমারি, অসময় দেখা কে পায় তাঁরি ॥৬॥

(১৮৫)

জীবের বিচ্ছেদাবস্থা।

রাগিণী আশাবরী—তাল একতালা।

না জানিয়া কেন তাঁরে, দিয়াছি রে মন প্রাণ।
ভালবাসার কিবা আশা, জিজ্ঞাসেনা আছ কেমন ॥১॥
পাষাণ সমান জন, সাধিলে ক'রে আকিঞ্চন,
না দেয় উত্তর কোন, মৌন রয় নিশি দিন ॥২॥
প্রাণ সোঁপে সে অপ্রেমিকে, পোড়েছি বিষম পাকে,
ঘুরছে মাথা থেকে থেকে, ওষ্ঠাগত হোল প্রাণ ॥৩॥
কালী কহে হে সুন্দরি, কতশত বিদ্যাধরী,
আসি এই ভবপুরী, ক'রে যত্ন নিশি দিন ॥৪॥
তবু কি তাঁরা পায় তাঁরে, জন্ম জন্মান্তরে ঘোরে,
সময় না হ'লে পরে, পাবে কোথায় অমূল্য ধন ॥৫॥

(১৮৬)

জীবের অনুরোধ।

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

অনুরোধ কেন রে মন, বারম্বার মজিতে বল,
অবলা বধিবে ব'লে, পেতেছে যে জন মায়াজাল ॥১॥
পেতে যে জন মায়া জালে, বোসে থাকে অন্তরালে,
আমাকে বধিবে ব'লে, স্বভাব যাঁর চিরকাল ॥২॥
তাঁর সঙ্গে প্রেম করা, আকাশের চাঁদ ধরা,
অসম্ভব এ আশা করা, কালে কালে যাবে কাল ॥৩॥
সে প্রেমেতে কিবা ফল হবে, কাঁদিয়া জনম যাবে,
দেখ্ না রে মন মনে ভেবে, কালে কালে কাল গেল ॥৪॥
কালী কহে যথা কথা, যে দেয় মরম ব্যাথা,
তাঁর সঙ্গে কিসেরই কথা, সে প্রেমে কি লাভ বল ॥৫॥
যে [illegible]কৃত কৌশলে, অবলা বধিবে ব'লে,
ব[illegible] আছে অন্তরালে, পাতিয়া মায়ার কল ॥৬॥

(১৮৭)

চন্দ্রের স্তব।

রাগিণী বাহার বসন্ত—তাল চৌতাল।

লও চন্দ্রমা লও উপহার, কোটি কোটি নম নম।
এ জগতে গুণ যশে, কেবা আছে তোমা সম ॥১॥

গৃহিগণ এ সংসারে, তব তিথি যোগ ধ'রে,
তপ জপ ব্রত করে, সিদ্ধি লাভে মনস্কাম ॥২॥
অমানিশি হোলে পরে, কত তাঁরা তোমায় স্মরে,
কত ক্ষণে পুনঃ হেরে, হবে ব'লে সিদ্ধকাম ॥৩॥
পেলে তব দরশন, ব্রত যাঁর আছে যেমন,
করে তাঁর উদযাপন, আনন্দে পূর্ণ ধরাধাম ॥৪॥
পুণ্য আশে গৃহিগণ, দীনহীনে করে দান,
বন্ধুগণে সম্ভাষণ, করে আদর অবিরাম ॥৫॥
তুমি নিশাকর নিশিযোগে, মনের আনন্দ অনুরাগে,
দাও আলো সংসারী লোকে, কারো বেশি নয় রে কম ॥৬॥
দারিদ্রের পর্ণকুটীরে, ধনী নির্ধন রাজপুরে,
দিচ্ছ কিরণ ঘরে ঘরে, তবগুণ যে অসীম ॥৭॥
নাই কোন স্পৃহা আশা, জগতে দিচ্ছ ভালবাসা,
জগজ্জন ক'রে প্রশংসা, করে তোমায় নম নম ॥৮॥
তুমি চন্দ্র বাসনাশূন্য, এ জগতে মহামান্য,
কেবা আছে তোমা হেন, গুণ যশে রে অসীম ॥৯॥
শশী তোমায় জিজ্ঞাসি, এ অসীম গুণরাশি,
কে দিল রে ভালবাসি, কত গুণে সে অসীম ॥১০॥
হে সুধাকর তোমায় শুধাই, যাঁর গুণের সীমা নাই,
জিহ্বা অশক্ত শক্তি নাই, গাই গুণ গান নাম ॥১১॥
সে আছে তব অন্তর বাসে, কিবা আছে বাহির দেশে,
কিবা রহে দূরদেশে, বল তাঁর নাম ধাম ॥১২॥
সে অসীম গুণ হেরি, যাঁহার বিরহে মরি,
জীবন সফল করি, ঘোচে রে ত্রিতাপ মম ॥১৩॥

কালী কহে যুক্তি বটে, সে রূপে যাঁর মন পটে,
সে কি ভোলে কৃত্রিম পটে, জপতপ সে রূপ নাম ॥১৪॥

(১৮৮)

সূর্য্যস্তব।

রাগিণী ভৈরবী— তাল ধামার।

প্রভাত সমীরণে, ফুটেছে কুসুম গেঁথেছি হার।
লও প্রভাকর উপহার, করি তোমায় নমস্কার ॥১॥
তব রবি অসীম গুণ, বর্ণিতে লেখনী শক্তিহীন,
মুহুস্বরে কহে সে জন, তুমি দেব মূলাধার ॥২॥
তব আকর্ষণে দিবাকর, ধরণী হ'য়েছে ধীর,
না হইলে এ সংসার, হইত সব হাহাকার ॥৩॥
তব কিরণে দিনমণি, হ'য়েছে চাঁদ মহামানী,
জগৎ তাঁরে ধন্য জানি, করে ভক্তি নমস্কার ॥৪॥
নহে চন্দ্র ছিল সে কাল, তোমার আলোতে হ'য়ে আলো,
এ জগতে দিচ্ছে আলো, পাচ্ছে ভক্তি সমাদর ॥৫॥
সাধু সন্ত যোগিগণ, তোমা ধ'রে করে সাধন,
লাভ আশে সিদ্ধি ধন, করে ভক্তি হে ভাস্কর ॥৬॥
তুমি হ'লেরে হরষিত, করিবে তাঁদের হিত,
এ আশায় তাঁরা নিয়মিত, করে ভক্তি নমস্কার ॥৭॥
হে রবি তোমার গুণ, জগজ্জনে দিচ্ছ কিরণ,
ইতঃ বিশেষ নাই রে জ্ঞান, পর্ণকুটীর রাজমন্দির ॥৮॥

হে সূর্য্য তুমি আশাশূন্য, এ জগতে মহানাম্ন,
জগৎ দিচ্ছে ধন্য ধন্য, করি তোমায় নমস্কার ।।৯।।
জিজ্ঞাসি হে দিনমণি, কার গুণে তুমি হেন গুণী,
কোথা সেই গুণমণি, বল বল হে দিবাকর ।।১০।।
সে পূর্ণ জ্যোতি গুণমণি, যাঁর গুণে হ'লে দিনমণি,
আমি দুঃখিনী বিরহিণী, হেরি রূপ সে মনোহর ।।১১।।
সে তব অন্তরে আছে, কিবা বাহিরে বিরাজিছে,
কি সর্ব্বত্র সে গুপ্ত আছে, বল হেরি সে আদীশ্বর ।।১২।।
তবে ঘুচে সে মরম ব্যথা, যে রূপ এ মনে গাঁথা,
যায় রে ত্রিতাপ বাধা, ভব দুঃখ হয় দূর ।।১৩।।
হালী কহে হে সুন্দরি, প্রিয়জনের প্রয়োজনে ঘুরি,
মরম বেদনা ভারী, হৃদে চাপা গিরীবর ।।১৪।।

(১৮৯)

জীবের ভালবাসা।

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা।

কেন ও বিধুবদনী, কেন প্রিয়া এত মান।
ভাল তোমায় বাসি আমি, প্রাণের অধিক প্রাণ ॥১॥
বলেছিলাম ভালবেসে, যাচ্ছো প্রিয়া পরবাসে,
পরের সঙ্গে থেকনা মিশে, পরের কথায় দিওনা কান ॥২॥
পরের কথা যে শোনে কানে, প্রাণ যায় তাঁর হেচকা টানে,
এ কথা রে জেনে শুনে, ভুলে গেলে মজালে মন ॥৩॥

ভালবেসে ছাড়িনা সঙ্গ, দেখছি তোমার রীতি রঙ্গ,
করিলে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ, ডাকলে সাড়া পাইনা প্রাণ ॥৪॥
চোখ্ থাকৃতে হ'লে কানা, ডাকাতেরে ডাক শোননা,
আমি নিত্য করি আনা গোনা, তবু প্রিয়া মান অভিমান ॥৫॥
কালী কহে জানি নাথ, কটাক্ষে ত্রিলোক স্থিত,
এ খেলা তোমারই যত, রমণী তো সরল প্রাণ ॥৬॥
রমণীর আরাধ্য দেবতা, তোমা বই আছে কোথা,
সে পেয়ে মরম ব্যথা, করে মান অভিমান ॥৭॥

(১৯০)

সেবকের মলিন-বদন।

রাগিণী দেবগিরি—তাল একতালা।

কেন মনোমোহিনী বল, মলিন চারুবদন।
কেশ দাম জটাজূট জীর্ণ শীর্ণ তনু ক্ষীণ ॥১॥
অকালে যোগিনী বেশ, কেন কর যোগাভ্যাস,
ঘোর কেন দেশ বিদেশ, কার রূপে হরেছে মন ॥২॥
ক'র শ্রম পর্য্যটন, নানা তীর্থ দরশন,
ক'রে কি হেরিলে সে জন, যার জন্যে যোগসাধন ॥৩॥
অসময়ে যোগিনী হোলে, মনকে বশ না করিলে,
বৃথা পথ শ্রম পেলে, মিছে তীর্থ দরশন ॥৪॥
মনকে যে জন বশে আনে, রত্ন পায় সে ঘরের কোণে,
সে কি ঘোরে তীর্থ দরশনে, কটাক্ষে হেরে ত্রিভুবন ॥৫

কেন সুন্দরি না বুঝে সুজে, অকালে যোগিনী সেজে,
ঘোর তুমি বাজে কাজে, পরিশ্রম অকারণ ॥৬॥
কালী কহে কাজে কাজে, সহজে কি মন বোঝে,
তা'হোলে কি বাজে কাজে, ঘোরে লোক নিশিদিন ॥৭॥
তোমারই তো মহিমা নাথ, তোমারই খেলা যত,
অন্যে কেহ নহে জ্ঞাত, ত্রিজগৎ বাসিগণ ॥৮॥
যা'কর সকলই সাজে, তুমি সর্ব্বে সর্ব্বা নিজে,
শোভা পায় ত্রিলোক মাঝে, তুমি রে জীবন ধন ॥৯॥

(১৯১)

পুষ্পের স্তব।

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল চৌতাল।

হে কুসুম অসীম গুণ, কিবা রূপ মনোহর।
নিজ গুণে ফুট কাননে, কি সুন্দর কি মনোহর ॥১॥
ফোট তুমি নিশাকালে, কি সুন্দর দেখায় ডালে,
গৃহিগণ তুলে সকালে, করে আদর সমাদর ॥২॥
হে কুসুম তোমারই বাসে, জগজ্জন ভালবেসে,
দেবতাকে দিয়ে তোষে, করে পূজা দেবতার ॥৩॥
দীন হীন সাধু ঋষি, রাজা প্রজা কি সন্ন্যাসী,
যতেক জগৎবাসী, তোমার করে সমাদর ॥৪॥
হে কুসুম তোমায় খোঁজে, সকল উৎসব শুভকাজে,
তুমি গেলে রে সভামাঝে, সভা হয় সুন্দর ॥৫॥

উৎসবী লোকে ফুল পেয়ে, মহানন্দ মনে হ'য়ে,
উৎসব কার্য্য সেরে নিয়ে, করে ফুলে যত্নাদর ॥৬॥
রজনী প্রভাত হ'লে, বাশী ফুল তাঁরা ব'লে,
হতাদরে দেয় ফেলে, ফুরালে আদর তার ॥৭॥
তখন ফুল হাসি হাসি, কহে হে প্রিয় জগৎবাসী,
এক দিবা এক নিশি, ছিলাম আমি কি সুন্দর ॥৮॥
দিবারাত্র পোহাইল, সৌন্দর্য্য সুগন্ধ গেল,
সকল আশা ফুরাইল, এখন আমি হতাদর ॥৯॥
দেখ দেখ দেখ মনে, এ দশা ঘটিবে জনে জনে,
রজনী কি দিনমানে, যে দশা ঘটিল মোর ॥১০॥
সোণার কায়া বিবর্ণ হবে, দেখে লোকে ভয় পাবে,
বাহির করিয়া দিবে, ক'রে তখন হতাদর ॥১১॥
ধূলায় ধুসরিত হবে, তখন কোথায় এ তম রবে,
দেখ জগজন মনে ভেবে, কিসের গরিমা কর ॥১২॥
কালী কহে রে কুসুম, তব গুণ রে অসীম,
না জানি সে কত অসীম, পেলে তুমি এ গুণ যাঁর ॥১৩॥
বিচিত্র মহিমা তাঁর, ভাঙ্গা গড়া কারবার,
হতবুদ্ধি হয় নর, হেরিয়া কৌশল যাঁর ॥১৪॥
হে কুসুম ধৈর্য্য ধর, ত্রিজগৎ রে নশ্বর,
অন্তিমে স্মর আদীশ্বর, এ অসীম মহিমা যাঁর ॥১৫॥

(১৯২)

সাধকের মরমব্যথা।

রাগিণী যোগিয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রাণসখি ব'লবো রে কি, মরমে মরম ব্যথা।
মন প্রাণ দিয়াছি যাঁরে, সে কেন রে কয়না কথা ॥১॥
সে দুঃখে দহে জীবন, বুকে বিধেছে শেল হেন,
বিরলে কাঁদি নিশিদিন, বিষম লেগেছে ব্যথা ॥২॥
সে বিষম বিষেরই শেলে, হৃদি জলে মরি জলে,
বুঝি সখি হরে কালে, সে আমার আছে কোথা ॥৩॥
অন্তিমে বলি দেখি দেখি, সে আশে বেঁচে আছি সখি,
আমি অভাগী জনম দুঃখী, স্বপ্নের মত কই দুটী কথা ॥৫॥
জন্মান্তরে ক'রো হে দয়া, পদতলে দিও হে ছায়া,
এই অনুরোধ রেখ নাথ, এই মোর শেষ কথা ॥৫॥
কালী কহে রসবতী, যথার্থ রে তুমি সতী,
না হ'লে কি হয় এ মতি, নারী ধর্ম্মের এই প্রথা ॥৬॥

(১৯৩)

জীবের মরমব্যথা।

রাগিণী বাগেশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

মরমে মরমব্যথা, যাঁর ব্যথা সেই জানে।
অন্যে কি জানিবে সোইরে, ব্যথার ব্যথিত বিনে ॥১॥

না জেনে ক'রে কুকাজ, হৃদয়ে হানিছে বাজ,
প্রকাশিতে হয় লাজ, পাছে লোকে হাসে শুনে ॥২॥
সে বজ্রানল জ্বলে অন্তরে, বুঝি দেহ ভস্ম করে,
ভয়ে প্রকাশিনা কারে, পুড়ে মরি সে হুতাশনে ॥৩॥
না বুঝে এ কুকাজে মজে, লাজ ভয় লোক মাঝে,
প্রকাশিনা কাজে কাজে, গুমরিয়া মরি প্রাণে ॥৪॥
তবু সে ফিরে না চায়, কেন সে আমারে না চায়,
এতো বিধান বিধি নয়, কে কবে শুনেছ কাণে ॥৫॥
কালী কহে কামিনী শুন, মিছে প্রলাপ বকো কেন,
অদৃষ্টের এ লিখন, মনোবেদনা রাখ মনে ॥৬॥
এ সকল কর্ম্মফল, মিছে কেন কর গোল,
আসিলে সময় ভাল, পাবে সেই প্রাণধনে ॥৭॥

(১৯৪)

জীবের অবোধমন।

রাগিণী আড়ানা—তাল আড়াঠেকা।

কেন রে অবোধ মন, প্রবোধ মাননা।
দশ দিক ধায়াধায়ী, আমার কথা শুননা ॥১॥
ওরে মন না হ'লে বশ, তপ জপ সবই নাশ,
লোকালয়ে অপযশ, তবু কথা মাননা ॥২॥
যাগ যজ্ঞ আদি যত, ধর্ম্ম কর্ম্ম, আদি ব্রত,
সকলই রে ভূতাগত, তোমারই সহায় বিনা ॥৩॥

তব লাগি ভ্রষ্টমতি, হ'ল রে মন এ দুর্গতি,
ঘুচলোনা রে কুপ্রবৃত্তি, চোখ থাকিতে হ'লুম কাণা ॥৪॥
ঘরের কোণে সোণা ফেলে, রাংতাতে মন ভুলে গেলে,
এ কুল ওকুল সব হারালে, ভাবছ কিরে সে ভাবনা ॥৫॥
কালী কহে এসে হেতা, যে ভোলে সে আদি কথা,
এ ভবে তাঁর আসা বৃথা, যাঁর মনের ধাঁ ধাঁ ঘোচেনা ॥৬॥

(১৯৫)

মনের মত সম্ভাব।

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ধরাধামে এসে রে মন, হ'লিনা মন মনের মত।
তা' হলে কি দুখযাতনা, হ'ত রে মন আমার এত ॥১॥
যদি রে মন হ'তে বশ, না রহিত দ্বেষাদ্বেষ,
হ'ত রে আনন্দ অশেষ, সুখভোগ হ'ত কত ॥২॥
হ'য়ে রে মন এক মন, সাধিয়া সে প্রাণ ধন,
কটাক্ষে ভুলায়ে মন, করিতাম তাঁরে বশীভূত ॥৩॥
তবে কি রে হ'ত দুঃখ, ঘুচিত রে এ ভবদুঃখ,
হ'ত রে অপার সুখ, মহানন্দ বিরাজিত ॥৪॥
যথা এই কালী বলে, মনের মত মন না হ'লে,
দিন যায় তাঁর গোলেমালে, হয় দুঃখযাতনা কত ॥৫॥

(১৯৬)

বায়ুর স্তব।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল

হে অনিলদেব লও উপহার, মম নমস্কার।
তব গুণ দয়া দেব, এ সংসারে সুবিস্তার ॥১॥
তব নাম জগৎ প্রাণ, জগতের বাঁচাও রে প্রাণ,
বারি বিনা মরে মীন, তোমা অভাবে মরে নর ॥২॥
মীন বাস করে জলে, নরের বসতি স্থলে,
তব দয়া কৃপা বলে, নহে সব হ'ত নশ্বর ॥৩॥
হে সমীর তুমি দাতা, তোমা হেন আছে কোথা,
গায় গুণ যশ যথা, তব দেব এ সংসার ॥৪॥
তব দান হে সমীরণ, সমভাবে বিতরণ,
রাজা মহারাজ দীন, একভাবে সকলের ॥৫॥
তোমার অসীম গুণ, নিশিদিন কর দান,
মনে নাই আশা কোন, কিবা বাসনা তোমার ॥৬॥
প্রফুল্ল মনে হে মরুৎ, জগতের কর হিত,
নহে মরিত এ জগৎ, ক'রে সব হাহাকার ॥৭॥
হে মরুৎ উষাকালে, চল তুমি হেলে দুলে,
তব সুবাতাস পেলে, ফুটে কলি হয় সুন্দর ॥৭॥
মালঞ্চ ফুলে করে আলো, সে গন্ধে হ'য়ে আকুল,
নাচে এ বিহঙ্গকুল, গায় গান সুমধুর ॥৯॥
তুমি ল'য়ে সেই বাসে, ছড়াইলে আশে পাশে,
মাতাইয়া দাও বাসে, কি সুন্দর কি মনোহর ॥১০॥

জলযান জলে চলে, সে সব পড়িলে গোলে,
তুমি বায়ু সুবায়ু দিলে, সে সকল হয় উদ্ধার ॥১১॥
কভু মূর্ত্তি ধ'রে প্রচণ্ড, কর হে প্রলয়কাণ্ড,
জগৎ কর লণ্ড ভণ্ড, ভয়ে ভীত হয় অন্তর ॥১২॥
বল বিক্রম তোমার দেব, জগতে প্রচার সব,
করি তোমায় নম স্তব, বক্তব্য কিছু আছে মোর ॥১৩॥
হে দেব তোমায় জিজ্ঞাসি, এ অসীম গুণরাশি,
কে দিল রে ভালবাসি, কহ দেব কি নাম তাঁর ॥১৪॥
প্রকাশিয়া বল মোরে, কোথা সে বসতি করে,
বাস তব অন্তঃপুরে, কিবা দূরদেশে ঘর ॥১৫॥
সে মহাগুণান্বিত জন, যাঁর গুণে হে পবন,
পেলে এত যশ মান, কোথা সেই গুণাধার ॥১৬॥
যাঁর লাগি আজীবন, করি আমি অন্বেষণ,
কোথা সেই প্রাণধন, জীবনের জীবন মোর ॥১৭॥
দশদিক তুমি ধাও, আমায় সঙ্গে ক'রে লও,
যেদিকে তাঁহারে পাও, করাও দরশন তাঁর ॥১৮॥
কৃতজ্ঞ তোমার রব, দরশনে প্রাণ জুড়াব,
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিব, জন্ম মৃত্যু হবে দূর ॥১৯॥
কালী কহে যথা বটে, এ সুযোগ তাঁরই ঘটে,
সময় যার আসে নিকটে, নহে ঘোরাঘুরি সার ॥২০॥
ইঙ্গিতে প্রলয় স্থিতি, যাঁর আছে এ শকতি,
দেখছে সকল রীতি নীতি, সময় হ'য়েছে যার ॥২১॥
কটাক্ষে খোলে গুপ্তদ্বার, সে হেরে নিজ প্রাণেশ্বর,
আনন্দে হ'য়ে বিভোর, সর্ব্ব দুঃখ হয় দূর ॥২২॥

(১৯৭)

জীবের মনের দুঃখ।

রাগিণী আলাহিয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রাণসখি ব'লবো রে কি, মনের দুঃখ মন জানে।
জন্মাবধি কাঁদি আমি, বহে বারি দু'নয়নে ॥১॥
বিরহে তাঁর প্রাণ যায়, তবু তো রে সে ফিরে না চায়,
কেন সে আমারে কাঁদায়, মরি মরি আমি প্রাণে ॥২॥
সেজন কেমন জন, হৃদয় সম পাষাণ,
সে কঠিনে দিয়ে মন, বধে সে আমারে প্রাণে ॥৩॥
কালী কহে হে কামিনী, মিছে হও অভিমানী,
তাঁর দয়া বিনা প্রাণী, বাঁচে কি রে ত্রিভুবনে ॥৪॥
সে যদি না চায় ফিরে, কে কারে বাঁচাতে পারে,
পড়িত সঙ্কট ঘোরে, মরিত সকলে প্রাণে ॥৫॥

(১৯৮)

সাধকের বিরহযন্ত্রণা।

রাগিণী মিশ্র—তাল কাওয়ালী।

যতন করিতে তাঁরে, যে যাতনা আমায় দিলে।
সে দুঃখ হৃদয়ে জাগে, ভাসে বুক আঁখি জলে ॥১॥
কত যত্নে সাধি তাঁরে, কিছুই না মনে ধরে,
তাঁরও সে দোষে আমারে, রয়ে বয়ে অন্তরালে ॥২॥

কালী কহে যথা কথা, অসাধ্য সাধন বৃথা,
সময় না হ'লে যথা, সাধিলে কি ফল ফলে ।।৩।।

(১৯৯)

সাধকের বারবার সাধনা।

রাগিণী ভূপালী—তাল একতালা ।

কেন মন বারে বারে, সাধিতে রে বল তাঁরে ।
জন্মজন্মান্তরে সাধি, তবু সে না দেখে ফিরে ॥১॥
যে নিজ গুমরে রহে, সাধিলে না কথা কহে,
মিছে সাধাসাধি তাহে, আর আমি সাধবো না তাঁরে ॥২॥
যেজন ক'রেছে পণ, বধিতে মম জীবন,
কখন কি হয় মিলন, কি কাজ মন সেধে তাঁরে ॥৩॥
যে মানেনা বেদ বিধি, মিছে কেন তাঁরে সাধি,
ক'রে মোরে অপরাধী, বধিবে নিশ্চয় মোরে ॥৪॥
কালী কহে হে ললনা, তাঁহারই সাধন বিনা,
ত্রিজগতবাসী হত, কেমনে তিষ্ঠিতে পারে ॥৫॥

(২৪০)

নদীর মহিমা।

রাগিণী কুকুভ---তাল তেওট।

হেরে নদী তব গুণ, আনন্দ মনে ধরেনা।
নিশিদিন কর দান, করনা রে ভোগবাসনা ॥১॥
সাধু শান্ত ঠগ চোর, ভূচর খেচর নর,
সমভাবে দান কর, সৎ অসৎ বাছনা ॥২॥
তব দ্বার অবারিত, হেরে সুখী এ জগৎ,
গায় গুণ গান কত, করে যশ ঘোষণা ॥৩॥
হেন গুণ কোথা পেলে, বল কার কৃত কৌশলে,
সে প্রকাণ্ড কি থাকে বিরলে, সে জন কেমন জনা ॥৪॥
কোথা সেই মহাজন, হেরিয়া জুড়াই মন,
জনম সফল হয়, ঘোচে ত্রিতাপ যাতনা ॥৫॥
কালী কহে বিষম সমস্যা, না ঘুচিলে বাল্য দশা,
অসম্ভব এই আশা, কখন্ন নয়রে সম্ভাবনা ॥৬॥
বালিকা পুতুল খেলে, যুবতী কি খেলায় ভোলে,
স্বামী সহ রহে বিরলে, প্রেমখেলা খেলে দু'জনে ॥৭॥

(২০১)

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

করিলে মন কোটি তীর্থ, মনের ভ্রম ঘুচ্‌লোনা।
নিজ মন্দিরে মহাতীর্থ, সে তীর্থ তো করলেনা ॥১॥
করিলে সকল মৃতাতীর্থ, যা'তে নাই সার পদার্থ,
দেহি দেহি কেবল অর্থ, বুঝে ওরে মন্ বুঝলেনা ॥২॥
সজীব তীর্থ রেখে ঘরে, মরা তীর্থে মর ঘুরে,
প'ড়েছ বিষম ফেরে, তীর্থ করা তোর হ'লনা ॥৩॥
কালী কহে যথা বটে, সজীব তীর্থ রেখে ঘটে,
ঘুরে মরে তিন খুটে, কি করিবে সে জানিনা ॥৪॥
যদি সুসময় হ'ত, ঘরের কোণে রত্ন পেতো,
তবে কি সে তীর্থে যেত, পূর্ণ হ'ত কামনা ॥৫॥
কর্ম্মফল বাকি যাঁর, অবশ্য খাটনী তাঁর,
না খেটে কি করে আর, খাটে হ'য়ে হন্তা কাণা ॥৬॥

(২০২)

সাধকের মহিমাস্তব।

রাগিণী দেবগান্ধার—তাল ঝাঁপতাল।

ধন্য সাধুবর ধন্য, চরণেতে নম নম।
জীবের মঙ্গল হেতু, লইলে জনম ॥১॥

ত্যাজ্য করি লোভ লালসা, জগতে তোমারই আশা,
জীবে দিতে ভালবাসা, ধন্য ধন্য তোমায় নম ॥২॥
সকলে ভাব সোদর, কারে নাহি বল পর,
তব গুণ রে অপার, ধন্য ধন্য তোমায় নম ॥৩॥
এলে বিলাইতে দয়া, ধারণ করিলে কায়া,
নাশিতে এলে মোহমায়া, ধন্য ধন্য তোমায় নম ॥৪॥
কখন বিরলে রও, কখন প্রকাশ হও,
জীবে উপদেশ দাও, ধন্য ধন্য তোমায় নম ॥৫॥
যথা তব পদ যায়, সে আলোয় পবিত্র হয়,
শোক তাপ দূরে যায়, ধন্য ধন্য তোমায় নম ॥৬॥
কালের তুমি নয় বশ, কাল তব হয় বশ,
গায় গুণ গান যশ, ধন্য ধন্য তোমায় নাম ॥৭॥
কালী কহে সে জন ধন্য, যে হয় স্পৃহাশূন্য,
দিই তাঁরে মহামান্য, চরণে তাঁর নম নম ॥৮॥
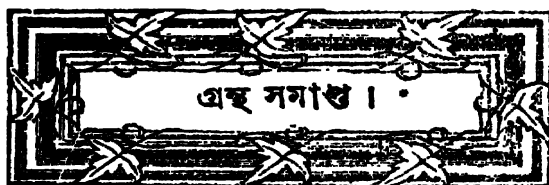
PARAMARTHA
SANGITA RATNAKAR

OR

Appropriate religious songs arrranged in the form of instruction for human beings.

BY

MOULVI BILAYET HUSSAIN

Member, Central Text-Book Committee, Bengal.

—o—

PUBLISHED BY

HARISH CHANDRA DATTA.

Professor of Oriental Languages to Foreigners, Author of the Philological Science, Author of Suphysm in India, Author of the Treatise on the Science of Hindu Music & Sangit Tansen, &c., &c.,

Price—Re 1. Only.

To be had at:—4, Hyat Khan's Lane, Calcutta, & 43, Sankaritola Lane, to the publisher.

OPINIONS OF THE PRESS

AND

OF EMMINENT AUTHORITIES.

REVIEWS AND ACKNOWLEDGMENTS.

PARAMARTHA SANGITA-RATNAKARA.

THE BENGALI.

January 21, 1893.

The collection of Bengali songs comes from the pen of Maulvi Vilayet Hossain, who has evinced considerable poetic power and mastery over the Bengali language.

THE NATIONAL GUARDIAN.

19th December, 1892.

Another Mahommedan as a Bengali Poet—Mir Mosaruf Hossain, the author of *Bishada Sindhu* is no longer without a rival in the field of Bengali Poetry. The contributions of Maulvi Vilayet Hossain are productions of a

superior order, and the Mahamedan gentleman is deserving of all praise, both as a poet and as one writing Bengali in the old chaste Vidyasagar style.

INDIAN MIRROR.

6th October, 1894.

UNDER the above name, Babu Harishchandra Datta has published a collection of songs, composed in Bengali by Maulvi Vilayet Hossein (of Sealdah), otherwise known as "Kali Prasanna." These songs are full of spiritual fervour, and some of them breathe original ideas. As the compositions of a Mahomedan gentleman, they are remarkable for the purity of their diction, and do much credit to his literary powers.

INDIAN MIRROR.

27th July, 1894.

THIS little volume of 119 pages, containing 157 religious songs, composed by a Mahomedan gentleman of considerable merit, who has got the title of "Kali Prasanna", on

account of his rare gift, is a valuable addition to our Bengali literature. The spirit of devotion and tolerance, which only can leaven all discords between different religionists, is the most prominent feature of this book, and it is seldom our lot to find a Mahomedan gentleman displaying such a mastery of the Bengali language, and at the same time affording ample testimony to fervent piety and poetical genius.

MAHAMMADAN OBSERVER.

25th October, 1894.

WE have received a well written and neatly printed book entitled "Paramartha-Sangita-Ratnakara" or "Jiber Prati Sara Upadesha", the production of Maulvi Vilayet Hossain of Sealdah. The Maulvi appears to possess poetic genius of no mean order, and it is certainly creditable for a Mussalman to write flowing verses in chaste Bengali. The poems—we might properly call them sonnets—breathe a sweet blend of religion and catholicity. There are however some crudities, which we are prepared to excuse in a new aspirant to literary fame and which, we make no doubt, will "rough out" in time.

HOPE,

2nd September, 1894.

The *Paramartha-Sangita-Ratnakara* is a collection of religious songs by Maulvi Vilayet Hossain. The book contains more than 140 songs, the majority of which, coming as they do, from the pen of a Mahomedan gentleman, evinces a command over the Bengali tongue and a spirit of Hindu devotion that speak highly for the catholicity and the culture of his mind. The get-up of the book is neat and the price cheap. It can be got for Re. 1 of the publisher at 4 Hyat Khan's Lane.

BENGALI,

15th September, 1894.

The *Paramartha-Sangita-Ratnakara*, is a fresh contribution to Bengali poetical literature by Maulvi Vilayet Hossain. The Maulvi Saheb is already known to fame. His Bengali is chaste, his sentiments pure, and his versification in strict keeping with the poetic cannons. The poems have been adapted to Hindu music by our well-known townsman Prof. Harischandra Datta.

A BOOK OF RELIGIOUS SONGS.

INDIAN DAILY NEWS.

October 17, 1895.

Babu Harrischandra Datta, Professor of Oriental Languages, has sent us a vernacular book, entitled *Paramaatha Sangita-Ratnakara*, or appropriate religious songs arranged in the form of instruction, by Maulvi Vilayet Hossain of Sealdah, and published by Babu Harrischandra Dutt. It should prove of much value to those interested in Hindu Music.

HINDU RELIGIOUS SONGS BY A MUSSALMAN.*

REIS AND RAYYET.

17th October, 1894.

THIS is a remarkable work. As the name implies, it is a mine of gems. Those gems consist of, in many cases, the sweetest (Bengali) songs on that topic which constitutes the *Paramartka* or the highest object of man.

* *Paramartha Sangita-Ratnakara or the best Instruction to Jiva (human beings) composed by the well-known Prince of poets, Maulvi Vilayet Hossain of Sealdah, Calcutta, published by Harrischandra Datta, the author of "The Music Tansen," second Edition, Calcutta, printed at the Narayana Press, 75, Cotton Street, by Ramnarayan Pal, 1302 (B. S.). Copyright reserved.*

These songs, numbering about 157, have for the most part been composed from the point of view of Hindu philosophy. There are some that do not reflect the light of any particular theory and may, therefore suit the lips of Jew or Gentile, Christian or Mahomedan, when addressing the Supreme Being in prayer or mourning the misery of human lot. Indeed, so well has Maulvi Vilayet Hossein caught the Hindu spirit, that he employs the phraseology of Hindu Philosophy of the Vedanta in particular, without tripping even once. It is this circumstance that led Pandit Jibananda and a few others, to whom the Maulvi is well-known, to bestow upon him the name of Kaliprasanna, or one unto whom the Goddess *Kali* has been particularly gracious.

Speaking as the poet did the very language of the soul, his success was almost assured. The slightest suspicion will not cross the mind of the Hindu Reader that the songs are not the production of a pious Hindu. We have made the experiment upon persons of judgment. Some have thought that the name "Maulvi Vilayet Hossain" on this book is a palpable hoax.

Examining the book with more than ordinary attention, we can declare that some of the songs are truly poetical. The piety and devotion that breathe through them are not unoften equal to Ram Prasada's. The language is generally pure ond harmonious. Altogether, this is, as we have already said, a remarkable production.

His sentiments on this head are very like those of Ram Prasada! The Maulvi thinks that the external rites of religion do not assist one in reaching God; that the clergyman of the Christian Church, the Mahomedan Mullah, and the Hindu priest are alike of little usefulness in that respect. The spiritual advancement of the soul depends upon its own exertions. To abstain from injury and do deeds of active benevolence, in fact, to behave towards others as we wish they would behave towards us, is the highest duty here, so far as conduct is concerned, and that to put ourselves in communion with the Supreme Being by always listening to discourses on Him (*Cravana*), thinking of Him, (*Manana*), and singing His praises (*Kirtana*), is sure to raise us up day by day. Intolerance and bigotry should ever be avoided. The God of the Bible is not different from the God of the *Koran*, and the God of the *Koran* is

not different from the God of the Hindu Scripture. The toleration which *Krishna* preached to *Arjuna* in the *Gita* seems to command the Maulvi's admiration.

We know not Maulvi Vilayet Hossain, but are thankful to him for the true catholicity of his religion, and the lessons of piety and devotion inculcated in the many beautiful songs contained in his unpretentious little book.

FROM

THE HON'BLE DR. MAHENDRA LAL SIRCAR,

M. D. C. I. E.

51, Sakaritola, Calcutta, 7th March, 1893.

MY DEAR HARISCHANDRA,

* * * * *

With reference to the songs, one hundred and twenty-seven in number, I have great pleasure in saying that they are excellent :—They embody thoughts and sentiments which breathe throughout a spirit of fervent piety, and display no mean mastery of our vernacular. They stamp their author as a poet of considerable depth of feeling and power. As productions of a Mahamedan gentleman they are remarkable.

Yours sincerely,

MAHENDRA LAL SIRCAR.

This is to certify that the songs which bear the name of Maulvi Belayet Hossain, relate all to the love of God. It is a peculiar feature of these songs, that in them Godhead is being adored as a lover, after the manner and in the style of Persian poets, and to some extent in imitation of a sect of Hindu devotees, called the *Vaishnavas.* Though the matter of the songs is susceptible, and the manner as well, of refinement, they must be considered highly creditable, considering that they are the productions of a Mahamedan gentleman. They all breathe a spirit of devotion which can not be too much admired and ought to be duly appreciated by the public.

CALCUTTA,
The 21*st January* 1893.

NILMANI MUKERJEA, M. A,
Professor of Sanskrit,
Presidency College.

I have carefully looked over the Bengali songs composed by Maulvi Vilayet Hossain, and I am of opinion that they rea written in pure and chaste Bengali and are full of original thoughts. I have no hesitation in saying that the songs appeared to me, when I first looked over them, to be the effusions of a true poet.

CALCUTTA,
The 3*rd January*, 1893.

NRISINHACHANDRA MUKERJEA,
M. A.

পরমার্থ সঙ্গীত-রত্নাকর নামক গ্রন্থ সম্বন্ধে

সংবাদপত্রের সমালোচনা

ও

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের প্রসংশাপত্র।

বঙ্গনিবাসী।

১৮ই অগ্রহারণ, শুক্রবার, সন ১২৯৯ সাল।

পরমার্থভাবসংযুক্ত অনেকগুলি ভাল ভাল গান ইহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। বঙ্গভাষায় সঙ্গীত-শাস্ত্রসম্বন্ধে ভাল পুস্তক প্রায় নাই। এ পুস্তক খানিতে সে অভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্র-শিক্ষার্থিগণের পক্ষে এ পুস্তকখানি উপকারী।

হিতবাদী।

৮ই পৌষ, বৃহস্পতিবার, ১২৯৯ সাল।

এই পুস্তক মৌলবী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত। মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা নির্দ্দোষ হয় না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, আমরা

তাঁহাদিগকে মৌলবী সাহেব প্রণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গীতগুলিতে ভাষাজ্ঞান ও কবিত্ব উভয়ই বহুলপরিমাণে দৃষ্ট হয়।

সোমপ্রকাশ।

১২ই পৌষ, সন ১২৯৯ সাল।

এই পুস্তক মৌলবী বেলায়েৎ হোসেনের রচিত। মুসলমানের লিখিত বাঙ্গালা নির্দ্দোষ হয় না বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, আমরা তাঁহাদিগকে মৌলবী সাহেব প্রণীত সঙ্গীতগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সঙ্গীত গুলিতে ভাষাজ্ঞান ও কবিত্ব উভয়ই বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

প্রকৃতি।

২১শে কার্ত্তিক, শনিবার, সন ১২৯৯ সাল।

"পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর" মৌলবী বিলায়েৎ হোসেন নামক জনৈক মুসলমানের রচিত সঙ্গীতে পূর্ণ। সঙ্গীতগুলিতে হিন্দুর অনুপযোগী কোন অংশই নাই। অধিকন্তু ইহা পাঠে কেহই হিন্দুর প্রণীত নহে বলিয়া স্থির করিতে পারিবেন না। সঙ্গীতগুলির ভাব উচ্চ, ভাষা প্রাঞ্জল ও লালিত্যপূর্ণ। আমরা মৌলবী সাহেবের রচনাপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করি।

সুধাকর।

১২ই অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, সন ১৩০২ সাল।

পুস্তকখানিতে যে সকল সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহা কলিকাতা শিয়ালদহনিবাসী মৌলবী বিলায়েৎ হোসেন সাহেবের বিরচিত। মৌলবী সাহেব যে বাঙ্গালাভাষায় পারদর্শী, তাহা আমরা জানিতাম, কিন্তু সঙ্গীত-বিদ্যায় যে তাঁহার ঈদৃশ ব্যুৎপত্তি আছে, তাহা আমাদিগের জানা ছিল না। তাঁহার বিরচিত পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত-গুলি অতি মধুর ও উৎকৃষ্ট সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আমরা মৌলবী সাহেবের পরমার্থ-বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ-সঙ্গীত-কবিতাবলী পাঠে বড়ই মুগ্ধ হইয়াছি। মুসলমানের কল্পনা হইতে এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা সঙ্গীত নিঃসৃত হওয়া আমাদিগের পক্ষে বিশেষ গৌরবের বিষয়। মৌলবী সাহেব এ ক্ষেত্রে অনেক হিন্দুকেও পরাস্ত করিয়াছেন। আমরা ক্রমশঃ ইহার কয়েকটী সঙ্গীত সুধাকরে প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থ করিব। সমালোচিত গ্রন্থখানির কাগজ উৎকৃষ্ট, ছাপাও অতি পরিপাটীরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। সঙ্গীত-পিপাসু ব্যক্তিগণ এই পুস্তকের গৌরব অবশ্যই করিবেন, সন্দেহ নাই।

দৈনিক।

১২ই পৌষ, সন ১৩০১ সাল।

পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-তানসেন প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ।দ্বিতীয় সংস্করণ। সঙ্গীত-রত্নাকর

শিয়ালদহ-নিবাসী কবিবর মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন কর্ত্তৃক বিরচিত। ৭৫ নং কটনষ্ট্রীট নারায়ণ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মৌলবী সাহেব জাত্যংশে মুসলমান বটে, কিন্তু চিন্তায় হিন্দু। শুনিয়াছি, আচার অনুষ্ঠানেও তিনি হিন্দুবৎ। সঙ্গীত-রত্নাকরের সকল সঙ্গীতই রত্ন—কবিত্বে পূর্ণ; পড়িলেই মোহিত হইতে হয়। সুগায়ক দত্ত মহাশয়ের ন্যায় গায়কের কণ্ঠে শ্রুত হইলে ত কথাই নাই। সঙ্গীত-রত্নাকর আমাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়াছে।

সুধাকর,

৩০শে ভাদ্র, শুক্রবার, সন ১৩০১ সাল।

মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন "কালীপ্রসন্ন" বিরচিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত ১ খণ্ড 'পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর' আমরা পাইলাম তজ্জন্য দাতাকে আমরা ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

সোমপ্রকাশ,

৪ঠা অগ্রহায়ণ, সন ১৩০১ সাল।

পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর। শিয়ালদহনিবাসী শ্রীযুক্ত মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন কর্ত্তৃক প্রণীত ও শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। আমরা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ পাঠ করিয়া দেখিলাম যে, মুসলমান দ্বারা এরূপ ভক্তিবাদপূর্ণ গীতগুলি অতি অলৌকিক

ভাবাপন্ন। আমাদিগের ইহা একটী নূতন সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়। মুসলমান বংশসম্ভূত মৌলবী সাহেবের এরূপ গীত রচনা বিষয় নৈপুণ্য দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম। আমাদিগের আশা যে, উক্ত গ্রন্থকার সর্ব্বত্র উৎসাহ প্রাপ্ত হইবেন। ইহাঁর এই ত প্রথম উদ্যম; ইনি আর কিছুদিন এই বিষয়ের আলোচনা করিলে একজন উৎকৃষ্ট রচয়িতা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিবেন।

সহচর,

৩১শে শ্রাবণ, সন ১৩০১ সাল।

পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর অথবা জীবনের প্রতি সার উপদেশ মূল্য ১৲ টাকা। সঙ্গীতাধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মৌলবী বেলায়েৎ হোসেন মহোদয় যে পরমার্থ সঙ্গীত রচনা করিয়া কালীপ্রসন্ন উপাধিতে বিখ্যাত হইয়াছেন, সেই সঙ্গীতের ১৫৭টি এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। গীতগুলির সমস্তই অতি সুন্দর ও ঐশ্বরীক ভাবে পরিপূর্ণ। আমরা সমস্ত গানগুলি পাঠ করিয়া দেখিলাম যথার্থ ভাবুক দ্বারা ইহা রচিত হইয়াছে। হরিশ্চন্দ্র বাবুও একজন সঙ্গীত-বিশারদ, সুতরাং তাঁহার সংগৃহীত সঙ্গীতগুলি যে সুন্দর হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? অভিজ্ঞ গায়কগণ একবার এই সঙ্গীত-গুলি পরীক্ষা করেন প্রকাশকের তাহাই ইচ্ছা।

গ্রন্থে পরমার্থ-সঙ্গীত-রত্নাকর নামে কতকগুলি উৎকৃষ্ট গান সন্নিবেশিত হইয়াছে। গানগুলি একজন মুসলমান মহাত্মার রচিত। মুসলমানের এমন সুন্দর বাঙ্গালা রচনা আমি অল্পই দেখিয়াছি। আমার বিবেচনায় গানগুলি অতি উপাদেয় এবং রচয়িতার ঈশ্বরভক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন; না বলিয়া দিলে উহা মুসলমানের রচিত বলিয়া বুঝিবার উপায় নাই। ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল করুন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার,

কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ।

* * * * * * * *

তৎপরে যে কয়টী সঙ্গীত প্রদত্ত হইয়াছে, ঐ গুলি যদ্যপি মুসলমানবংশাবতংশ শ্রীযুক্ত বেলায়েৎ হোসেন মৌলবী কর্ত্তৃক প্রণীত, তথাপি সর্ব্বধর্ম্মসারভূত অভিপ্রায় ও উপদেশসমূহে পরিপূর্ণ, এবং মহাকবি কালিদাস বিরচিত শ্লোকসমূহের ন্যায় প্রসাদগুণপূর্ণ বলিয়া গ্রন্থকারের (মৌলবী সাহেবের) প্রতি প্রীতি হওয়াতে তাঁহাকে "কালীপ্রসন্ন" উপাধি প্রদত্ত হইল। এতাদৃশ সঙ্গীতাবলী পাঠ ও স্বরযোগে সঙ্গীত হইলে সাধারণের মনে যুগপৎ ভক্তি ও প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে তাহাতে সন্দেহ নাই—ঈশ্বরপ্রসাদে ইনি দীর্ঘজীবন লাভ করুন। কিমধিকমিতি।

শ্রীজীবানন্দ বিদ্যাসাগর।

এই পুস্তকের আর একটী মহৎ প্রশংসার কথা এই যে, ইহাতে যে সঙ্গীতগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেইগুলি যেরূপ মধুর, সেইরূপ ভাবপূর্ণ। গানগুলি পাঠ করিলে রচয়িতা যে একজন প্রকৃত কবি এবং ঈশ্বরপরায়ণ সাধুব্যক্তি তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ফলে তিনি যে একজন বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধিকারী এবং বঙ্গমাতার ভূষণস্বরূপ তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। ইতি ভাটপাড়া।

১লা ফেব্রুয়ারি, ইং সন ১৮৯৩ সাল,

শ্রীহৃষীকেশ শাস্ত্রী বিদ্যোদয়

সংস্কৃতপত্রিকার সম্পাদক।